বাংলাবুক.অর্গ

অ্যাডভেঞ্চার অফ মার্কো পলো

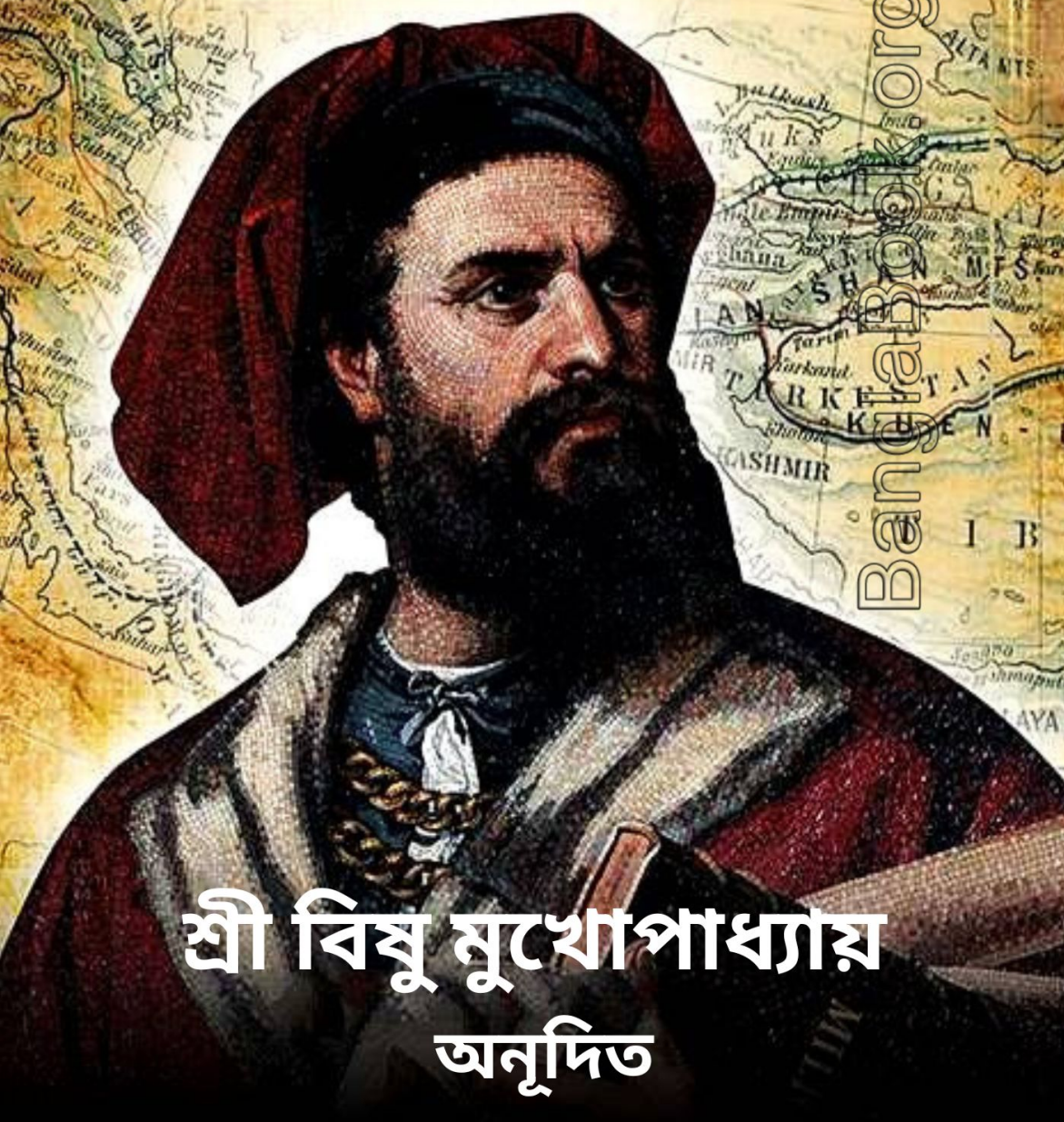

BanglaBook.org

শ্রী বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়
অনূদিত

এ্যাড্‌ভেঞ্চার অফ্‌

মার্কো পোলো

ইউজিন স্যু

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

অনূদিত

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

ADVENTURE OF MARCOPOLO
CODE : 44 A 24

Price : Rs. 30.00

Dev Sahitya Kutir Pvt. Ltd.
21, Jhamapukur Lane, Kolkata-700 009
Tel : 2350-4294/4295/7887

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৯৫, ১৪
পুনর্মুদ্রণ ঃ বইমেলা ২০১২, মাঘ ১৪১৮

শ্রীঅরুণ চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং বি. সি. মজুমদার কর্তৃক বি. পি. এম'স প্রিন্টিং প্রেস, রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে মুদ্রিত।

দাম ঃ ৩০.০০ টাকা

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

এ্যাড্‌ভেঞ্চার অফ্‌ মার্কো পোলো

প্রথম পরিচ্ছেদ

গোড়ার দিকে

একদিন ছিল যখন ইওরোপের লোকও ভারতের খবর রাখত না, ভারতের লোকও ইওরোপের খবর রাখত না। নিজের নিজের দেশের যুদ্ধবিগ্রহ, ঘরোয়া অশান্তি নিয়েই তারা থাকত সব সময় ব্যস্ত। বিশেষ ক'রে, ভারতে পাঠান সাম্রাজ্যের মধ্যে ও তার বাইরের তিন পাশে, বিরাট তাতার সাম্রাজ্যের ছোট-বড় দেশগুলিতে নিয়তই রক্তারক্তি লেগে থাকত; অপরের ধন-সম্পদ লুট ক'রে, ভূ-সম্পত্তি দখল ক'রে, রাজ্যবিস্তার করাই ছিল তখন বীরত্বের পরাকাষ্ঠা। এই সব ব্যাপার এত ঘন ঘন ঘটত যে, কেউই তখন বিশেষভাবে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের দিকে নজর দিতে পারত না—যত দিত যুদ্ধবিগ্রহের দিকে, অপরের ধনসম্পত্তি অপহরণ করার দিকে।

তবুও ব্যবসা-বাণিজ্য চলত, বংশানুক্রমে যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করত, তাদেরই কেউ কেউ দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ত দেশের বাইরে,—রোজগারের চেষ্টায়; নিয়ে আসত দূর-দেশান্তরের খবরাখবর—শিল্প-কলা, ধন-সম্পদ ও আচার-ব্যবহারের নমুনা।

ইতালীর ভিনিস শহরের পোলোরা ছিল এই ধরনের সাহসী ব্যবসায়ীর বংশ। ভিনিস থেকে কখনো কখনো প্রাচীন পালতোলা জাহাজে, হাওয়ার কোলে গা-ভাসিয়ে সমুদ্রপথে তারা চলে যেত সুদূর এথেন্স শহরে, আবার কখনও বা সার্ভিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশের ভেতর দিয়ে পদব্রজে, ঘোড়া, উট বা গাধায় চড়ে তুরস্কের পুরাতন বন্দর কনস্টান্টিনোপলে। কনস্টান্টিনোপল ছিল তখন ইওরোপ ও এশিয়ার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। পৃথিবীর বহু দূর-দেশান্তর থেকে

BanglaBook.org

ব্যবসায়ীরা এখানে এসে নানান জিনিস নিয়ে জমায়েৎ হ'ত—বেচা-কেনা করত। সুদূর চীন থেকে তুর্কীস্থান, সমরখন্দ ও কাস্পিয়ান সাগর ঘুরে, ভারত থেকে খাইবার পাশ দিয়ে, পারস্য, তাব্রিজ, ত্রিবিজোন্ড পেরিয়ে ব্যবসায়ীরা এখানে আসত দল বেঁধে—হীরা-মণি-মাণিক্য, সোনা-রূপা, সিল্ক-মসলিন প্রভৃতি হরেকরকমের জিনিস বিক্রী করত,—আবার কিনেও নিয়ে যেত নিজেদের দেশে।

ইওরোপের এই সব ব্যবসায়ীরা অন্যান্য খবর না রাখলেও, এশিয়ার ঐশ্বর্যের খবর রাখত ভালোই, তাই তাদের মধ্যে কেউ কেউ কনস্টান্টিনোপলের বেচা-কেনা শেষ ক'রে, তুরস্কের ভেতর দিয়ে চলে যেত আরও পুবের দিকে—তেহারান, খোরাশান, বোখারা, পামীর, খাশগড়, খিরগিজ প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার বিখ্যাত শহরগুলিতে রাজা-মহারাজাদের কাছে, খাঁন-সুলতানদের কাছে মূল্যবান জিনিসপত্র বিক্রী করার আশায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিক্রীত জিনিসের দাম ছাড়াও নানান উপঢৌকন লাভ ক'রে, তল্পিতল্পা তুলে আবার স্বদেশের পথে যাত্রা করত—দু'পাঁচ বছর পরে।

এখনকার মত যান-বাহনের তখন সুবিধা ছিল না; তাছাড়া পথঘাটও ছিল অত্যন্ত দুর্গম, ভয়াবহ। এখনকার একদিনের পথ অতিক্রম করতে তখন একমাস লেগে যেত—কোথাও কোথাও বা তার চেয়েও বেশি। কোথাও পেরুতে হ'ত দুর্গম অরণ্য—হিংস্র জীবজন্তুর মুখের সামনে দিয়ে, আবার কোথাও বা তুষারাবৃত হিমগিরির উপর দিয়ে কাঁথা-কম্বল জড়িয়ে। পথ কোথাও নতুন ক'রে তৈরি ক'রে নিতে হ'ত—কোথাও বা যেতে হ'ত সঙ্কীর্ণ বিপদসঙ্কুল গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে। দস্যুদের উৎপাতও ছিল ঐ সব পথে ভীষণ। পর্বতের গুহায়, গিরিপথের ধারে, মরূদ্যানের আশেপাশে বা জঙ্গলের মধ্যে তারা লুকিয়ে থাকত, আর যেই দূর থেকে দেখত ব্যবসায়ীর দল আসছে, অমনি আচম্‌কা তাদের উপর প'ড়ে, খুন-জখম ক'রে, সর্বস্ব কেড়েকুড়ে চম্পট দিত। কখনো কখনো কোন কোন লোককে বেঁধে নিয়ে গিয়ে দাস-ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রীও করে দিত টাকার বিনিময়ে। কাজেই এই সব অচেনা দূর-দেশের রাজ-রাজড়াদের কাছে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা থাকলেও—প্রাণের দায়ে, সর্বস্ব লুণ্ঠিত হবার ভয়ে, খুব কম লোকই পা-বাড়াতে চাইত ঐ সব পথে।

কিন্তু ভিনিসের এই পোলোরা ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও এ্যাড্‌ভেঞ্চার-প্রিয় ব্যবসায়ীর বংশ। একবার ১২৫৫-৫৬ সালের কাছাকাছি তাঁরা প্রচুর মূল্যবান মালপত্র ও জহরতাদি নিয়ে কনস্টান্টিনোপলের বাজারে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু সেবার বাজার ছিল অত্যন্ত মন্দা, তাই তাঁরা যে সব মূল্যবান জিনিস বিক্রী করতে এনেছিলেন তার ভালো দাম পেলেন না। অল্প দামে, বেশি

BanglaBook.org

দামের জিনিস বিক্রী ক'রে লোকসান দেবার মত বোকামি আর নেই, তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে দলবলসুদ্ধ পশ্চিম তাতারের পথ ধরে ভলগা নদীর মোহনায় বলগড়ে এসে হাজির হলেন।

বলগড়ের গায়ে আসারায় (বর্তমান অস্ট্রাকানের মধ্যে) তখন চেঙ্গিস খাঁর নাতি বারকার প্রাসাদ। বারকা ছিলেন এই তল্লাটের সর্বময় কর্তা এবং মূল্যবান মণি-মাণিক্যের একজন বিখ্যাত খরিদ্দার। পছন্দসই জিনিস হ'লে যে-কোন দামে তিনি তা কিনতেন; তাঁর ঐশ্বর্য ছিল জগৎ-বিখ্যাত।

বারকার নিকট পোলোরা যখন তাঁদের জিনিসপত্র ভালো দামেই বিক্রী ক'রে বাড়ির দিকে ফেরবার চেষ্টা করেছেন, তখন ঘটল এক বিপদ। বারকা খাঁর সঙ্গে পারস্যের শাসনকর্তা আলু খাঁর বাধল ঘোরতর সংগ্রাম। এঁরা সবাই প্রধানতঃ মঙ্গোল বংশের হলেও, এক এক জন ছিলেন বিস্তৃত তাতার সাম্রাজ্যের ছোট-বড় রাজ্যগুলির ভিন্ন ভিন্ন অধিপতি। এঁদের সর্বময় কর্তা ছিলেন সম্রাট্ কুবলাই খাঁ। কুবলাই খাঁর মত বিস্তৃত বিরাট রাজত্ব পৃথিবীতে তখন আর ছিল না। ভারত ও আরবকে বাদ দিয়ে, এক দিকে পারস্য তুরস্ক হয়ে ভূমধ্য-সাগরের গা-থেকে কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের উপর দিয়ে বর্তমান রাশিয়ারও খানিকটা অংশ, আর এক দিকে বর্মা, শ্যাম, চীন, মানচুরিয়া প্রভৃতি দেশ ও বঙ্গোপসাগর, চীন সাগর ও পীত সাগরের উপকূল পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ দেশ জুড়ে ছিল কুবলাই খাঁর সাম্রাজ্য।

ব্যবসায়ী পোলোদের তখন ঘরে ফেরার আশা ত্যাগ করতে হয়েছে। একে এই প্রাকৃতিক দুর্গমতা, তার উপর এই যুদ্ধের ফলে কন্সটান্টিনোপলে ফেরার সব পথেই তখন দিনরাত রক্তগঙ্গা বইছে—গুপ্তহত্যা, নিরীহ গ্রামবাসীর উপর অত্যাচার, লুণ্ঠন হয়ে চলেছে তখন প্রতিদিনের ঘটনা। এ অবস্থায় বাধ্য হয়েই পোলোরা অবশিষ্ট মালপত্র বিক্রীর আশায় দীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে, নানা বিপদ-আপদের ভিতর দিয়ে, একেবারে সম্রাট্ কুবলাই খাঁর খাস রাজ্যে এসে হাজির হলেন। এই উল্টো পথে আসার সময় তুর্কীস্থানের বোখারা শহরে আলু খাঁর এক বিশ্বস্ত দূতের সঙ্গে এঁদের আলাপ হয়ে যায়। তিনি তখন সম্রাটের কাছেই চলেছিলেন, আলু খাঁর এক জরুরি খবর নিয়ে। পোলোদের ব্যক্তিত্ব ও ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তিনিই তাঁদের অনুরোধে পথ দেখিয়ে কুবলাই খাঁর দরবারে এনে হাজির করেন।

সম্রাট কুবলাই-এর কাছে ইতঃপূর্বে আর কোন ইওরোপীয় ব্যবসায়ী আসেনি, সে কারণ সর্বপ্রথম এই বিদেশী ব্যবসায়ীদের দেখে তিনি অত্যন্ত খুশি হন এবং তাঁদের দেশের বহু সমাচার জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সম্রাটের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর এতো সুন্দর ও পরিষ্কারভাবে এঁরা বুঝিয়ে দিতে থাকেন যে, কুবলাই এঁদের উপর অল্পকালের মধ্যেই অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এখানে বলতে

BanglaBook.org

ভুলে যাচ্ছিলাম যে, ভিনিসের এই ব্যবসায়ীরাই ইতিমধ্যেই ঐ দেশের ভাষা এমনভাবে আয়ত্ত করেছিলেন যে, তাঁদের পক্ষে সম্রাটের সঙ্গে কথাবার্তা বলার মোটেই অসুবিধা হয়নি।

সম্রাট্ কুবলাই খাঁর বহুকাল থেকেই দারুণ আগ্রহ ছিল পাশ্চাত্যের খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধে। ইওরোপের রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করারও তাঁর ইচ্ছা ছিল বহুকাল থেকে, কিন্তু এতদিন তা পূর্ণ হওয়ার কোন সুযোগই আসেনি। কাজেই কিছুদিন পোলোদের এখানে আদর-যত্নের মধ্যে রাখার পর, সম্রাট্ ওঁদের দু'ভাইকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে ইওরোপে পাঠাতে চাইলেন। সেই সঙ্গে সারা ইওরোপের ধর্মগুরু পোপের কাছে এক পত্র লিখে সম্রাট্ তাঁর অধার্মিক প্রজাদের জন্য কয়েকজন ধর্মপ্রচারক পাঠাতে বললেন, এবং ফেরার পথে জেরুজালেম থেকে খ্রিস্টের কবরে যে প্রদীপ জ্বলে, সেই প্রদীপের একটু পবিত্র তেল আনতে অনুরোধ জানালেন।

পোলোদের দু'ভায়ের এতে অসম্মত হওয়ার কিছুই ছিল না। সম্রাট্ তাঁদের উপর এই আদেশ দিয়ে যে নির্ভর করছেন, এইটাই ছিল তাঁদের পক্ষে তখন অত্যন্ত গৌরবের কথা। তাছাড়া এই সামান্য দিনের মধ্যেই সম্রাট তাঁদের প্রাণঢালা ভালোবাসা ও প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে এমনই আপনার ক'রে নিয়েছিলেন যে, তাঁদের মত সামান্য বিদেশী ব্যবসায়ীর পক্ষে এটাও ছিল আকাশকুসুম কল্পনা।

এরপর একদিন সম্রাটের আদেশ শিরোধার্য ক'রে তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন জেরুজালেমের পথে। নানা জল-পথ ও স্থল-পথ ঘুরে, নানা দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে, প্রায় তিন বছর পরে প্যালেস্টাইনের বন্দর একার-এ এসে পৌঁছলেন তাঁরা। কিন্তু একার-এ এসে বিশেষ কিছু সুবিধা হ'ল না। খ্রিস্ট ধর্মগুরু চতুর্থ পোপ ক্লিমেন্ট তখন সবেমাত্র দেহ রেখেছেন এবং নতুন পোপ নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত সম্রাটের বক্তব্য সম্বন্ধে কিছুই ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়—কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই কথাই শুনলেন তাঁরা। এই ব্যাপারে পোলোরা অত্যন্ত মর্মাহত হলেও, ইতোমধ্যে তাঁরা তাঁদের দেশ একবার ঘুরে আসতে পারবেন, এই ভেবেই তখন সান্ত্বনা পেলেন সব চেয়ে বেশি।

দীর্ঘ চোদ্দ-পনেরো বছর আজ তাঁরা ঘরের বাইরে। অবশ্য ঘর-সংসারের মায়া ত্যাগ করেই তখনকার এই সব ব্যবসায়ীরা দেশান্তরী হ'ত বটে, কিন্তু তবুও বাড়ির দিকে মন প'ড়ে থাকত সবার! সবাই চাইত, মোটা কিছু রোজগার ক'রে একেবারে ঘরে গিয়ে বসব এমন নিশ্চিত হয়ে, যাতে জীবনে আর বিশেষ কিছু না করলেও চলে যাবে। কিন্তু ভাগ্য যাদের প্রসন্ন নয়, বারবারই তাদের বিদেশ-যাত্রা করতে হ'ত—রোজগারের চেষ্টায়।

একার থেকে জাহাজে চড়ে নিগ্রোপয়েন্ট হয়ে ১২৬৯ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি

BanglaBook.org

নিকোলো পোলো ও মেফিয়ো পোলো দুই ভাই বহুকাল পরে আবার ভিনিসের বন্দরে ফিরে এলেন।

বাড়ির লোক, আত্মীয়স্বজন সকলেই এঁদের সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছিল তখন, এবং এ-অবস্থায় হাল ছেড়ে দেওয়াও কিছু অসঙ্গত ছিল না। কিন্তু বহুকাল পরে আবার এঁদের পেয়ে সকলেই উল্লসিত হয়ে উঠল—আলিঙ্গন করল পরস্পরে। এলো না কেবল নিকোলোর স্ত্রী। বাড়িতে তার বদলে দেখা গেল একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের সুন্দর চটুল-চপল কিশোরকে। নিকোলোর অনতিদূরেই সে দাঁড়িয়ে। বলিষ্ঠ দেহ, টানা টানা দুই চোখ, মাথায় কোঁকড়ানো এক মাথা চুল আর মুখে মৃদু হাসি।

কে এই ছেলে? এই আমাদের কাহিনীর নায়ক, মধ্যযুগের বিখ্যাত ভ্রমণকারী, বহু ভাষাবিদ্, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও এ্যাড্‌ভেঞ্চার-প্রিয় মার্কো পোলো।

নিকোলো তাকে দেখেই চিনেছেন। তাঁরই দেহের ছাঁদ এই বালকের শরীরে। তিনি তাকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর বাহু-বেষ্টনে, চুমু দিয়ে তার দুই গাল ভরিয়ে দিলেন। নিজের ছেলে যত বড়ই হোক, যত দীর্ঘ ব্যবধানের পরই তার দেখা মিলুক বাপ-মা তাকে চিনবেই। তাই মাতৃহারা মার্কোকে নিকোলো এক দৃষ্টিতেই চিনে ফেলেছিলেন।

নিকোলো ও মেফিয়ো যখন বিদেশ-যাত্রা করেন, তখন মার্কো ছিল তার মার পেটে। সে জন্মাবার পরেই নিকোলোর স্ত্রী মারা যান। মা-মরা মার্কোকে মানুষ করেছিল তার বাড়ির আত্মীয়স্বজন।

দীর্ঘ দিন পরে বাবাকে কাছে পেয়ে মার্কো এমনই তাঁর অনুরক্ত হয়ে উঠল যে, কিছুতেই সে আর তাঁর কাছ-ছাড়া হ'তে চায় না,—দিনরাত তাকে নিয়েই নিকোলোর গল্পগাছা করতে হয়। সুদূর সমুদ্রযাত্রার কথা, প্রাচ্যের পথ-ঘাট, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি বিচিত্র দেশ-দেশান্তরের অদ্ভুত অদ্ভুত অভিজ্ঞতার গল্প শুনতে শুনতে মার্কোর চোখে আর ঘুম আসে না। তাতারদের কথা, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও চেহারার বর্ণনা, সম্রাট্ কুবলাই খাঁর প্রাসাদের জাঁক-জমক, ধন-দৌলত, তার মনে পরীর দেশের কল্পনা জাগিয়ে তোলে—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখে সেই সব অদ্ভুত বিচিত্র দেশের। মন তার সেই অজানা স্বপ্নরাজ্যে ছুটে যেতে চায়; কেমন একটা অজানা আকর্ষণ সে অনুভব করতে থাকে মনে মনে—সেই সব পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, পথ-ঘাট ও লোকজনদের দেখার জন্যে।

দেখতে দেখতে পোলোদের প্রায় দু'বছর কেটে গেল ভিনিসে। আর বেশি দিন অপেক্ষা করা যায় না, তাতে হয়ত সম্রাট্ অসন্তুষ্ট হবেন, এবং ভাববেন আমরা মিথ্যেই স্তোকবাক্যে তাঁকে ফাঁকি দিয়ে চলে এসেছি। নিকোলো ও মেফিয়ো দু'জনেই ঠিক করলেন যে, তাঁদের আর দেরি করা উচিত নয়।

BanglaBook.org

তাছাড়া ইতোমধ্যে নতুন পোপ হয়ত নির্বাচিত হয়ে গেছেন, যাঁর কাছে তাঁরা সম্রাটের অনুরোধলিপি দেখিয়ে তাঁর আজ্ঞামত অভীষ্ট কাজ সমাধা করতে পারবেন।

যাত্রার দিন ঠিক হয়ে গেল। এবার আবার সেই বিরামহীন চলার পালা! আত্মীয়স্বজনের কাছে বিদায়াভিবাদন শেষ হ'ল বটে, কিন্তু একি! মার্কোও যে সেজেগুজে প্রস্তুত। তার মোটঘাট বাঁধা, পোশাক-পরিচ্ছদ পরা,—নিকোলো ও মেফিয়োর পাশে এসে সেও দাঁড়িয়েছে। ভাবটা হচ্ছে ঃ তাকে ফেলে কই যাও তো দেখি! কিন্তু পথের কথা ভাবলে সত্যিই আর জ্ঞান থাকে না, গায়ের রক্ত জল হয়ে আসে। কিন্তু মার্কো যখন নাছোড়বান্দা তখন আর উপায় কি! তাছাড়া বড় হয়েছে সে, বেশ জোয়ান-যুবকই এখন বলা চলে তাকে, একে সঙ্গে নেওয়ায় বাপ-খুড়োর যথেষ্ট সুবিধা আছে।

—'কিন্তু সত্যিই কি তুমি এই কষ্ট সহ্য করতে পারবে?' মেফিয়ো প্রশ্ন করলেন।

—'নিশ্চয়ই পারব কাকা!' বুক ফুলিয়েই উত্তর দিল মার্কো।

নিকোলোর তাকে সঙ্গে নেওয়ারই ইচ্ছা ছিল কারণ মা-হারা ছেলেকে তিনি আর ফেলে যেতে চান না; যত বিপদই আসে আসুক, তা তো আসবে তাঁদের নিজের চোখের সামনেই!

শেষ পর্যন্ত মার্কোর যাওয়াই সাব্যস্ত হ'ল—তার মুখে ফুটে উঠল আনন্দের চিহ্ন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চলার-পথে মার্কো

১২৭১ সালের মাঝামাঝি একদিন ভোরের দিকে মার্কো, নিকোলো ও মেফিয়ো ভিনিসের বন্দর থেকে তাঁদের লোকজন নিয়ে ও মালপত্র বোঝাই ক'রে জাহাজ ছাড়লেন, এবং আমাদের গল্পের সত্যিকার আরম্ভও হ'ল এইখান থেকে। এইখান থেকেই নানা বিচিত্র ভ্রমণের ইতিহাস, নানা দুঃসাহসিক পথ-যাত্রার অভিজ্ঞতা ও সারা এশিয়ার অভ্যন্তরীণ বহু অজানা বিষয়ের ইতিবৃত্ত মার্কো পোলোকে পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত ভ্রমণকারী হিসাবে স্মরণীয় ক'রে রেখে গেছে। ঐতিহাসিকদের কাছে, পরবর্তী ভ্রমণকারীদের কাছে, ভূতত্ত্ববিদদের কাছে, মার্কো পোলো যে সব তথ্য উদ্‌ঘাটন ক'রে গেছেন, তার পূর্বে সে সব ইতিহাস আর কেউ জানতই না—জানা সম্ভবও ছিল না।

নঙ্গর তোলা হ'ল। পালে হাওয়া লেগে জাহাজ হেলতে-দুলতে গা ভাসাল কূল ছেড়ে অকূল সমুদ্রের বুকে। সমুদ্র-যাত্রায় তখন পাল-তোলা জাহাজই ছিল একমাত্র অবলম্বন। প্রথমেই যেতে হবে তাঁদের সম্রাটের আদেশমত পোপের প্রধান প্রতিনিধির কাছে। তারপর আনতে হবে জেরুজালেমে যীশুখ্রিস্টের কবরের উপর যে প্রদীপ জ্বলে, সেই প্রদীপের তেল। যেমন ক'রেই হোক এ দু'টির ব্যবস্থা না ক'রে গেলে তাঁরা কুবলাই খাঁর কাছে মুখ দেখাবেন কি ক'রে।

একার বন্দরে এসে তাঁদের জাহাজ ভিড়ল।

পোপের প্রধান প্রতিনিধি তখন এইখানেই থাকেন। ভিনিসে আসার পথেই তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছিলেন তাঁরা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এবারও প্রথম দিকে বিশেষ কিছু ফল হ'ল না। কারণ পোপের নিম্নপদস্থ রোমান ক্যাথলিক ধর্মগুরুরা কাকে পোপ নির্বাচিত করবেন, তখনও ঠিক করেননি। কাজেই কুবলাই খাঁর কাছে কোন প্রতিনিধি পাঠাবার কোন সুবন্দোবস্তই তখন আর হ'ল না। তবে একারের ঐ ধর্মগুরু জেরুজালেমে যীশুর কবরের প্রদীপ থেকে তেল দেবার অনুমতিপত্র তাঁদের লিখে দিলেন।

এই পত্রের জোরে জেরুজালেমে এসে সহজেই তাঁরা তেল পেয়ে গেলেন এবং একটি সোনার কৌটায় সযত্নে ঐ তেল নিয়ে, নিম্ন-আর্মেনিয়ার পথে যখন তাঁরা অনেকটা চলে এসেছেন, তখন এক শুভসংবাদ তাঁদের কাছে এসে

Banglabook.org

পৌঁছল। একারের ধর্মগুরু আর্মেনিয়ার রাজার মারফৎ তাঁদের জানিয়েছেন যে, অন্যান্য ধর্মগুরুদের নির্দেশে তিনিই দশম গ্রেগারি নামে বর্তমান পোপের পদে অভিষিক্ত হয়েছেন, অতএব এখন তিনি তাতার সম্রাটের অনুরোধ রক্ষা ক'রে তাঁদের সব ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবেন। এই সংবাদে পোলোরা সকলেই অত্যন্ত খুশি হলেন। এ অবস্থায় কিছু বেশি সময় নষ্ট হলেও, এখন ঈশ্বর তাঁদের সব ইচ্ছাই পূর্ণ করলেন। বর্তমানের পোপ দশম গ্রেগারি অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক ক'রে দিলেন, এবং ভিসেনজা ও গুয়েলমা নামক দু'জন ধার্মিক প্রচারক পণ্ডিতকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে তাঁদের সঙ্গে। তাছাড়া এই পণ্ডিতদের সঙ্গে সম্রাট্ কুবলাই খাঁর জন্য বহুমূল্যের নানাবিধ উপহার ও কয়েকটি বৃহদাকার মূল্যবান স্ফটিকপাত্র উপঢৌকন পাঠালেন।

ভিনিসে জাহাজে ওঠার পর থেকেই মার্কোর উৎসাহের অন্ত ছিল না। কত অজানা জিনিসই তিনি দেখছেন। একারের বন্দর, জেরুজালেমে যীশুখ্রিস্টের কবর, বিভিন্ন ধরনের বাসগৃহ, বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন রকমের মানুষ আর তাদের সাজ-পোশাক ও আচার-ব্যবহার। মেফিয়োকে ইতোমধ্যেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে তিনি কাহিল ক'রে দিয়েছেন। জানার আগ্রহ তাঁর অসীম। আরও নূতন, আরও অদ্ভুত ও বিস্ময়কর অনেক কিছুই তাঁকে দেখতে হবে, কাকার কাছে শোনা এই আশার বাণীতেই তাঁর মন ভরপুর হয়ে থাকে। বিপদের কথা, ভীতির কথা যখনই তিনি শোনেন, তখনই বলেন, 'আসুক না বিপদ, ভয় পাবার ছেলে আমি নই—থোড়াই কেয়ার করি আমি ও-সব।' উত্তরে মেফিয়ো বলেন, 'দেখা যাবে, যথা সময়ে।'

জাহাজ হেলে-দুলে ভেসে চলেছে সমুদ্র-পথে। এখন তাদের জাহাজে আরও দু'জন লোক বেশি। ভিসেনজা ও গুয়েলমা। দু'জনেই তাঁরা সুপণ্ডিত ও ধর্মজ্ঞ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত ভীরু। প্রথমতঃ কোন অচেনা দেশে, মহাপ্রস্থানের পথে তাঁদের পাঠানো হচ্ছে, কেমন লোক সেই কুবলাই খাঁ,—তাঁদের শূলে চাপাবেন না জীবন্ত দগ্ধ করবেন, এই ধরনের দুর্ভাবনাতেই তাঁরা আধ-মরা হয়েছিলেন। তার উপর সমুদ্রের এলোমেলো হাওয়ায় জাহাজ যেই দুলতে আরম্ভ করল, অমনি ভগবানের নাম জপতে বসে গেলেন তাঁরা। ব্যাপারটা মার্কোর কাছে খুবই হাস্যকর মনে হ'তে লাগল, এবং শেষ পর্যন্ত হাস্য-সংবরণ করাই তাঁর পক্ষে মুস্কিল হয়ে উঠল। এতো ধর্মবিশ্বাসী অথচ এতো ভীরু। তিনি নিজেই এগিয়ে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে বসে গেলেন। এমনি একটি অল্পবয়স্ক ছেলের, এমনি সুন্দর সুন্দর কথা, এমন দুঃসাহসিক মনোবৃত্তি, তখনই ধর্মযাজকদের মনে সাহস-সঞ্চার করল—তাঁরা ভুলে গেলেন তাঁদের দুর্ভাবনার কথা। মার্কো তাঁদের কাছে সম্রাট্ কুবলাই খাঁ ও

BanglaBook.org

তাঁর দেশের কথা, বিদেশীদের প্রতি তাঁর আন্তরিকতার কথা গল্প ক'রে ক'রে বলতে লাগলেন অত্যন্ত বিজ্ঞের মত—যা তিনি তাঁর বাবা-কাকার কাছে শুনেছিলেন তাঁদের বাড়িতে।

একার থেকে জাহাজ এসে ভিড়ল লায়াসের বন্দরে। তখনকার সময় স্কান্ডারোন উপসাগরের উত্তরে ছিল এই লায়াস বন্দর। লায়াসের গায়েই ক্ষুদ্র-আর্মেনিয়া। এইখান থেকেই শুরু হবে মার্কোদের স্থলপথ-যাত্রা। মোট-ঘাট লোক-লস্কর ডাঙায় নামল। কমপক্ষে চাকর-বাকর সমেত সত্তর-আশী জন লোক তাঁরা। সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘ-পথভ্রমণের সব কিছু সাজসরঞ্জামই ছিল; তবু কিছু কেনাকাটার প্রয়োজন। বিশেষ ক'রে কয়েকটি ঘোড়া, মাল বইবার জন্য কয়েকটি গাধা ও কিছু জন্তুর ছালের শীতবস্ত্র তাঁদের কিনতেই হবে,—তাছাড়া খুঁটিনাটিও আছে আরো অনেক।

বন্দর থেকে কিছু দূরে একটা জায়গায় আস্তানা নিয়ে নিকোলো ও মেফিয়ো এই সব কেনাকাটার জন্য চারিদিকে ঘুরতে লাগলেন, আর মার্কো রইলেন মালপত্র আগ্‌লে তাঁবুর মধ্যে। কিন্তু এর ভেতর থেকেই মাঝে মাঝে কাউকে কিছু না ব'লে তিনি চলে যেতেন দূর গ্রামের মধ্যে, আলাপ করবার চেষ্টা করতেন দেশীয় অধিবাসীদের সঙ্গে। এদিক থেকে, এই বয়সের পক্ষে বেশ সাহসীই বলা যেতে পারে তাঁকে। ভাষা না জানলেও, ইশারা-ইঙ্গিতে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব জমাতেন মার্কো এবং অনেককেই নিজেদের তাঁবুতে টেনে এনে পেট ভ'রে খাইয়ে দিতেন।

এই ভ্রমণ-পথে মার্কোর এক বিশেষ বন্ধু হয়েছিল, তাঁর এক পরিচারক। বয়সে সে মার্কোর চেয়ে অনেক বড় হলেও মার্কোকে সে অত্যন্ত ভালোবাসত এবং মার্কোও তার সঙ্গে এমন অনেক কথা কইতেন, যা তিনি তাঁর বাবা-কাকার সঙ্গে কইতে পারতেন না। এই লোকটি ছিল এই ধরনের পথযাত্রায় ওস্তাদ। এই পথে সে গিয়েছে ইতঃপূর্বে আর একবার।

কেনাকাটা ও নানাবিধ যোগাড়যন্ত্রের ব্যাপারে কয়েকদিন এখানে কেটে গেল তাঁদের। তারপর যখন যাত্রার উদ্যোগ-আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, তখন অকস্মাৎ ঘটল এক অঘটন। শহরের চতুর্দিকে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, ব্যাবিলোনের সুলতান বিবর ('বন্দুকধারী' ডাকনামে ইনি বিখ্যাত ছিলেন) সিরিয়ার বহুলাংশ দখল ক'রে, বর্তমানে আর্মেনিয়া আক্রমণ করেছেন এবং শিশ্ শহরের সমস্ত ধ্বংস ক'রে লুণ্ঠন ক'রে তাকে মরুভূমিতে পরিণত করেছেন। তাছাড়া তিনি নাকি অত্যন্ত খ্রিস্টধর্ম-বিদ্বেষী। খ্রিস্টানদের দেখছেন আর হত্যা করছেন, না হয় নিয়ে যাচ্ছেন বন্দী ক'রে। একধার থেকে খ্রিস্টানদের সমস্ত ধর্মমন্দির তিনি ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়েছেন। এমনি গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যে

BanglaBook.org

ভিসেনজা ও গুয়েলমার মনের অবস্থা কি হওয়া উচিত, তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই কথা শুনে তাঁরা তো একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন—ভয়ে হাত-পা যেন পেটের মধ্যে ঢুকে গেল তাঁদের! আর ভয় হবার কথাই। একে এটা তাঁদের নিজের দেশ নয়, এখানে তাঁরা বিদেশী, তার উপর তাঁরা একেবারে গোঁড়া খ্রিস্টান।

মার্কোকে ডেকে তাঁরা চুপিচুপি বললেন, 'তোমার বাবা ও কাকাকে বল, এ অবস্থায় আমরা ফিরে যেতে চাই আমাদের স্বদেশে। কিছুতেই আমরা আর এক-পা এগোব না!' প্রথম দিকে মার্কো তাঁদের নানান যুক্তি ও সাহস দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু তাতে কিছুই ফল হ'ল না। ক্রমশঃই যখন শহরে চাঞ্চল্য বাড়তে লাগল, মোট-ঘাট নিয়ে উট-গাধায় চড়ে লোকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পালাতে লাগল, তখন ধর্মযাজকদের আর স্তোক দিয়ে রাখা গেল না,—তাঁরা তল্পিতল্পা বেঁধে ফেরবার আয়োজন করলেন। মার্কোর বাবা আর কাকাও ফিরবেন কি ফিরবেন না এই নিয়ে ইতস্ততঃ করছিলেন বটে, কিন্তু মার্কোর সাহসে তাঁদের আবার সাহস ফিরে এলো, তাঁরা এখানে আর বেশি সময় নষ্ট না ক'রে গাধা-ঘোড়ার পিঠে মালপত্র চাপিয়ে ক্ষুদ্র-আর্মেনিয়ার পথ ছেড়ে, উত্তরে বৃহৎ-আর্মেনিয়ার দিকে পা বাড়ালেন।

অপূর্ব সে পথ যাত্রা! কেউ চলেছে ঘোড়ার পিঠে, কেউ উঠেছে গাধায়। মালপত্রও কতক গাধার পিঠে, কতক মানুষের মাথায়। পায়ে হেঁটে চলেছে অনেকে। এ শুধু তাঁরা বলেই নয়,—চলতে চলতে অনেকেই সঙ্গী হচ্ছে তাঁদের। আবার অনেকে নিজের নিজের নির্দিষ্ট জায়গায় এসে, তাঁদের সঙ্গ ছেড়ে চলে যাচ্ছে ভিন্ন পথে। এদের মধ্যে কেউ কেউ দূর দেশের যাত্রী। তাঁরা বিদেশী হলেও, নিকোলো ও মেফিয়ো তখন দু'তিনটি ভাষায় কথা কইতে পারেন, কাজেই এদের অনেকের সঙ্গেই বন্ধুত্ব হয়ে যাচ্ছিল তাঁদের।

পথ পড়ছে কখনো ধূধূ তেপান্তরের মাঠে, কখনো খাড়াই পর্বতের সঙ্কীর্ণ গা-বেয়ে। শহর ছাড়িয়ে, গ্রাম ছাড়িয়ে পথ চলেছে। মধ্যে মধ্যে যাযাবর বেদুইনদের তাঁবু। উট, গাধা, কুকুর নিয়ে মাসের পর মাস তারা চলেছে বাসস্থান বদলে—এক দেশ থেকে অন্য দেশে। নদীনালা, জলাশয় এখানে খুবই অল্প। মহম্মদ-ধর্মী তুর্কমানদেরই প্রধানতঃ এখানে বসবাস, তবে আর্মেনিয়ো ও গ্রীক জাতিও কিছু কিছু আছে এদিকে-সেদিকে ছড়িয়ে। কোগানি, কাইসারা, সাবাস্তা প্রভৃতি এখানকার শহরগুলিতে ব্যবসায়ীরা নানান রঙের সিল্ক ও বিচিত্র কার্পেট তৈরি করে। পোলোরা বহু সময় এখানকার কার্পেট কনস্টান্টিনোপলের বাজারে খরিদ ক'রে ইওরোপের বাজারে চড়া দামে বিক্রী করেছে।

BanglaBook.org

এশিয়া মাইনরের ওপর গায়েই উচ্চ-আর্মেনিয়া। বহু বিখ্যাত নগর এই দেশের মধ্যে স্থান পেয়েছে। আরজিনগন তাদের মধ্যে একটি প্রধান। এখানে সে সময় খুব উচ্চাঙ্গের কার্পাস বস্ত্র তৈরি হ'ত এবং বোকাসিন নামক জামার লাইনিং-এর একপ্রকার কাপড় ছিল তাদের মধ্যে বিখ্যাত। এখানকার পাহাড়গুলির মধ্যে গরম জলের কয়েকটি প্রস্রবণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কন্‌কনে শীতের দিনে এই সব উষ্ণ-প্রস্রবণে দরিদ্র লোকেরা প্রায় সারা দিনই গা-ডুবিয়ে ব'সে থাকে। গ্রীষ্মকালে পূর্বাংশের তাতার-শাসনকর্তারা এখানেই তাঁদের শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং খুব বেশি শীত পড়ার সঙ্গে তুষারপাত আরম্ভ হলেই, সৈন্যসামন্ত নিয়ে আবার চলে যান দক্ষিণে—বিবর্থুর প্রাসাদ-দুর্গে। ত্রিবিজন্ড থেকে যাবার পথে এই প্রাসাদ-দুর্গ নজরে পড়ে। এখানে রুপোর বিরাট খনি ছিল। এরজরূপ মধ্য-আর্মেনিয়ার কাছাকাছি আর একটি বিখ্যাত শহর। ত্রিবিজন্ডের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এই শহর অবস্থিত। বর্তমানে এই শহর ও স্থানগুলি সবই তুরস্কের অন্তর্গত হয়ে গেছে। এখানে প্রাচীন বৈজয়ন্তী-শহরের সীমান্ত-দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। পর পর এই শহর আরব ও সেলযুক তুর্কীদের হাত-বদল হ'তে হ'তে পরিশেষে ভাগ্যলক্ষ্মীর দয়ায় মঙ্গোল বা তাতারদের দখলে আসে। এই সমস্ত দেশই তাতার-সম্রাট্ কুবলাই খাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। যদিও এই সব ছোট ছোট দেশগুলির ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্তা আছেন এবং তাঁদের ক্ষমতাও কম না, তবু এঁরা সকলেই সামন্তশাসক মাত্র।

সারা আর্মেনিয়ায় পাহাড়-পর্বতের অন্ত নেই। বিরাট বিরাট অভ্রভেদী পাহাড়ই এ-দেশের সব দিক ঘিরে রেখেছে এবং এই সব পাহাড়ের গা দিয়েই পথ-ঘাট গিয়েছে ভিন্ দেশে। কিংবদন্তী আছে যে, এইখানকার সবচেয়ে উঁচু আরারাট পর্বতের উপর 'নোয়াজ আর্ক' অবস্থিত। পাহাড়ের সর্বোচ্চ স্থানগুলি সকল সময়েই তুষারাবৃত হয়ে থাকে এবং মধ্যে মধ্যে তা গ'লে পড়ে নীচের জমিজমাকে উর্বর ক'রে তোলে প্রচুর পরিমাণে। স্থানীয় লোকেরা সেখানে কিছু কিছু চাষবাস করে, তাছাড়া তাদের গৃহপালিত জীবজন্তুদের বিচরণ-ক্ষেত্র হিসাবেও ব্যবহৃত হয় ঐ সব স্থানগুলি। আর্মিনিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে কুর্দিস্থান আর উত্তর-পশ্চিমে জর্জিয়া।

জর্জিয়ার মধ্যে এখন এসে পড়েছেন আমাদের ভ্রমণকারীর দল। সকলেই বেশ শক্ত-সমর্থ। চল্লিশটি ঘোড়া ও বাইশটি গাধার সবই অটুট। এর মধ্যে মাঝে মাঝে তাঁবু ফেলে দু'একদিন জিরিয়েছেন তাঁরা—ভালোভাবে আহারাদি করেছেন, দেখাশুনা করেছেন, আবার যাত্রা করেছেন শুরু। মধ্যে মধ্যে দু'একটি শহরের অবস্থাপন্ন অধিবাসীরাও কোথাও কোথাও দু'এক রাতের জন্য তাঁদের বাড়িতে রাত্রি-যাপনের অনুমতি দিয়েছেন, কেউ কেউ বা ভোজ দিয়েও সম্মানিত করেছেন তাঁদের। সম্রাট্ কুবলাই খাঁর সনদের জোরে বহু স্থানে বহুভাবে উপকৃত

BanglaBook.org

হয়েছেন তাঁরা। আবার কোথাও বা স্থানীয় শাসনকর্তারা সঙ্গে দূত দিয়ে, ঘোড়সওয়ার, পাহারাদার দিয়ে নির্বিঘ্নে তাঁর সীমানা পার করিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন, অন্য দেশে।

জর্জিয়া ক্রিশ্চান-রাজা ডেভিড মালেকের অধীন। এখানকার অধিবাসীরা বলশালী, উৎকৃষ্ট তীরন্দাজ ও বিখ্যাত নাবিক। কথিত আছে, পুরাকালে যখন এ-দেশের প্রথম রাজা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর ডান কাঁধে নাকি ঈগলের চিহ্ন ছিল। সেই থেকে কনস্টান্টিনোপলের রোমান রাজ-পরিবারের ঈগল-চিহ্ন এঁরাও এঁদের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন এবং ভাবেন, তাঁরাও রোমানদেরই পরবর্তী বংশধর।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রক্তপায়ী শকুন ও দস্যুর কবলে

জর্জিয়ায় পথ চলতে চলতে মার্কোদের এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। সন্ধ্যার পূর্বে এক পাহাড়ের পাদদেশে তাঁবু পড়েছে তাঁদের। লোকালয়শূন্য স্থান। পাহাড়ের গায়ে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট কাঁটা-গাছের ঝোপ আর স্থানে স্থানে বড় বড় উলুর বন। ঘোড়া-গাধারা এপাশে-ওপাশে চরে ঘাস খাচ্ছিল, আর মার্কোরা গল্পগাছা করছিল তাঁবুর মধ্যে। এমন সময় বাইরে থেকে বিকট এক কোলাহল তাঁদের কানে এলো। মার্কো তাঁবুর বাইরে ছুটে এসে দেখে, লোকজন সবাই আকাশের দিকে চেয়ে। কেউ কিছু বলার পূর্বেই তার নজর পড়ল—তাদেরই একটি গাধা ও একটি বাচ্চা ঘোড়া মাথার উপর দিয়ে পাখনা নেড়ে শূন্যে উড়ে চলেছে, আর চিৎকার করছে পরিত্রাহি! ব্যাপারটা সত্যিই আশ্চর্য হবার! পক্ষিরাজ ঘোড়ার গল্প রূপকথায় পড়া গেছে, দেখা তো যায়নি; কিন্তু এ-ব্যাপার স্বচক্ষে দেখে মার্কো স্তম্ভিত হয়ে গেল। ইতোমধ্যে মার্কোর বাবা ও কাকা দু'জনেই বেরিয়ে এসেছেন তাঁবু থেকে। ব্যাপারটা তাঁদের নজরে পড়তেই তাঁরা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'শীগ্‌গির ঘোড়া-গাধাগুলোকে তাঁবুর মধ্যে পুরে ফেল,—আর এক মিনিটও দেরি ক'রো না, তাড়াতাড়ি!' বলতে বলতেই আবার এক পরিত্রাহি চিৎকার! এবার ঘটনাটা ঘটল সবার চোখের সামনেই! কয়েকবার হুস্ হাস, ঝুপ ঝাপ আওয়াজ ক'রে এক বিরাটকায় শকুন পাহাড়ের পাশ থেকে নেমে চক্ষের পলকে একটা গাধার পিঠে থাবা বসিয়ে, তুলে নিয়ে গেল আকাশে।

মেফিয়ো গলা ছেড়ে চাকর-বাকরদের গালিগালাজ ক'রে উঠলেন ঃ 'গর্দভরা হাঁ ক'রে দেখছ কি, জান না ওগুলো রক্ পাখি, তোদের সুদ্ধ তুলে নিয়ে যাবে এবার!'

মার্কোর বাবা নিকোলো বললেন, 'না না, ওগুলো রক্ পাখি নয়, ওরা হ'ল বড় জাতের রক্তপায়ী আভিগি (Avigi) শকুন।'

ব্যাপারটা দলের অনেকের কাছে অত্যন্ত ভয়ের হলেও, মার্কোর কাছে এটা খুবই মজার ঠেকল। সে ভাবলে, কোন যন্ত্রের সাহায্যে ওদের একটাকে যদি ধরতে পারত, তা হ'লে কি মজাটাই না হত—সামনে ফেলে একবার ভালো ক'রে দেখত এই শক্তিশালী পক্ষিরাজদের চেহারাটা।

BanglaBook.org

সেদিন সারা দিনটাই মার্কোর খুব উত্তেজনার মধ্যে কাটল। ভোরের দিকেও এমনি একটা কাণ্ড ঘ'টে তাদের দারুণ আশ্চর্য করছিল।

—তখনো ভালো ফর্সা হয়নি, সামান্য রাত থাকতেই মোট-ঘাট গোছানো হচ্ছিল। এর আগের দিনও তারা ছিল এক পাহাড়ের সমতলভূমিতে, বক্‌স-গাছের জঙ্গলের ধারে। প্রাতরাশ সেরে বেরুবার জন্য, শুটকি মাছের কাঠের সিন্দুক খুলে মার্কো নিজেই পাচককে একটা বড় গোছের স্টারজিওন মাছ ও কিছু ক্যাভিয়ার অর্থাৎ তারই ডিম বার ক'রে দিল রান্নার জন্যে। স্টারজিওনের স্বাদ অপূর্ব। ওদের রাঁধুনী কুল্লাউ পাহাড়ে-মাটির ওপর উনুন তৈরি ক'রে, যেমনি কাঠে আগুন ধরিয়েছে, অমনি দেখে কিনা, উনুনের মধ্যে কি যেন হুহু ক'রে জ্বলতে আরম্ভ করল এবং ফোয়ারার মত সে আগুন জ্বলতে জ্বলতে ক্রমশঃ উনুনের চারপাশ দিয়ে কড়াতেও এসে লেগে গেল। কড়ায় তো ছিল জল, কিন্তু সে জলই-বা এমনভাবে জ্বলে উঠল কি ক'রে! কুল্লাউ ব্যাপার দেখে একেবারে হতভম্ব। উনুন, বাসনপত্র ও কাটা স্টারজিওন ফেলেই সে ছুটে এলো মার্কোর কাছে। মুখ-হাত তার ঝলসে গেছে আগুনের তাপে। মার্কোর পেটেও তখন অগ্নি-দেবতা ভীষণ উৎপাত করছিল—এই খবর শুনে তার আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। তাছাড়া বেশি বেলা বাড়লে এ-সব অঞ্চলের বেশি রাস্তা অতিক্রম করা যায় না—খাড়াই ভাঙার পক্ষে সকালই প্রশস্ত। হাতে সময়ও তখন বেশি ছিল না। ছুটে যেতে যেতে দূর থেকেই মার্কো দেখলে ঐ দৃশ্য। কোথাও কিছু নেই অথচ তাদের উনুনের নীচে থেকে,—উনুন ও তার ওপরের কটাহ সবই জ্বলছে দাউ দাউ ক'রে। কড়াটা প্রায় লাল হয়ে উঠেছে। ভাগ্যিস মাছটাকে কড়ায় ছেড়ে দেওয়া হয়নি তাই, তা নাহ'লে তিনিও এতক্ষণে যে অগ্নিদেবতার জঠরে অন্তর্ধান হতেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু কড়ার জল জ্বলছে কি ক'রে! মনে মনে ভীষণ সন্দেহ হ'ল মার্কোর। কুল্লাউ মার্কোর কাছেই দাঁড়িয়েছিল, তাকে ডেকে মার্কো জিজ্ঞাসা করলে, 'এ জল এনেছিলে কোত্থেকে?'

প্রথমটা থতমত খেয়ে পরে উত্তর দিলে কুল্লাউ, 'আমাদের সঙ্গের জল সবই গাধার পিঠে বাঁধা হয়ে গিয়েছিল, তাই আমি পাহাড়ের গায়ের ঐ ছোট গহ্বর থেকে জল এনেছিলাম, এখনও চামড়ার থলিতে আছে তার খানিকটা।' ব'লে, সে পাহাড়ের সে দিকটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে মার্কোকে।

—'চল দেখি, তোমার থলির জলটা একবার পরীক্ষা করি।' মার্কো কুল্লাউকে সঙ্গে ক'রে থলির জল দেখতে গেল। অর্ধেক জল কড়ায় ঢালা হয়েছিল, বাকি অর্ধেক ছিল তখনও ঐ থলিতে। মার্কো ভিস্তির মুখ খুলে একটু জল হাতে নিয়েই তো অবাক্। এ তো জল নয়, এ যে অন্য পদার্থ—হড়হড়ে,

BanglaBook.org

কালচে, তৈলাক্ত! মেফিয়ো বদ্‌রাগী লোক, তিনি তো এই কাণ্ড দেখে রেগেই অস্থির। 'আমাদের দফা সেরেছিলে আর কি!' ব'লে তিনি কুল্লাউ-এর দিকে কটমটিয়ে তাকালেন একবার!

সাধারণতঃ এই পথে সব জায়গায় ভালো পানীয় জল পাওয়া যেত না ব'লে, এবং বেশির ভাগ জায়গার জলই লোনা হ'ত ব'লে, দূর-দেশগামী পথিকদের জল নিজেদের সঙ্গে নিতে হ'ত। মার্কোরাও ভালো জল কয়েকটা ভিস্তিতে ভর্তি ক'রে নিয়েছিল পথে জলকষ্টের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য, কিন্তু, তবুও এই অভাবনীয় ঘটনা ঘটল।

ইতোমধ্যে কুল্লাউকে সঙ্গে ক'রে মার্কো চলে গিয়েছিল সেই পাহাড়ী কূপের ধারে—যেখান থেকে কুল্লাউ ভোরের আবছায়ায় ঐ জল এনেছিল, সেখানে। তখন ফর্সা হয়ে এসেছে, জলের রঙ দেখে দু'জনেই তারা অবাক্ হয়ে গেল। কালো ঘোলাটে সে এক অদ্ভুত জলীয় পদার্থ! কিন্তু জল নয় যে তা বেশ স্পষ্টই বোঝা গেল। তাছাড়া যখন এর দাহিকাশক্তি এত বেশি, তখন এটি যে নিশ্চয় কোন খনিজ দাহ্য পদার্থ হবে, তাতে আর সন্দেহ করার কিছু রইল না। মার্কো একটা চামড়ার পাত্র পূর্ণ ক'রে নিল ঐ তরল পদার্থ। এর পর সারা পথে এই তরল পদার্থের সাহায্যেই তাঁরা তাঁদের রাঁধাবাড়া, আগুন জ্বালা, শীতে আগুন পোহানো প্রভৃতির কাজ ভালো ভাবেই চালিয়েছিলেন।

জর্জিয়ার কাছাকাছি আর্মেনিয়ার নীচে, পারস্যের গায়ে ও কাস্পিয়ান সাগরের এধারে-ওধারে অনেক জায়গাতেই তখন এমনি পেট্রোলের স্বাভাবিক ফোয়ারা পাওয়া যেত। পাহাড়ের গায়ে সমতল ভূমিতে এক এক জায়গায় এগুলি মাটি ফুঁড়েই উপচে উঠত এবং গড়াতে গড়াতে ঢালু জায়গা দিয়ে গিয়ে জমা হ'ত কোন গহ্বরে বা খানা-খন্দরে। তখনকার লোক এর ব্যবহার খুব বেশি জানত না! তাছাড়া একে শোধন ক'রে একদিন যে পৃথিবীর লোক এর প্রয়োজনীয়তা এতো বেশি উপলব্ধি করবে, এর দ্বারা উপকার পাবে, তা ছিল তাদের কল্পনাতীত। বাত-বেদনা হ'লে তখন তারা কেবল এই সব গহ্বরের তেল নিজেদের গায়ে-হাতে মালিশ করত এবং প্রয়োজন হ'লে গৃহপালিত জীবজন্তুদের গায়েও লাগাত। ক্রমশঃ যখন এর দাহিকা-শক্তি আবিষ্কৃত হ'ল, তখন ঘরে ঘরে এই দিয়ে তারা প্রদীপ জ্বালত—দূর দূর জায়গা থেকেও দুর্গম পথ পেরিয়ে লোক আসত এই তেল সংগ্রহ করতে।

সাময়িকভাবে আর্মেনিয়ায় যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান হয়েছে তখন। জর্জিয়া থেকে মার্কোরা আবার নীচে পারস্যের দিকে নামতে আরম্ভ করল। পারস্যের ভেতরে আসতে আসতে বহু বিপদ-আপদের মুখেই পড়তে

BanglaBook.org

হয়েছে তাঁদের। কুর্দিস্থানের সংকীর্ণ পার্বত্য পথে তাঁদের দলের সাত-আট জন সঙ্গী ঘোড়া-গাধা সমেত একেবারে খাড়াই-এর ওপর থেকে পাঁচ-সাতশো ফিট নীচে প'ড়ে প্রাণ হারায়।

বাগ্‌দাদের বাজারে তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রচুর মুক্তা এসে জমায়েৎ হ'ত, এবং পারস্য উপসাগরের গায়ে টাইগ্রীস নদীর মোহানায় তখন পাওয়া যেত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মুক্তা। এই সব মুক্তা বসরার কারিগররা ঘষে-মেজে ছোট-বড় সাইজ থেকে তৈরি করত হরেক রকমের মালা। মার্কো পোলো কুবলাই খাঁকে উপহার দেবার জন্য বহুমূল্যের দু'ছড়া মুক্তার মালা এখান থেকে কিনে নিলেন, এবং এ-পথে তাঁদের আসার প্রধান কারণই ছিল এই। তা না হ'লে পারস্যের নিচু দিকে না এসে আজরবাইজানের ভেতর দিয়ে কাস্পিয়ান সাগর পেরিয়ে আরো অল্প সময়েই এই পথ অতিক্রম করতে পারতেন তাঁরা।

কিন্তু বসরা থেকে পারস্য উপসাগর অতিক্রম ক'রে কেরম্যান শহরে যাবার পথে, পথিমধ্যে, একদল দস্যুর হাতে আক্রান্ত হয়ে বহু মূল্যবান জিনিসপত্র তাঁদের হারাতে হয়। এই দস্যুদের হাতে দলের দু'চার জনের প্রাণহানিও ঘটে। মার্কো, নিকোলো ও আরো কয়েকজন অদ্ভুতভাবে বেঁচে যান বটে, কিন্তু মার্কোর কাকা মেফিয়ো ঘোড়া থেকে প'ড়ে গিয়ে পায়ে ভীষণ আঘাত পান, এবং ভাগ্যক্রমে প'ড়ে গিয়েছিলেন বলেই রক্ষা, তা না হ'লে এই দস্যুদের হাতে তাঁকেও প্রাণ হারাতে হ'ত।

ব্যাপারটা একদিকে যেমন বিস্ময়কর ও ভয়াবহ, অপর দিকে তেমনিই অস্বাভাবিক।

পারস্য উপসাগরের ভেতর দিয়ে আর্মজ প্রণালীর বন্দর আব্বাসে এসে কয়েকটি উট খরিদ করেন তাঁরা। মালপত্র বইবার জন্যে যে কয়েকটি ঘোড়া ও গাধা নষ্ট হয়েছে, পারস্যের পথে উট দিয়েই সে কাজ সারা হবে, এই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। বন্দর আব্বাসে উটের তখন বিরাট হাট বসত। সেই হাট থেকে কয়েকটি উট খরিদ ক'রে বামের (Bam) ভয়াবহ পথে, সম্রাটের সনদ দেখিয়ে মার্কোরা স্থানীয় পশ্চিম-তাতার প্রদেশের শাসনকর্তার কাছ থেকে প্রায় একশত জন রক্ষীর সাহায্য পেলেন। দস্যুদের হাত থেকে দীর্ঘ মরু-পথ নিরাপদে পার ক'রে দেওয়াই ছিল এদের কাজ। কিন্তু এই সব প্রহরীরা সকলেই একেবারে সাধু ছিল না। পথ চলতে চলতে এদের অনেকের সঙ্গেই মার্কোদের আলাপ জমে উঠলো। তাতার সাম্রাজ্যের কথা, তাঁদের বল বিক্রমের কথা প্রভৃতি হরেকরকমের গল্প হ'তে লাগল। গল্পের ধারা মধ্যে মধ্যে এসে নামত খাঁ-সম্রাটদের ধন-দৌলতের কথায়। তাঁরা কেন যাচ্ছেন সম্রাটের কাছে, তাঁর জন্য কি নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে কি কি মূল্যবান্‌ জিনিসপত্র

BanglaBook.org

আছে, ইত্যাদি কথাবার্তার মধ্যে তারা জেনে নিতে চাইত তাঁদের ভেতরের সব-কিছু। বিশেষ ক'রে ঐ দলের একটি লোক প্রায়ই নিকোলোর সঙ্গে এই সব নিয়ে আলাপ করত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে। নিকোলো ছিলেন একটু সাদাসিধে গোছের লোক, ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় তাঁর মধ্যে ছিল না কিছুই, আর মেফিয়ো ছিলেন ভীষণ চাপা। নিকোলোকে এ-সব ব্যাপার নিয়ে ওদের সঙ্গে আলোচনা করতে প্রায়ই বারণ করতেন তিনি।

পাঁচ-ছ'দিনের পর এই বিপজ্জনক পথের শেষ সরাই-এ এসে যেদিন এই রক্ষীদের বিদায় নেবার পালা, সেদিন নিকোলো এদের এক ভোজে আমন্ত্রণ করলেন।

এখান থেকে আর মাত্র সামান্য পথ পেরুলেই বাম শহর। তারপরই তাঁরা যাবেন কেরম্যানে। বামের পরই বিখ্যাত মরু-শহর হ'ল কেরম্যান। প্রাকৃতিক শোভায় ভরা এর চারিদিক।

প্রহরীদের ভোজের আয়োজন হ'তে লাগল। রান্না-বান্নার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রক্ষীরাই নিকটবর্তী গ্রাম থেকে ও কয়েকজন শহরে গিয়ে সংগ্রহ ক'রে আনলে। বহু মেয়ে-পুরুষ মাথায় হরেক জিনিসের বোঝা নিয়ে সরাই-এ এসে হাজির হ'তে লাগল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ রয়ে গেল, খেয়ে-দেয়ে যাবে বলে; আবার কেউ-বা চলে গেল কয়েকটি গ্রটস (Groats—ঐ দেশীয় রৌপ্য-মুদ্রা) নিয়ে। যারা রয়ে গেল, তাদের মধ্যে অনেকেই ঘোড়ায় চড়ায় ওস্তাদ, তারা ঘোড়ায় চড়ে নানান খেলা দেখাতে লাগল। অনেকে ছক্ কেটে ঘুঁটি নিয়ে ব'সে গেল দাবার মত কি সব খেলা খেলতে। সরাইখানার চারিদিকে বিরাট চত্বর জুড়ে সে যেন এক হরিহরছত্রের মেলা ব'সে গেল।

একদিকে উটেরা শুয়ে শুয়ে ধুঁকছে—ঘোড়া-গাধারা ঘুরে ঘুরে ঘাস খাচ্ছে; অপরদিকে বড় বড় খেজুর গাছের ছায়ায় পড়েছে তাঁবুর পর তাঁবু। সুন্দরী সুন্দরী মেয়েরা নানান রঙের ঘাগ্‌রা প'রে, মাথায় রঙিন উড়ুনি বেঁধে, বড় বড় জালায় জল ঢালছে। কুঁজোর গলায় দড়ি বেঁধে, মাথায় ক'রে, দূরের ঝরনা থেকে জল আনছে কেউ কেউ; কেউ-বা পা ছড়িয়ে বসেছে কাঠের হামানদিস্তেয় মশলা কুটতে—তরকারিতে দেবার জন্যে।

কুল্লাউকে সঙ্গে ক'রে মার্কো সব ঘুরে ঘুরে দেখছিল আর মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করছিল, জানবার জন্যে, তারা কে কি বলছে। মেয়েদের কাছ দিয়ে যাবার সময় সবাই তাকে দেখে হেসেছে, কেউ-বা মুখ ঢেকেছে তাদের রঙিন উড়ুনিতে। কেন এমন করছে, এ প্রশ্নের উত্তরে কুল্লাউ বলে, 'ওরা বলাবলি করছে, কি সুন্দর চেহারা—ছোকরা কোন দেশের?' এ-কথা শুনে মার্কোর নিজের

BanglaBook.org

প্রতি শ্রদ্ধা বেড়েছে, উৎসাহিত হয়ে, বুক ফুলিয়ে, অকারণ মাথার চুলের মধ্যে ইতস্ততঃ আঙুল চালিয়েছে সে।

মেফিয়োও ঘুরছিলেন তাদেরই মত এদিকে-সেদিকে। কিন্তু তাঁর চোখে বিচক্ষণের দৃষ্টি,—তিনি মার্কোর মত শুধু আদেখ্‌লের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন না—তিনি দেখছিলেন, মানুষের ভেতর। তাদের কার কি অভিসন্ধি, বিদেশীদের প্রতি তাদের আগ্রহ কতখানি তাই লক্ষ্য করছিলেন। মেফিয়ো, নিকোলো দু'জনেই তাদের ভাষা বোঝেন। নিকোলো আছেন সরাইখানার গায়েই তাঁবুর মধ্যে,—মূল্যবান্ মালপত্র ও সম্রাটের উপহারগুলিকে কাছে রেখে তাঁর পুরানো মোড়ার ওপর ব'সে। দু'জন পরিচারক তাঁর পা ও মাথা টিপে দিচ্ছিল তখন।

—'আমাদের একটু সাবধান হ'তে হবে কিন্তু।' মেফিয়ো তাড়াতাড়ি নিকোলোর তাঁবুর মধ্যে ঢুকেই বললেন।

—'কেন, ব্যাপার কি।' আশ্চর্য হয়েছেন নিকোলো।

—'রক্ষীদের মধ্যে কয়েকজন এখানকার লোকদের সঙ্গে আমাদের মূল্যবান্ জিনিসপত্রের বিষয় আলোচনা করছে। বোধহয় ওদের মধ্যে ষড় আছে—ব্যাপারটা সুবিধার বলে' মনে হচ্ছে না!'

—'মার্কো ও কুল্লাউকে ডাকো।' নিকোলো বললেন।

মার্কো, নিকোলো ও মেফিয়ো তিনজনেই তাঁবুর মধ্যে ব'সে যুক্তি করতে লাগলেন। কুল্লাউও তাঁদের সঙ্গে রইল।

কুল্লাউ জাতিতে মঙ্গোলীয় হলেও তুর্কীস্থানের লোক। তিয়ানশান পর্বতের গায়ে ছিল তাদের আদি বাস। এ-দেশের বহু ভাষা তার দখলে এবং লোকটা প্রবীণ ও বুদ্ধিমান্।

—'ভয় পাবার কিছুই নেই, কুল্লাউকে নিয়ে আমি এর সব ব্যবস্থা করছি।' ব'লে মার্কো তক্ষুনি কুল্লাউকে সঙ্গে নিয়ে রক্ষীদের তাঁবুর দিকে বেরিয়ে গেল।

প্রহরীরা সকলেই তখন গল্প-গুজব করছিল নিজেদের মধ্যে। দু'একজন জিপ্সী মেয়েও বসেছিল ওদের আশেপাশে। তারা সকলেই কুর্দুস ভাষায় কথা বলছিল। মার্কো এদের ভাষা তখন একটু-আধটু বুঝলেও বিশেষ কিছুই বলতে পারত না। কুল্লাউ দোভাষীর কাজ করল। মার্কো প্রহরীদের সর্দারকে ডেকে বললে, 'দেখ সর্দার, তুমি বাবার কাছ থেকে আগেই শুনেছ যে, সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে আমরা তাঁর 'সনদ' বহন ক'রে চলেছি এবং তাঁরই আদেশ মত কয়েকটি মূল্যবান্ জিনিসও নিয়ে যাচ্ছি তাঁর কাছে। তোমাদের রাজ্য যাতে আমরা নির্বিঘ্নে অতিক্রম করতে পারি, তাই তোমাদের শাসনকর্তা আমাদের সঙ্গীরূপে তোমাদের দিয়েছেন...'

এই সব কথা খানিকটা ক'রে মার্কো বলে আর কুল্লাউ তাদের বুঝিয়ে

BanglaBook.org

দেয়। প্রহরীরা মধ্যে মধ্যে হুঁ-হ্যাঁ দিয়ে যায় কেবল। মার্কো আবার বললে, 'এখন তোমরাই আমাদের রক্ষক'...। এই কথায় সর্দারের মুখ খোলে। সে বলে, 'নিশ্চয়ই, এই পর্যন্ত তো বটেই—তবে আমাদের এলাকার বাইরের জন্য আমরা দায়ী নয়!'

—'না না, তা হবে কেন, আজকের রাতটা তোমাদের কাছে জিনিসপত্রগুলো রেখে আমরা নিশ্চিন্ত তো?' মার্কো বললে।

—'নিশ্চয়ই, নিঃসন্দেহে!' উত্তর দিল সর্দার।

যাই হোক, তবু খানিকটা নিশ্চিন্ত হ'ল ওরা, অন্ততঃ রাত্রের জন্যে—তারপর দিনের বেলায়, আলো থাকতে থাকতে একবার শহরে পৌঁছতে পারলে আর ভয় কিসের!

এদের কথাবার্তায় কিন্তু কুল্লাউ-এর ভীষণ সন্দেহ হয়েছে, একটা ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েছে সে। তবে এ-রাত্রে যে কিছু হবে না, সে-সম্বন্ধেও সে নিশ্চিত।

মার্কো জিজ্ঞাসা করলে কুল্লাউকে, 'তোমার কি মনে হয়?'

—'আমার মনে হয়, ইতোমধ্যেই ওরা খবর চালান ক'রে দিয়েছে মাঝ-পথের দস্যুদের কাছে, এবং পরে এরা ভাগ নেবে এই সব লুণ্ঠিত দ্রব্যের।'

পরের দিন প্রহরখানেক রাত থাকতেই প্রহরীরা এদের কাছ থেকে বিদায় নিলে। মার্কোদেরও মোট-ঘাট বাঁধা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন—এবার যাত্রা করলেই হয়। কিন্তু এবার যাত্রার পূর্বে কারুরই যেন তেমন উৎসাহ নেই। সকলেরই মন পথে দস্যু-আক্রমণের অনাগত দুর্ভাবনায় কেমন যেন দমে গিয়েছে। দীর্ঘ পথযাত্রায় সামান্য পথ অতিক্রম করেই মন খারাপ হওয়ার লক্ষণ ভালো নয়। মার্কো তার বাবা ও কাকাকে সাহস দিল এবং দলের সকলকেই উত্তেজিত করল নানাভাবে।

মোট-ঘাট বাঁধবার সময় রাত্রেই এক প্ল্যান ক'রে মার্কো মূল্যবান জিনিসগুলি এক জায়গায় না রেখে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন দলের সকলের মধ্যে। নিজেদের কাছে কিছুই রাখেননি। মুক্তার মালা দু'ছড়া দিয়েছিলেন কুল্লাউ-এর কোমরের সঙ্গে বেঁধে, একটা গেঁজের মধ্যে। বাকি অন্যান্য মূল্যবান জিনিসগুলিও সাধারণ পুঁটলি ক'রে বিশ্বস্ত বাহকদের সঙ্গে দিয়েছিলেন। তাছাড়া, পথ-যাত্রার নিয়মও এবার বদলে দিয়েছিলেন মার্কো। অন্যান্যবার দলে সম্মুখভাগে থাকতেন নিকোলো, মাঝখানে মার্কো আর পশ্চাৎভাগে মেফিয়ো এবং মেফিয়োর পেছনে ছোট একটা গাধার দল মোট-ঘাট নিয়ে। খাবার-দাবার, পানীয় জল ও মূল্যবান জিনিস থাকত মার্কোর কাছে, মাঝখানে। এবার সবার সাম্‌নে গেল কুল্লাউ একটা দল নিয়ে; খাবার-দাবারও রইল তারই সঙ্গে। মাঝখানে একসঙ্গে রইলেন নিকোলো, মেফিয়ো ও মার্কো। এঁরা সবাই এবার ঘোড়ার পিঠে এবং এঁদের পেছনে পিঠ-বদলির জন্যে রইল কয়েকটি ঘোড়া ও উট মালপত্র নিয়ে।

BanglaBook.org

জেরুজালেম থেকে আনা যীশুর কবরের তেল ছিল নিকোলোর কাছে একটি মুখ-বন্ধ সোনার কৌটায়। অতি সযত্নে তিনি সেটি রেখে দিয়েছিলেন তাঁর কোমরের সঙ্গে বেঁধে। তাঁদের পেছনে রইল আরও কিছু মালপত্র ও একদল ঘোড়সওয়ার।

দারুণ গরম আবহাওয়ার ভিতর দিয়ে শুষ্ক রুক্ষ বালুর উঁচু-নিচু পথ ভেঙে চললো মার্কোদের দল। দীর্ঘ প্রান্তরের পর প্রান্তর আর মধ্যে মধ্যে খেজুরের বড় বড় গাছ। অজস্র খেজুর ফলেছে ঐ সব গাছে। শঙ্খচিলের মত বড় বড় পাখিরা এক খেজুরের গাছ থেকে উড়ে চলেছে অন্য খেজুরের গাছে। পথ কোথাও গিয়েছে পাহাড়ের গা-ঘেঁসে, আবার কোথাও-বা প্রশস্ত বালুরাশির উপর দিয়ে। প্রচণ্ড গরমে জামাটামা প্রায়ই খুলে ফেলতে হয়েছে সবার। মানুষের বসতি মধ্যে মধ্যে দেখা যাচ্ছে—ছাড়া ছাড়া ঢিবির উপর গম্বুজের মত সব বাড়ি। দু'চারখানা বড় ধরনের বাড়িও যে একেবারে নেই, তা নয়। বেশিরভাগ বাড়ির চারিদিক মাটির উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কোথাও কোথাও-বা চার পাঁচখানা বাড়িও ঘেরা আছে এই ভাবে একসঙ্গে। বহিঃশত্রুর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই বোধহয় এই ব্যবস্থা বা এই ভাবে যার যার জমি-জমার সীমানা বোধহয় ঠিক করে নিয়েছে এই সব বাড়ির মালিকরা। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট জঙ্গল। বুনো গাধারা ঘুরে বেড়াচ্ছে এই সব জঙ্গলের ধারে। স্থানীয় লোকেরা পাহাড়ের উপর থেকে দড়ির ফাঁদ ছুঁড়ে এদের ধরে, এবং নিজেদের ঘরে এনে কাজে লাগায় বা বিক্রী ক'রে দেয় অপেক্ষাকৃত ধনীদের কাছে। গাধা এবং উটের দুধ এখানকার অধিবাসীদের একটি বিশেষ খাদ্য।

কয়েক ক্রোশ এই ভাবে দু'ধারের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে মার্কোরা এক পর্বতাকীর্ণ অংশে এসে পড়লেন। এই পাহাড়ে চত্বরটুকু অতিক্রম করলেই কেরম্যান শহর। বামকে পেরিয়ে এসেছেন তাঁরা ইতোপূর্বেই, কিন্তু আবহাওয়ার আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা গেল এই কয়েক ক্রোশের মধ্যেই। যতই মার্কোরা পাহাড়ের কাছ বরাবর হতে লাগলেন, ততই শীত পড়তে লাগল ভয়াবহভাবে। কয়েকদিন পূর্বের ঐ অত্যধিক গরম একেবারে পালিয়েছে যেন ফুস্‌মন্তরে। এখন গায়ে জামার পর জামা চাপিয়েও কাঁপুনি থামছে না—মধ্যে মধ্যে আগুন জ্বেলে উত্তাপ নিতে হচ্ছে সবাইকে।

এখানকার পাহাড়ে বহু রকম দামী দামী পাথর পাওয়া যায়। মার্কোর কিছু পাথর এখান থেকে সংগ্রহ করার ইচ্ছা ছিল। বিশেষ ক'রে টারকুয়োসিস্-এর জন্য কেরম্যানের কাছাকাছি পাহাড়গুলি বিখ্যাত। এন্টিমনি ও ইস্পাতও এখানকার বিশেষ সম্পদ। শহরের বাইরে গ্রামগুলিতে বড় বড় ভেড়ার পাল এখানে-ওখানে চরে বেড়াচ্ছে নজরে পড়ে। লম্বা-চওড়ায় এরা প্রায় এক একটি

BanglaBook.org

গাধার মত। গায়ের রঙ ধবধবে সাদা আর সারা গা বড় বড় লোমে ঢাকা। এদের এক একটির ওজন একমণ-দেড়মণের কাছাকাছি। এই মাংস এখানকার সকলেই খায় এবং ভোজে অতিথিদের ভেড়ার মাংস খাওয়ানো একটা বড়মানুষি ব্যাপার। এখানকার শাসনকর্তা হচ্ছেন নিকোদার ওগ্‌লান। তুর্কীস্থানের সুলতান আক্‌তাই-এর ভাই যজাতির ভাগনে হচ্ছেন এই নিকোদার ওগ্‌লান। কেরম্যানের অধিবাসীদের কারুনাস বলে। নানা জাতের রক্ত এই কারুনাসদের শরীরে মিশে, এদের স্বভাবে নষ্টামির প্রভাব বাড়িয়ে দিয়েছে। লুটতরাজ, খুন-জখম করাকে এরা অপরাধ না ভেবে, ভাবে বীরত্বের পরিচায়ক। গাঁয়ের মোড়লরা বসে অন্য সব আলোচনার চেয়ে এই সব আলোচনা করতেই ভালোবাসে বেশি এবং নিজেদের বংশের গৌরব করে—তাদের বংশের কে কটা খুন করেছে তাই নিয়ে। নানা যাদুবিদ্যাও ছিল তাদের জানা। অনেকের ধারণা, ভারতের কোন অংশ থেকেই এই সব যাদুবিদ্যা শিখেছিল তাদের পূর্বপুরুষরা। নিজেদের দেশের মধ্যেই তারা কেবল লুটতরাজ করত না—দল বেঁধে আশপাশের গ্রামে-শহরে গিয়ে, লোকের যথাসর্বস্ব কেড়ে-কুড়ে নিয়ে আসত। বহু সময় নিরীহ লোককেও খুন করে, সুন্দরী যুবতীদের অপহরণ করে নিজেদের ঘরে দাসী করে রাখত অথবা বেচে দিত কোন ধনী লোকের কাছে।

বেশ খানিকটা পাহাড়ে চত্বর অতিক্রম করে এখন সমতলভূমির উপর দিয়েই চলেছেন মার্কোরা। অনতিদূরেই আবার তাঁদের পেরুতে হবে এক পাহাড়ের খাড়াই। ইতঃপূর্বে একটি শীর্ণা নদীর ধারে সামান্য গাছপালা-ঘেরা ছায়াশীতল স্থানে প্রাতরাশ সেরেছেন তাঁরা। বেলা তখনও খুব বেশি হয়নি, কিন্তু ইতোমধ্যেই আলোয় আলো হয়ে গেছে দিগ্‌মণ্ডল। গতকাল সারাদিন কুয়াশায় সূর্যের তেজ মোটেই অনুভূত হয়নি—ঠাণ্ডায় সকলেই জড়সড় হয়ে ছিল। আজকের এই সূর্যকিরণ সবার মনে তবু খানিকটা স্ফূর্তি এনেছে। কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সে স্ফূর্তি বেশিক্ষণ বজায় রইল না, বিপদ ঘটল তাদের এইখানেই এবং তা ভয়াবহ ভাবেই।

এই সমতলভূমির শেষের দিকে যখন উত্তরে একখানা গ্রাম আবছা দেখা যাচ্ছে, একটা পাহাড়ের কাছ বরাবর এসে পড়েছেন তাঁরা, তখন কিছু দূরে মার্কো লক্ষ্য করলেন, একদল অশ্বারোহী চক্ষের নিমেষে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল তাঁদের সামনে দিয়ে। ব্যাপারটা দলের আরো কয়েকজন যে লক্ষ্য না করল, তা নয়—কিন্তু করার কি আছে। তারা দস্যুর দল না হয়ে, এই রাজ্যের সৈন্য-সামন্তও তো হ'তে পারে! কিন্তু সকলের মনেই তখন সন্দেহ জেগে রয়েছে, তাছাড়া ভালোর চেয়ে মন্দের ভয়টাই জাগে মানুষের মনে সবার আগে।

BanglaBook.org

মার্কো বিপদেরই আন্দাজ করলেন। কিন্তু এর জন্যে ঘাবড়ালে চলবে না। বিপদ আসে আসুক, তাঁরাও তার জন্যে প্রস্তুত। দলে তাঁরাও কম নন। জোয়ান লোকই প্রায় বেশিরভাগ। অস্ত্রশস্ত্রও তাঁদের সঙ্গে আছে।

ভেঁপু বাজিয়ে মার্কো দলের সবাইকে বিপদসূচক সঙ্কেত করলেন, এবং দ্রুত এগিয়ে চলতে লাগলেন সোজা উত্তরে গ্রামের দিকে।

বিপদসূচক ভেঁপু শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে, যে যার অস্ত্রশস্ত্র বার করে নিয়েছে হাতের মধ্যে। সকলেরই এখন একমাত্র লক্ষ্য যত তাড়াতাড়ি গ্রামের দিকে যাওয়া যায়। কিন্তু কয়েকমুহূর্ত যেতে না-যেতেই দু'তিন জন পেছন থেকে এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল ঃ 'ঐ যে, ঐ যে ঘোড়সওয়ার!' এবার স্পষ্টই লক্ষ্য হল সবার; ঘোড়া ছুটিয়ে একদল লোক চক্ষের পলকে মিলিয়ে গেল পাহাড়ের গায়ে। খুরের দ্রুত সঞ্চরণে পথের ধুলোবালি বেশ খানিকটা ছড়িয়ে পড়েছে আকাশের বুকে। অনেকটা জায়গা জুড়ে ওদের পেছনটা অন্ধকার হয়ে রয়েছে।

মার্কো বললেন, 'একি, হঠাৎ ওদিকটায় মেঘ করল নাকি?'

'এমন রনরনে দুপুরে মেঘ আসবে কি ক'রে!' নিকোলো মার্কোর কথার উত্তর দিলেন।

দলের উদ্দেশে মেফিয়ো চিৎকার ক'রে উঠলেন, 'জোরে হাঁকাও, আরো দ্রুত চলো!'

কিন্তু আর কত জোরেই বা যাওয়া সম্ভব! এখন জোরে গেলেই বা আর হবে কি! বিপদের ঘনায়মান মেঘ তখন চারিদিকেই ঘিরে এসেছে।

আশ্চর্য ব্যাপার! মাথার উপরে রোদ খাঁ খাঁ করছে, সকলকেই সকলে দেখতে পাচ্ছে তারা, কিন্তু অনতিদূরে, যে গাছপালা, পাহাড়শ্রেণী, গ্রামের ঘরবাড়ি একটু পূর্বেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, ক্রমশঃ তা ঝাপ্সা হ'তে হ'তে একেবারে সূচীভেদ্য অন্ধকারে সব ঢেকে গেল। তারপর ঐ অন্ধকার পাক খেতে খেতে দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল তাদের দিকে।

কোন্ দিকে এখন যাবে তারা?

মেফিয়ো বললেন, 'আর এক পা-ও এগিয়ে কাজ নেই, এইখানেই অপেক্ষা করা ভালো,—যা হয় দেখা যাক্।'

—'না না তার চেয়ে যেমন যাচ্ছি, আমরা তেমনি চলি,—খানিকটা পরেই হয়ত এই অন্ধকারকে আমরা কাটিয়ে উঠতে পারব।' নিকোলো যেন একটু সাহস সঞ্চয় করেই কথাগুলো বললেন।

মার্কো কিন্তু প্রথমেই ঠিক ধরেছিলেন যে, এই অন্ধকার-সৃষ্টি ঐ দস্যুদেরই কারসাজি। গলা ছেড়ে দলের উদ্দেশে তিনি বললেন, 'যদি আমরা আক্রান্ত

BanglaBook.org

হই, প্রাণ দিয়েও লড়তে হবে সবাইকে! কেউ কারুকে ফেলে পালাবে না,—পালালে মরণ অনিবার্য!'...

কয়েক মিনিটের মধ্যেই অদ্ভুত এই অন্ধকার দ্রুত গড়াতে গড়াতে এসে তাদের আচ্ছন্ন করে ফেললে। ইন্দ্রজালের মত ঘটে গেল ব্যাপারটা—এ-সম্বন্ধে নতুন কিছু ভাববার আগেই।

কেউ কারুকেই আর ভালো দেখতে পাচ্ছে না এখন,—এমন কি পাশের লোক পাশের লোককেও না। অমানিশার গাঢ় অন্ধকারের চেয়েও জমাট ও ভয়াবহ এই অন্ধকার। হাঁক-ডাক ক'রে কথা কইতে হচ্ছে পরস্পরে। মার্কো চিৎকার ক'রে বললেন, 'ভয় পেয়ো না, চলতে থাক, যেমন যাচ্ছ...মশালওয়ালা কই?...আগ্‌নেওয়ালাকে মশাল জ্বেলে দাও, পিছনেওয়ালাকে দাও মশাল...শীগ্‌গির...আর দেরি না!'...

কিন্তু মশাল জ্বালতে-না-জ্বালতেই আবার হ'ল সেই ঘোড়ার খুরের শব্দ! শব্দটা যেন এবার খুবই কাছাকাছি। ঘোড়া, গাধা ও উটগুলোও ভয় পেয়ে চনমন করছে। দু'তিনটে মশাল তখন জ্বালা হয়েছে মাত্র এমন সময় পেছন থেকে এলো আর্তনাদ...হইহই রইরই, আঃ...উঃ...বিভিন্ন ভাষায় মানুষের চিৎকার আর তার সঙ্গে ঘোড়া-গাধার ডাক। তারপরই সব হয়ে গেল ছত্রভঙ্গ! সামনে থেকেও কাতরানি, পেছন থেকেও কাতরানি! দূর থেকে কুল্লাউ-এর গলার করুণ আওয়াজ এলো 'পালাও...পালাও...খাড়া দক্ষিণে 'খানা-আল-সালাম'-এ পালাও'...বলতে বলতে তার গলাও মিলিয়ে গেল হাওয়ায়। ঘোড়া, গাধা ও উটগুলো ছুটছে আশেপাশে ধাক্কাধাক্কি করে। মার্কোরা মাঝখানে ছিলেন, এবং তিনজনের ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধাবাঁধি ক'রে রেখেছিলেন আগে থেকেই যাতে কোন গণ্ডগোল হলে তিনজনেই এক জায়গায় থাকতে পারেন, আক্রমণের তীব্রতায় ছাড়াছাড়ি হয়ে না যান, সেইজন্যেই এই ব্যবস্থা করেছিলেন ওঁরা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেশ বোঝা গেল, দু'দিক থেকেই আক্রান্ত হয়েছেন তাঁরা। মালপত্র খুঁজছে দস্যুরা, আর সেইসঙ্গে খুঁজছে তাঁদের। ঘোড়ার গায়ের সঙ্গে তাঁদের কয়েকবার ধাক্কাধাক্কি হওয়ায়, কুল্লাই-এর কথামত আর দেরি না ক'রে তাঁরা তিনজনেই খাড়া দক্ষিণে ঘোড়াদের ছোটালেন। যদিও দল ছেড়ে কারুরই পালাবার কথা ছিল না, কিন্তু উপস্থিত নিরুপায় তাঁরা, কারণ শত্রুরা তাঁদের চেয়ে দলে অনেক ভারী। এ-অবস্থায় দাঁড়িয়ে মরার চেয়ে পালানোই শ্রেয় ভেবে তাঁরা তিনজনে একমত হয়েছিলেন।

কিন্তু অন্ধকার কাটে কই! অনেকটা পথই তো চলে এসেছেন তাঁরা, অনেকক্ষণ ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে। কিছুক্ষণ কারুর মুখেই কোন কথা ছিল না; দূরের চিৎকার-শব্দও স্তব্ধ হয়ে এসেছিল। মার্কোই প্রথম মুখ খুললেন, 'এখন একটু থামা যাক না এখানে?'

BanglaBook.org

'আর একটু এগিয়ে গেলে ভালো হয় না?' নিকোলো বললেন।

'না, আর এগিয়ে কাজ নেই।' উত্তর দিলেন মার্কো।

কয়েক মিনিট এখানে অপেক্ষা করতে করতেই সেই অমানিশার গাঢ় অন্ধকার যেন ক্রমশঃ ফিকে হয়ে আসতে লাগল—ভোর হওয়ার মত মনে হ'ল চারিদিকে। আর সেই ফিকে আলোয় কাছেই ঝাপ্‌সা মত দেখা গেল একটা গম্বুজ।

'এই সেই 'খানা-অল-সালাম'!—আর দেরি না, চল ঐ দিকে!' বলেই মেফিয়ো ঘোড়া ছোটালেন। সঙ্গে সঙ্গে মার্কো ও নিকোলোও অনুসরণ করলেন তাঁর। 'খানা-অল-সালাম'-এর বিরাট দুই পাল্লা কাঠের উপর লোহার বল্টু-আঁটা দরজা খোলাই ছিল, তার মধ্যে ঢুকে পড়লেন ওঁরা তিনজনে। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা।

কুল্লাউ-এর কথাই সত্যি হ'ল। তাছাড়া নিকোলো ও মেফিয়ো জানতেন—বিপদে এই জনমানবহীন মরু-পথে, এইটাই পথিক, ব্যবসায়ী ও পরিব্রাজকদের আশ্রয়স্থল। তখনকার সময় পারস্যের মধ্যে এমনি ছোট ছোট পাথরের গম্বুজ স্থানীয় শাসনকর্তারা তৈরি ক'রে রাখতেন পথিকদের বিশ্রামের জন্য। বিপদের মধ্যে বা অসুস্থ হয়ে পড়ে এখানে এসে আশ্রয় নিত এ-পথের দূরগামী পথিকরা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ আবার বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল। আবার আগের সেই রোদ দেখা দিয়েছে এখন। চড়া রোদ। চক্‌চকিয়ে ঝক্‌মকিয়ে উঠেছে চারিদিক। বেলাও বেড়ে গেছে তখন অনেকটা। কিন্তু মন থেকে তখনও কারুরই ভয় যায়নি। তবু রাত্রের ভয় আর দিনের ভয়ে তফাৎ আকাশ-পাতাল। কিন্তু এবার দেখা দরকার মানুষ, জীবজন্তু ও জিনিসপত্রের কি গেছে আর কি আছে।

মার্কো গম্বুজের একটা ফোকর দিয়ে বাইরের দিকে লক্ষ্য করলেন। বাইরে তাঁদের ঘোড়া তিনটে কেবল শুয়ে শুয়ে ধুঁকছে আর বিশেষ কিছুই নজরে পড়ল না।

—'চলুন দেখা যাক বাইরে বেরিয়ে' ব'লে, মার্কো গম্বুজের দরজা খুললেন। একে একে বাইরে বেরিয়ে এলেন তাঁরা তিনজনেই। ঘোড়ায় চলে এগুতে এগুতে একটা নিচু জায়গায় এসে দেখলেন, দুটো ঘোড়া ও একটা গাধা ঝিমুচ্ছে। অনতিদূরে দু'জন মানুষকেও পাওয়া গেল মুমূর্ষু অবস্থায়। মাথায় ভীষণ চোট লেগেছে তাদের। এই ভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারা চত্বর ঘুরে,—পনেরোটা ঘোড়া, ছ'টা গাধা, চারটে উট ও পাঁচজন লোক ছাড়া সকলেরই প্রায় সন্ধান পাওয়া গেল। মৃত অবস্থায়ও পাওয়া গেল কিছু জীবজন্তু। জিনিসপত্র বেশিরভাগ খোয়া গেলেও ইতস্ততঃ ছড়ানো অবস্থায় কিছু পাওয়া গেল। বাকি যে পাঁচজন লোকের

BanglaBook.org

সন্ধান একেবারেই পাওয়া গেল না, তাদের দু'জনের কাছেই কিছু মূল্যবান জুয়েলারি ছিল। এর মধ্যে একজন হচ্ছে কুল্লাউ। কুল্লাউকে না পেয়ে সকলেই মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু এখানে তো আর কুল্লাউ-এর জন্যে অপেক্ষা করা সম্ভব নয়; তাই যে জায়গায় ওঁরা দস্যুদলের কাছে আক্রান্ত হয়েছিলেন, সেইখানে একটা কাঠের ফলকে সংক্ষেপে লিখে রেখে গেলেন ঃ 'আমরা জীবিত আছি এবং এগোচ্ছি। যদি কেউ ফিরে আসো, খোরাশানের পথে উত্তরে আমাদের দেখা পাবে।'

সন্ধ্যা অল্প হতে-না-হতেই সেদিন তাঁরা আবার সেই 'খানা-আল-সালামেই' ফিরে এলেন। যে ক'জন লোক ও যে ক'টি জন্তু-জানোয়ার অল্প-বিস্তর আঘাত পেয়েছিল, সাময়িকভাবে তাদের ক্ষতস্থানসমূহে ওষুধপত্র লাগিয়ে দিলেন মার্কো। সৌভাগ্যক্রমে মেফিয়োর ওষুধের সিন্দুকটা অটুট অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল বলেই, সেবা-শুশ্রূষা করা সম্ভব হ'ল।

রাত্রিটা কোনরকমে এইখানে কাটিয়ে পরের দিন ভোরেই আবার যাত্রা শুরু। গাধা-ঘোড়াদের মধ্যে যারা সুস্থ ও সবল ছিল, তাদের পিঠে অসুস্থ মানুষ ও মালপত্র চাপিয়ে দু'দিন পথ হেঁটে শহরে এসে উপস্থিত হলেন মার্কোরা। শহরে পৌঁছেই স্থানীয় রাজার কাছে গিয়ে জানালেন সমস্ত ঘটনাটা।

পোলোরা মহামান্য সম্রাট কুবলাই খাঁর প্রতিনিধি শুনে ও তাঁর নিজের হাতের ছাড়পত্র দেখে স্থানীয় রাজা এদের এই বিপদে দুঃখিত হয়ে, বহু ক্ষতিপূরণস্বরূপ নিজের অশ্বশালা থেকে বাছাবাছা কয়েকটি স্বাস্থ্যবান ঘোড়া, মালপত্র বইবার জন্য কয়েকটি অশ্বতর, উট ও পথচলার প্রয়োজনীয় নানাবিধ দ্রব্য-সামগ্রী দিয়ে দিলেন। এছাড়া বিনা বাধায় যাতে তাঁরা তাঁর সীমান্ত অতিক্রম করতে পারেন, সেজন্য কয়েকজন সশস্ত্র রক্ষীকেও দিলেন তাঁদের সঙ্গে।

এখান থেকে শহর অতিক্রম ক'রে তিন দিনের দিন তাঁরা এসে পৌঁছলেন কাবিসের মরুভূমিতে। তারপর দীর্ঘ সাত দিন ধরে চলল এই মরুপথ-যাত্রা।

কাবিসের মরুভূমি এক মজার জায়গা। সাধারণতঃ একে লবণ-মরু বলা হয়ে থাকে। পথ চলতে চলতে এখানে কেবল চোখে পড়ে শ্বেত-ধবল লবণ স্তূপ—ছোট ছোট পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে চারিদিকে। প্রথম কয়েকদিন জলের গন্ধ-বাষ্পও মিলবে না এই মরুভূমির বুকে! তারপর গাঢ় সবুজ রঙের দু'একটি শীর্ণা নদী চোখে পড়বে—নুনের পাহাড়ের গা-বেয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে ঝিরঝির করে। দীর্ঘ-দিন পরে মরুর বুকে পথিক এই জলের রূপ দেখে হয়ত উৎসাহিত হয়ে উঠবে, কিন্তু এক ফোঁটা জল মুখে লাগার সঙ্গে সঙ্গেই

BanglaBook.org

তার উৎসাহ একেবারে উবে যাবে তক্ষুণি! কার সাধ্য ঐ জল মুখে দেয়! এ যেন প্রকৃতির এক অদ্ভুত রহস্য। সামনে জল, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, অথচ সে জল মুখে দেবার উপায় নেই। এমন কি হাতে-পায়ে লাগলেও, গায়ে খড়ি ফুটবে—দাগ ধরে যাবে অদ্ভুত রকমের। তাছাড়া কোনরকমে এই জল যদি এক ফোঁটা পেটে যায় তো আর দেখতে হবে না—সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেবে নিদারুণ বিসূচিকা এবং কোন ওষুধেই সে রোগ আর সারানো যাবে না। ব্যবসায়ী ও ভ্রমণকারীদের বহু ঘোড়া, উট ও গাধা তৃষ্ণায় অধীর হয়ে এই জল পান ক'রে এখানে প্রাণ হারিয়েছে।

কাবিসের গায়েই কোহিস্থানের পর্বতমালা। এখানকার মত খনিজদ্রব্যের এত ছড়াছড়ি আর কোথাও দেখা যায় না। সোরা, গন্ধক, ফটকিরি, খড়ি, দস্তা, লোহা, ম্যাগনেসিয়া প্রভৃতি বহু রকমের জিনিস লোকালয় থেকে দূরে কে যেন এখানে একসঙ্গে এনে সব লুকিয়ে রেখেছে।

ছোট ছোট এখানকার নদীগুলির হাঁটু-ডোবা জল পেরিয়ে পাহাড় ভেঙে, ছ'দিন পরে মার্কোরা একটি মিষ্টি জলের নদীর ধারে এসে আশ্রয় নিলেন। পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে এই নদী ব'য়ে গিয়েছে কোবিয়াম শহরের দিকে। এখন সে শহরের চিহ্ন অবধি নেই। পথপ্রদর্শক সঙ্গীরা এই মিষ্টি জলের কথা সারা মরুপথেই তাঁদের ব'লে এসেছিল। সত্যিই অপূর্ব এই জলের স্বাদ। সঙ্গীরা যে মিথ্যা বলেনি তা প্রমাণ হ'ল সামান্য জল মুখে দিয়েই। প্রকৃতির এ এক বিচিত্র লীলা! জল যে এতো মিষ্টি হতে পারে, তা কল্পনা করাই অসম্ভব ছিল। মার্কোদের দলের মানুষ থেকে আরম্ভ ক'রে ঘোড়া, গাধা, উট সকলেই প্রাণ ভ'রে এই জল পান করল, এবং এতেই স্নান করে যেন নতুন জীবন লাভ করল সকলে।

সেদিন তাঁবু পড়ল তাঁদের এইখানেই। এখান থেকে আর কয়েকদিনের পথ অতিক্রম করলেই তাঁরা গিয়ে পড়বেন খোরাশানের মরুভূমিতে। চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল ব্যাপী দীর্ঘ এই মরুভূমি। তার মধ্যে মধ্যে ছোট-বড় পাহাড় আর দিগন্তব্যাপী ধূ ধূ বালুরাশি। কমপক্ষে ছ'সাত দিন লাগবে এই মরুপথ অতিক্রম করতে, তারপর মিলবে নিশাপুরের শহর। নিশাপুর ফলের জন্য বিখ্যাত। নানা রকমের মিষ্টি ফল পথিককে এখানে মরুপথ-অতিক্রমের কষ্ট ভুলিয়ে দেয়।

নিশাপুরের পরই আরম্ভ হবে সোজা পুবের পাড়ি। আফগানিস্থানের উত্তর সীমানার বাল্ক, বালাশান পেরিয়ে যেতে হবে তাঁদের। হিন্দুকুশ ও কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীর উপর দিয়ে, আরল সাগরের বিখ্যাত শাখা-নদী আমুদরিয়ার পাশ দিয়ে, পামীর, খাশগড় ও ইয়ারখন্দ প্রভৃতি ছোট-বড় হরেক রকমের শহর, গ্রাম, পর্বত, মরু ও নদ-নদী পেরিয়ে যেতে হবে মার্কোদের। মধ্যে মধ্যে

BanglaBook.org

কয়েকদিন বিশ্রাম, আবার অবিরাম পথ চলা। অসাধারণ কষ্ট-সহিষ্ণুতা, মানসিক বল ও ধৈর্য ছাড়া এই সব দুর্গম, বিপদসঙ্কুল পথযাত্রা যে মোটেই সম্ভব নয় তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই সব দেশ-দেশান্তরের বিচিত্র কথা ও কাহিনী আমাদের এই বইয়ের অল্প জায়গার মধ্যে বিস্তৃতভাবে লেখা সম্ভব নয়। সেজন্য এবার আমরা আর দু'একটি জায়গার দু'চারটি বিশেষ বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করেই, একেবারে অন্তর্মঙ্গোলিয়ার ভেতর দিয়ে চীনে এসে, সম্রাট কুবলাই খাঁর প্রাসাদে উপস্থিত হব।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মরুয় বুকে অশরীরীর ডাক

তখনকার সময়ে খাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান, পিয়েন ও চেরচেন ছিল সিংকীয়াং রাজ্যের অন্তর্গত। এদের নীচে ও ঠিক তিব্বতের ওপরে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে কারাকোরাম ও কিউনলুন পর্বত, আর তারই ওপরে তিয়ানশান পর্বতশ্রেণী। টেরিম নদী এইখানে সিংকীয়াং-এর ভেতর দিয়ে বয়ে গিয়েছে নানা দিকে। আর এর মাঝখানে আছে বিরাট তাক্‌লামাকান মরুভূমি। গোবির মত আকারে ও রুক্ষতায় তাক্‌লামাকান সমান না হলেও, নেহাৎ কম যায় না। কোনক্রমে এই মরুভূমি অতিক্রম করতে পারলেই একেবারে চীন সাম্রাজ্যের গায়ে এসে পড়বে মার্কোরা। চীনের বিখ্যাত প্রাচীর এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। এ সবই তখন সম্রাট্ কুবলাই খাঁর সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের মধ্যে।

পিয়েনের আঙুর ক্ষেতের ভেতর দিয়ে কয়েকদিন দলবলসুদ্ধ মার্কোরা প্রচুর আঙুর খেতে খেতে এগিয়েছেন চেরচেনের দিকে। এখানকার নদীতে জেস্‌পার নামক বহু রঙের একপ্রকার মূল্যবান কঠিন পাথর পাওয়া যেত সে সময়। রাশিয়া, চীন, কিরগিজ, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে গোবি পেরিয়ে, তাক্‌লামাকান পেরিয়ে, অনেকে জীবন বিপন্ন করেও এই পাথর সংগ্রহ করতে আসত এইখানে, এবং কখনো কখনো আধ-মরা হয়ে এসে পৌঁছতে পারলেও, ফিরে যেতে আর পারত না! এই মরুর বুকেই মূল্যবান রত্নরাজি রেখে যেতে হ'ত—এইখানেই প্রাণ হারাত তারা! তবুও মানুষের লোভ, ধনবান্ হবার দুরাশা তাদের টেনে আনত এইখানে। এই পাথরের লোভে কতো অগুনতি লোকই যে এই মরুপ্রদেশে প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এখনও এদের আত্মা নাকি এই সব মরুর বুকেই ঘুরে বেড়ায়, এবং যখনই জেস্‌পারের সন্ধানে লোককে চলতে দেখে, তখনই তাদের পিছু নিয়ে নানাভাবে ভয় দেখায়। এই ভয়ে, পথ হারিয়ে, দিশাহারা রত্নসন্ধানীদের জীবনান্ত ঘটে এই মরুর বুকেই।

পোলোদের দলও আশ্চর্যভাবে এই জনশ্রুতির সত্যতা উপলব্ধি করেন এই মরুভূমিতে। পিয়েন ও চেরচেন থেকে বহু টাকায় উৎকৃষ্ট ধরনের কিছু জেস্‌পার কিনেছিলেন তাঁরা এবং স্থানীয় নদীগর্ভ থেকে

BanglaBook.org

কয়েকদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে সংগ্রহও করেছিলেন কয়েকটি ঐ মূল্যবান রত্ন!

চেরচেন থেকে তাঁবু গুটিয়ে সুবিস্তৃত লোপ হ্রদের দিকে যাত্রা করেন তাঁরা। লোপ হ্রদের গায়েই ছোট্ট লোপ শহর। তারপরই আরম্ভ হয়েছে এই কূলকিনারাহীন মরুভূমি। তাক্‌লামাকানেরই খানিকটা অংশ আবার লোপ মরু বলে খ্যাত। পূর্বে এই লোপ শহরেই মরু-পথ অতিক্রমকারী পথিকরা প্রথমে এসে বিশ্রাম করত, তারপর তোড়জোড় ক'রে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে, যাত্রা করত যার যেদিকে প্রয়োজন।

লোপ শহর থেকে মার্কোদের যাত্রা-পথ ঠিক করাই ছিল। তাঁরা এখান থেকে উত্তর-পূর্বাংশে পাড়ি দেবেন সূচোর দিকে। সূচোয় যাওয়াই হচ্ছে সবচেয়ে অল্প সময়ে এই মরুভূমি অতিক্রম করার একমাত্র উপায়। কিন্তু এই পথও অতিক্রম করতে এক মাসের কম সময় লাগবে না। এছাড়া অন্য দিকের কথা তো সম্পূর্ণ ভিন্ন। তা না হ'লে এই মরুভূমির একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছতে প্রায় ছ'মাস সময় লেগে যায়!

মরুভূমির নিজস্ব এক অদ্ভুত জীবন আছে। যারা দীর্ঘ মরুপথ যাত্রা না করেছে, তাদের সে অনুভূতি কখনও সম্ভব নয়। দিগন্ত-বিস্তৃত অসীম সমুদ্রের যেমন নিজস্ব জীবন আছে, বৈচিত্র্য আছে, শ্যামশষ্পহীন রুক্ষ মরুরও তেমনি আছে নিজস্ব জীবন। বিরাট বিস্তৃতিতে এরা সমান হলেও, এদের দু'য়ের রূপ এক নয়—একজন সবুজ শীতল, অপরজন ধূসর রুক্ষ। কিন্তু দু'য়ের মধ্যেই আছে ভয়াবহতা ও ব্যাপকতা। ক্ষুদ্র মানুষ এই বিশালতার মধ্যে, ব্যাপকতার মধ্যে কেমন যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে—নিঃসঙ্গ একাকীর পক্ষে তা সহ্য করা অসম্ভব! বিশেষ করে মরুভূমির রূপ আরও ভয়াবহ, তাই দল বেঁধেই এই সব মরুভূমি লোকে পার হয়; পরস্পরে খুব ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে চলে—ছাড়াছাড়ি হয় না।

মার্কোরাও কাছাকাছি হয়ে সবাই চলতে লাগলেন।

জনমানবশূন্য, তৃণগুল্মহীন এই মরুভূমির যেদিকে তাকাও দেখবে শুধু ধূ ধূ করছে বালি, বালি, আর বালি। মধ্যে মধ্যে কঠিন শিলাময় উপত্যকা ও ছোট ছোট শৈলশ্রেণী দেখা যায় বটে, কিন্তু তা নামমাত্র। এখানকার আকাশ কোথাও প্রখর সূর্যকিরণে ঝকমক করছে, আবার কোথাও উড়ন্ত বালুরাশিতে চারিদিক অন্ধকার। ছোট ছোট মেঘ মাথার উপর দিয়ে ভেসে যেতে যেতে কখনও সূর্যকে ঢাকছে, আবার কখনো খুলে দিচ্ছে তার আবরণ। রোদ যখন চড়া হয়, তখন এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা দেয় মরুর বুকে। সর্বত্র বাষ্পের মত এক পদার্থ উঠতে থাকে উত্তপ্ত বালুরাশির বুক থেকে—হাওয়ায় কিলবিল ক'রে সারা উন্মুক্ত

BanglaBook.org

প্রান্তরে বিরামহীনভাবে তারা নেচে নেচে বেড়ায়। হাওয়া কোথাও অদ্ভুত পাক দিয়ে বালুরাশিকে তুলে দেয় উপরের দিকে, আবার কোথাও তাদের মাতামাতিতে খানিকটা চত্বর জুড়েই নেমে আসে অন্ধকার। কখনো নিস্তব্ধতার ভয়াবহতা, কখনো বাতাসের প্রাণখোলা দৌড়ঝাঁপের অস্বাভাবিক আওয়াজ!

এখানে মাথার উপর দিয়ে একটিও কাক-পক্ষী উড়ে যেতে দেখা যাচ্ছে না। পক্ষকাল চলার মধ্যে একটিও জীবজন্তু দৃষ্টিপথে পড়েনি ওদের। কোথায় বসবে এই উড়ন্ত পাখিরা—কি খাবে এখানে জীবজন্তুরা? তাই তারাও কেউ এখানে ঘর বাঁধেনি, এ তল্লাটে উড়তে আসেনি অনাবশ্যক ভেবে।

মরু-পথে রাত্রে চলাই প্রশস্ত। দিনের বেলা তাঁবু ফেলে ঘুমিয়ে নাও, আর রাত্রে চলো অবিরাম। সাধারণতঃ শুক্লপক্ষে আকাশে চাঁদ থাকলে তো আর কথাই নেই; তা না হ'লেও, একবার দিঙ্‌নির্ণয় ক'রে নিতে পারলে অন্ধকারেও অসুবিধা নেই। মরুভূমির অন্ধকার ঠিক গ্রাম-শহরের ঘুটঘুটে অন্ধকারের মত নয়। সামনে শুধু উন্মুক্ত পথ ছাড়া দেখবার আর কিছু নেই ব'লে এই পথই স্পষ্ট হয়ে সর্বত্র নজরে পড়ে।

মার্কোরা সেদিন রাত্রেই বেরিয়েছিলেন। ভোরের দিকে ঘোড়ার পিঠে চলতে চলতে কেমন তাঁর একটু তন্দ্রার মত এসেছে, এমন সময় দূর থেকে কার যেন ডাক শোনা গেল ঃ 'দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি পেছনে প'ড়ে গেছি, আমায় নিয়ে যাও!' মার্কোর তন্দ্রা গেলো ভেঙে। তিনি ভাবলেন বোধ হয়, স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই এ যে স্বপ্ন নয় তা প্রমাণ হয়ে গেল। আবার সেই ডাক ঃ 'আমার কাছে অনেক মূল্যবান জিনিস রয়েছে, আমায় ফেলে যেও না।' এবার মার্কো ছিলেন দলের শেষের দিকে, তিনি থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর পেছনে দলের আর যে ক'জন ছিল, তারাও দাঁড়িয়ে গেল।

মার্কো দলের মাঝখানে মেফিয়োর কাছে লোক দিয়ে খবর পাঠাতে গিয়ে দেখেন, দল থেকে বেশ খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন তিনি। ছায়ার মত সামনে গাধা-ঘোড়ার একটা সার ও উটদের উঁচু মাথা দেখা যাচ্ছে কেবল। সবাই না থামলে এই ভোর রাত্রের আলো-আঁধারের মধ্যে কিছুই করা সম্ভব নয়। কিন্তু ওরা কারা! এবং এখানে এলোই বা কোত্থেকে, কি ক'রে! মার্কোর সঙ্গের লোকেরা বললে, 'প্রভু, এখানে অপেক্ষা না ক'রে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে কর্তাদের খবর দিন, তারপর তাঁরা যা ভালো বোঝেন, তাই করবেন।'

ডাকের সুর ক্রমশঃ করুণ থেকে করুণতর হ'তে লাগল। একজন থেকে

BanglaBook.org

এখন যেন মনে হ'তে লাগল অনেকজন সমস্বরে ডাকছে আর সাহায্য চাইছে তাঁদের কাছে। কিন্তু স্পষ্ট মার্কোর নাম করছে তারা কি ক'রে। হঠাৎ নিকটেই যেন ঘোড়ার সশব্দ নিঃশ্বাস ও উটের নাক-ঝাড়া শোনা গেল। মার্কো ভাবলেন, এ বোধ হয় তাঁদেরই দলের ঘোড়া-উটদের ব্যাপার। শব্দটা ক্রমশঃ কাছে আসতে আসতে একেবারে তাঁদের পাশ দিয়ে গা-ঘেঁষে চলে গেল যেন—অথচ মানুষ বা জীবজন্তু কিছুই দেখা গেল না।

মার্কো চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আশ্চর্য অদৃশ্য শব্দ!' তাঁর চিৎকারের সঙ্গে পরপর বিপদসূচক ড্রাম বেজে উঠল সামনে পর্যন্ত। মার্কোরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, বুঝতে পেরে মেফিয়ো হঠাৎ এই ড্রাম বাজিয়েছেন। ড্রামের শব্দ শুনে মার্কোও আবার ড্রাম বাজিয়ে সঙ্কেত করলেন, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই সকলে আবার একত্রিত হলেন তাঁরা।

এখন খুব ঘেঁষাঘেষি হ'য়ে চলেছে সবাই। মার্কোর কথা দলের সকলের মধ্যেই ছড়িয়ে গেল। ঘোড়া-গাধা ও উটের গলায় ঘণ্টা বাঁধা হ'ল সঙ্গে সঙ্গে। দল থেকে একটু কেউ ছিটকে পড়লে সহজেই এতে ধরা পড়বে। তখনকার সময় মরু-পথে জীবজন্তুদের গলায় ঘণ্টা বেঁধে চলার রেওয়াজ ছিল। প্রথমদিকে এটা ভুল হয়ে গিছল ওঁদের।

নিকোলো, মেফিয়ো ও মার্কো দলের মাঝখানে এসে একত্রিত হয়ে যখন এই আওয়াজ সম্বন্ধে আলোচনা করছেন, ঠিক সেই সময় আবার দূরে সেই ডাক শোনা গেল ঃ 'বাঁচাও আমাদের, চলে যেও না—পুবের দিকে ফেরো!' আবার সেই ঘোড়ার চিঁ হিঁ হিঁ, হইচই, আর্তনাদ, করুণ কাতরানি! সবাই একসঙ্গে কান খাড়া ক'রে শুনতে পেল এবার। এখন অশ্রুতও কিছু নেই, অবিশ্বাস্যও কিছু নেই—এতো লোকের কান তো আর ভুল শোনেনি! কিছুক্ষণের মধ্যেই দূরে কারা যেন একসঙ্গে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল আবার। উল্লাসের অট্টহাসি! তাদের ভিতর থেকেই কে যেন একজন বলে উঠল 'বাঁচাতে পারলে না তা'হলে...তা'হলে আর কিসের মরদ্ তোমরা...কি ক'রে তা'হলে আর পেরুবে বাকি মরু-পথটা!'...এবার এ-আওয়াজটা অনেকেরই যেন পরিচিত মনে হ'ল।

—'তালিম খাঁর গলা না?' নিকোলো বললেন।

—'তালিম খাঁ নয়, মাঙ্গুর গলা এটা!' মার্কো মেফিয়োর কাছে এগিয়ে এসে একটু চাপা-গলায় বললেন। মেফিয়ো ব্যাপারটায় বেশ ভয় পেয়ে গেছেন। এর আগে পথে এ-ধরনের দু'চারটে গল্প শুনলেও, স্বকর্ণে এমন কখনও শোনেননি। তিনি বললেন, 'যাহোক, এখন দ্রুত এগিয়ে চলো, এ সব নিশ্চয়ই অশরীরী অপদেবতাদের কাণ্ড,—স্পিরিট, ঘোস্ট ওরা, ওদের সম্বন্ধে আলোচনায় কাজ নেই!'

BanglaBook.org

নিকোলো বললেন, 'ভোর হ'য়ে এসেছে, ভয় পাবার আর বিশেষ কিছু নেই।'

ভয় পাবার কিছু না থাকলেও, ভয় যে সবাই পেয়েছে তাতে আর সন্দেহ নেই। মার্কো ভাবছেন, তালিম খাঁ বা মাঙ্গু এ গলা যারই হোক, তারা এখানে এলো কি ক'রে! তারা কি বেঁচে তা'হলে? তা যদি হয় তা'হলে সন্ধ্যার পূর্বে চার-পাঁচ ক্রোশ দূরেও তো তাদের দেখা যেত—দিনের আলোতেও তো তারা তাদের বিউগিল বা ড্রাম বাজিয়ে সংবাদ দিতে পারত তাঁদের! তাছাড়া দিনেই বা তারা ছিল কোথায়? আর ধরলাম, তারা না হয় ভোরের দিকেই তাঁদের কাছে এসে পড়েছে, কিন্তু ঘোড়ার পায়ের শব্দ, উটের ফোঁস-ফোঁস তাঁদের কানের পাশ দিয়ে এমনভাবে বেরিয়ে গেল কি ক'রে! সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর মনে বিস্ময় ও ভয়ের এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগিয়ে দিলে।

কেরম্যানের পথে দস্যুদলের হাতে প'ড়ে কুল্লাউ, তালিম খাঁ, মাঙ্গু, বারজান প্রভৃতি কয়েকজন বিশ্বাসী সঙ্গী তারা হারিয়েছে। এরা জীবিত কি মৃত তাও জানবার সুযোগ মেলেনি এযাবৎ। যদি এরা বসাই ম'রে ভূতই হয়ে থাকে, তা'হলে কুল্লাউ-এর গলাই বা পাওয়া গেল না কেন? তার গলাই তো সবার আগে পাওয়ার কথা! কারণ, সেই ছিল সকলের প্রিয়, বিশেষ ক'রে মার্কোর। তার কাছেই ছিল সবচেয়ে মূল্যবান মুক্তার মালা। তার কথাই এখানে বার বার মনে হতে লাগল সকলের।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে চারিদিকে আলো ছড়িয়ে পড়ল। দূরে পাহাড়ের পাশ থেকে বিরাট এক সোনার থালা চারিদিকের আকাশকে রক্ত-রঙে রাঙিয়ে ধীরে ধীরে জেগে উঠল অপূর্ব বিভায়। ভোরের দিকে মরুভূমির বুকে অরুণোদয়ের এই শোভা রাত্রের ভয়াবহতাকে খানিকটা কাটিয়ে দিল বটে, কিন্তু মনে মনে সকলেরই সেই সব কথা ঘুরপাক খেতে লাগল।

মেফিয়ো বললেন, 'এখন তো তাঁবু ফেলে, মালপত্র নামিয়ে আহারাদি ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হয়।' হলও তাই। কিন্তু কাজকর্মের ফাঁকে-ফাঁকে যেই দু'চারজন একটু অবসর পায়, অমনি ঐসব আলোচনা করতে বসে। মেফিয়ো তাদের ধমক দিয়ে উঠেন ঃ 'খবরদার, আর ওসব কথা নয়; যার যার কাজে এখন মন দাও—তারপরই বিশ্রাম।'

পরের দিন বেলা একটু পড়তেই তাঁরা আবার যাত্রা শুরু করলেন এবং সেদিন দিনের বেলাই বলা যায় তাকে, এমনি সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটল বহুক্ষণ ধ'রে। এবার কিন্তু কথাবার্তা, চিৎকার শব্দ নয়,—কেবল যুদ্ধের বাজনা, তলোয়ারে তলোয়ারে ঠোকাঠুকি, বর্মের গায়ে বর্শার আঘাত প্রভৃতি রণক্ষেত্রের নানান

BanglaBook.org

শব্দ! এছাড়া মধ্যে মধ্যে পাথরের মেঝেয় অবিশ্রান্ত বস্তা থেকে কে যেন মোহর ঢালছে, এই ধরনের শব্দও তাঁদের কানে আসতে লাগল অবিশ্রাম! দিনের-পর-দিন, কয়েকদিন ধরেই এমনি চললো সারা মরু-পথে। তারপর ক্রমশঃ যখন সকলেরই ভয় কেটে এলো এবং ঘটনাটা দৈনন্দিন ব্যাপার হিসাবে গা-সওয়া হয়ে গেল, তখন আস্তে আস্তে এই সব অনাসৃষ্টিও কমতে লাগল আশ্চর্যভাবে।

*

এইভাবে মরুভূমির উপর দিয়ে, ক্রমান্বয়ে একমাস চলার পর, তাঁরা টাঙ্গুর হামি শহরে এসে পৌঁছলেন। হামির পরই কান-সু। কান-সু চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশ। তারই শেষ উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে সূচৌ ও কানচৌ। সূচৌ-এর পর কানচৌ-এর গা থেকেই প্রায় চীনের বিখ্যাত প্রাচীর আরম্ভ হয়েছে। এরই উপরে পূর্ব দিকে অন্তর্মঙ্গোলিয়ার সিটাও ও সিউয়ান প্রদেশ।

নানা ধর্মের লোক এই সব দেশে বাস করে। বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলমান, টারকোমান ও ছোটখাটো আরো অনেক। এদের মধ্যে বিশেষ করে মূর্তি-পূজারীদের প্রাধান্য ছিল খুব বেশি। বিরাট বিরাট চেহারার বুদ্ধ ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের মূর্তি তৈরি ক'রে এরা পূজা করত, পালা-পার্বণ পালত এবং নানা নিয়মকানুন মানত। বিশেষ ক'রে কানচৌ-এ ছিল মূর্তি-উপাসকদের ছড়াছড়ি। বুদ্ধমূর্তি ছাড়াও ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানবের পূজাও করত ঐ সব ধর্মবিশ্বাসীরা। এখানে মার্কোদের বহুদিন থেকে যেতে হ'ল নানা কারণে। প্রথমতঃ সূচৌ ও কানচৌ কান-সুর মধ্যে হলেও, প্রধানতঃ এ শহরগুলি ছিল টাঙ্গুর অধীন। বৌদ্ধ ও তাতারদের উৎপাতে টাঙ্গুতে ক্রিশ্চানদের সংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়ার ফলে, ধর্মযাজকদের উপর তখন অত্যাচার হ'ত অত্যন্ত অমানুষিক। আর্মেনিয়ার নস্টোরিও ক্রীশ্চানরা তখন নিজেদের মহম্মদের ভক্ত বলে বা বৌদ্ধ সেজে এক দেশ থেকে অন্য দেশে ঢুকে যেত এবং ক্রমশঃ সেখানে নিজেদের ধর্মের জাল বিস্তার করত। এইসব কারণে কান-সু প্রদেশে ও টাঙ্গুর বিস্তৃত অঞ্চলের ভিন্ন সম্প্রাদায়ের মধ্যে প্রায়ই ভীষণ গণ্ডগোল হ'ত এবং মধ্যে মধ্যে রক্তগঙ্গাও ব'য়ে যেত ছোটখাট খণ্ডযুদ্ধে। এজন্য তাতার সম্রাট্ কুবলাই এই প্রদেশ দু'টির সীমান্তে কড়া প্রহরীর ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। বিদেশীদের কথা তো স্বতন্ত্র ছিলই, এমন কি স্থানীয় লোকেরাও বহুকাল এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে পারত না সম্রাটের ছাড়পত্র ব্যতীত। সম্রাট্ যখন চীনের বিখ্যাত প্রাচীরের পঞ্চাশ মাইল উত্তরে থিনগান পর্বতের নীচে তাঁর গ্রীষ্মাবাস কিপিংফুতে থাকতেন, তখন ছাড়পত্র মিলত তাড়াতাড়ি, তা না হ'লে কোন কোন সময় এক বছরেরও অধিক সময় লেগে যেত এই দেশ থেকে অন্য দেশে যাবার ব্যাপারে।

BanglaBook.org

দীর্ঘ মরু-পথ অতিক্রমের পর, নানান স্থানের জলবায়ুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শরীর ইতঃপূর্বেই মার্কোর খারাপ হয়েছিল, এখানে এসে তা একেবারেই ভেঙে পড়ল। দলের উট, ঘোড়াও কয়েকটি মারা গেল নানা রোগে। অন্যান্য লোকজনও অনেকে ভীষণ আমাশায় আক্রান্ত হয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। কাজেই, একদিকে এইসবের জন্যে তাঁদের যেমন দীর্ঘ-বিশ্রাম না নিয়ে উপায় ছিল না, অন্যদিকে তেমনি এখানকার প্রহরীরাও সম্রাটের অনুমতি ব্যতীত তাঁদের কান-সু অতিক্রম ক'রে শানসিতে ঢুকতে দিলে না। যদিও স্বর্ণপাতে লেখা সম্রাটের সনদ তাঁদের কাছে ছিল, কিন্তু বর্তমানের নিয়ম অনুসারে সেই দীর্ঘদিন পূর্বের সনদ বাতিল ব'লে, তাঁদের আবার সমস্ত বর্ণনা দিয়ে সম্রাটের কাছে লোক পাঠাতে হ'ল।

ভাগ্যক্রমে সম্রাট্ তখন কিপিংফুতেই ছিলেন। তবুও, তাঁর কাছে এই সংবাদ পৌঁছতে ও সেই সংবাদ নিয়ে লোক আবার এখানে ফিরে আসতে বহু সময় কেটে গেল। এ অবস্থায় কতকটা বাধ্য হয়ে এবং কতকটা নিজেদের শারীরিক অসুস্থতার জন্য মার্কোদের এখানেই প্রায় রয়ে যেতে হ'ল এক বছর।

এই এক বছর ধরে মার্কো তাতারদের অনেক কিছুই দেখেছেন এবং অনেক কিছুই ভালো লেগেছে তাঁর। বহু জিনিস যেমন আশ্চর্য করেছে তাঁকে, তেমনি আবার বহু জিনিস বিসদৃশও ঠেকেছে তাঁর কাছে। এবার যেন এই পথ-যাত্রা তাঁদের অনেকের কাছেই বেশ বিরক্তিজনক হয়ে উঠেছে—অনেকেই ভগ্নোৎসাহ। পা যেন আর চলছে না অনেকের। শরীর খারাপ হওয়ায় মার্কো যদিও বেশ রোগা হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু অফুরন্ত উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি তখনো তাঁর। দলের মুহ্যমানদের উদ্দেশে তিনি একদিন এখানে একটি ছোটখাট বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার মর্ম হচ্ছে ঃ 'বেঁচে থাকতে গেলে অসুখবিসুখ আছেই,—শরীর খারাপ, মন খারাপ তো নিয়তই ঘটছে, কিন্তু ভ্রমণের চেয়ে নিত্য-নূতন আনন্দ আর কিসে আছে? চল, দেখ, বিশ্রাম কর, খাও, ঘুমোও, আবার চলো। এর চেয়ে শিক্ষারই বা আর আছে কি! জীবন্ত-ভূগোল তোমার চোখের সামনে দিনের-পর-দিন মেলে ধরছে তার হাজার রকমের বৈচিত্র্য!...তোমরা ভেঙে পড়লে চলবে কেন...সবাই তো আমরা মানুষ...আমার বাবা, কাকা এবং রুগ্‌ণ আমিও যদি যেতে পারি বাকি পথটুকু, তোমরাও পারবে—নিশ্চিত পারবে!'...

মার্কোর বক্তৃতায় দলের ভগ্নোৎসাহ, অসুস্থ লোকেরা যথেষ্ট উৎসাহ ফিরে পেল এবং সত্যিকার কাজই হ'ল বলা যেতে পারে এই বক্তৃতায়। নিকোলো নিজেও গর্ববোধ করলেন মার্কোর বুদ্ধিমত্তায়। মেফিয়ো বললেন, 'সাবাস ভাইপো!'

BanglaBook.org

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সম্রাটের আহ্বান

কয়েক দিনের মধ্যেই ছাড়পত্র এলো সম্রাটের কাছ থেকে। শুধু ছাড়পত্র নয়, সাদর আহ্বান। পথকষ্ট ও অনাবশ্যক দেরির জন্য আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে, পথে তাদের সাহায্যের জন্য লোকবল ও খাদ্যাদির ব্যবস্থা পাঠানো হচ্ছে বলে এক দীর্ঘ পত্র।

এই সামান্য পথটুকুর জন্যে আর সাহায্য না পাঠালেও চলত। আমাদের কাছে এই দু'মাসের পথ অনেকটা ব'লে মনে হলেও, তাঁদের কাছে আর কতটুকু! তবুও সম্রাটের বদান্যতায় মার্কোরা উৎসাহিতই হলেন। যাত্রার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়েই ছিল, সম্রাটের ছাড়পত্র আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা আবার বেরিয়ে পড়লেন এই প্রাণান্তকর পথের শেষ পরিচ্ছেদটুকু অতিক্রম করবার জন্য।

সূচৌ থেকে কয়েক মাইল অতিক্রম ক'রে কামপিয়োনের পথেই সম্রাটের দলের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হ'ল। দলের জাঁকজমক, সাজ-পোশাক ও ব্যবস্থা দেখে হতভম্ব হ'য়ে গেলেন মার্কো। হ্যাঁ, সম্রাটের উপযুক্তই বটে! বিরাট বলিষ্ঠ চেহারার সব মানুষ—হলুদবরণ গায়ের রঙ, কারুর বা তামাটে। সাজ-পোশাকেরও কী অপূর্ব আড়ম্বর! কারুর কান-ঢাকা লোমের টুপি মাথায়, কারুর চামড়ার পোশাকের উপর নানাবিধ কাজ করা! কারুর বা মোটা রঙিন বনাতের গায়ে সোনালি-রূপালি জরির কারুকার্য। কারুর গলায় নানা ধরনের মূল্যবান পাথরের মালা, কারুর বা প্রবালের কণ্ঠ-ভূষণ। হাতে কারুর মোটাসোটা হলুদ-রঙের পাকা-সোনার বাজুবন্ধ—কারুর কানে সোনার বীরবৌলি। বড় বড় বর্শা তাদের হাতে। ঘোড়া, উট সবই সাজানো-গোছানো। মানুষের কাঁধে যাবার জন্য বড় বড় ডুলির মত ঝোলা। উটের পিঠে অদ্ভুতভাবে সাজানো চাঁদোয়া দেওয়া বৈঠক-ঘর। এ-ছাড়া বাছাবাছা ঘোড়া ও প্রায় একশত অশ্বতরের পিঠে, বিভিন্ন পাত্রে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য, পানীয় ও ফলমূল।

ওদের দলপতি এসে তাতারিয় কায়দায় নিকোলোদের সম্ভাষণ জানাল। তারপর ওঁদের উট-ঘোড়া থেকে নাবিয়ে, তাদের সাজানো উট-ঘোড়ায় তুলে নিল এবং অন্যান্য সকলকেই নিজেদের বাহনে জায়গা ক'রে দিল। ওদের সঙ্গে একদল বাজনদারও এসেছিল,—ঢাক-ঢোল, ভেঁপু, রামশিঙা, গঙ্ ও জগঝম্প নিয়ে।

BanglaBook.org

মাঝে মাঝে গ্রামের মধ্যে,—গ্রাম ছেড়ে শহরের মধ্যে যখনই ঢুকছেন ওঁরা, তখনই, বাজনদাররা একসঙ্গে বাজনা বাজাতে আরম্ভ করেছে, আর সারা গাঁয়ের লোক, শহরের লোক এসে হাজির হচ্ছে পথের দু'ধারে—এই শোভাযাত্রা দেখবার জন্যে। হরেক রকমের পোশাক-পরা হাজার রকমের লোক। শহরের মধ্যে যাঁড় ও উটে-টানা অদ্ভুত রকমের সব গাড়ি মার্কোদের পথ ক'রে দেবার জন্যে রাস্তা ছেড়ে আশপাশে নেবে পড়ছে। চারপাশে নানা রকমের কাঠের খুঁটি ও কাঠ দিয়ে তৈরি ছোট-বড় বাড়ি—বেশিরভাগই গোলাকৃতি। দোতলাও কিছু কিছু আছে এদের মধ্যে। কোনটার ভেতর দিয়ে সিঁড়ি, আবার কোনটার বা বাইরে সিঁড়ি লাগানো। হাট-বাজারের ধারে মেয়েরাই কেনাকাটা কচ্ছে; উট-গাধার পিঠে বোঝাই দিচ্ছে মালপত্র। পুরুষরা কেউ কেউ ঘুরছে পিঠে তীর-ধনুক নিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে শিকারীর বেশে। উটে চড়েও চলেছে অনেকে। হেঁটে যারা চলেছে, তাদের মধ্যে অনেকেরই কাঁধে পারাবত বা বাজপাখি। শিকারী বাজপাখি পোষা এদেশের অনেকেরই শখ। আগুন জ্বেলে কোথাও কেউ বসে জটলা করছে, কোথাও বা মাংস সেঁকছে। মাদী ঘোড়ার দুধও দুইছে গ্রামের মধ্যে কেউ কেউ।

গ্রাম ও শহরের মধ্যে মাঝে মাঝে নাতিগের মন্দির। তাতারদের সমস্ত জমি-জমা, পশু-পাখি ও ছেলেপিলেদের রক্ষাকর্তা হচ্ছেন নাতিগে! সুগন্ধী ধূপ-ধুনো পুড়ছে ঐ সব ঘরে, বড় বড় ধুনুচিতে। নাতিগের সঙ্গে নাতিগের বউও আছেন—যেমন আমাদের দেশে মহাদেবের সঙ্গে থাকেন গৌরী, কৃষ্ণের সঙ্গে রাধিকা। পাতলা চামড়ার পটে রঙিন পশম দিয়ে চোখ-মুখ আঁকা সে এক মজার চেহারা—দেখলে ভয়ও হয়, হাসিও পায়।

এই সব চমক্‌দার বিচিত্র দৃশ্য দেখতে দেখতে পোলোরা এগুতে লাগলেন। আর কয়েক দিনের রাস্তা পেরুলেই এখন তাঁরা সম্রাটের গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ কিপিংফুতে এসে পৌঁছবেন। চান্দু শহরের মধ্যেই এই কিপিংফু। চান্দু সম্রাটের নিজের তৈরি একটি শহর। নিজের পছন্দসই মনোমত ক'রে কুবলাই এই শহর তৈরি করেছেন। পৃথিবীতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর স্থাপত্য শিল্পের সে এক অপূর্ব নিদর্শন বিচিত্র ইন্দ্রপুরী।

—'কি রকম দেখছ সব?' মেফিয়ো মার্কোকে প্রশ্ন করেন।

মুখে কথা নেই মার্কোর। হতবাক হয়ে গেছেন তিনি, আর তা হবার কথাই! কোন্ দিকে চাইবেন, কাদের দেখবেন। সবই যেন তাজ্জব, যাদুপুরীর মত মনে হচ্ছে তাঁর কাছে। রূপকথায় যে সব গল্প বুড়োদের কাছে ছেলেবেলায় তিনি শুনেছিলেন, তাঁর মনের পরদায় সেই সব ছবিই ভেসে উঠছে কেবল।

চীনের বিখ্যাত প্রাচীরের গা-ছেড়ে এখন তাঁরা প্রায় কিপিংফুর প্রাসাদসংলগ্ন প্রাচীরের গায় এসে পড়েছেন। চান্দুর চওড়া চওড়া রাস্তা দিয়ে দ্রুতই এগিয়ে চলেছেন

BanglaBook.org

তাঁরা। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ অতিক্রম করলেই হয়! কিন্তু এই সামান্য সময়টুকুই যেন আর কাটতে চাইছে না। এতদিন পরে, এই সুদীর্ঘ দিনের নানা দুর্বিষহ, ভয়াবহ, জীবনান্তকর পরিস্থিতি পেরিয়ে আসার পরেও, আজ যেন সত্যিই মার্কোর মনে কিসের একটা ভয় ঢুকেছে—তিনি আর বিশেষ কোন কথাবার্তা বলছেন না—এখন কেবল ভাবছেন, এই অপূর্ব বিচিত্র শহর যে তৈরি করেছে, এত বড় বিশাল যার সাম্রাজ্য, এত অদ্ভুত অদ্ভুত যার খেয়াল, না জানি তার নিজের প্রাসাদ আবার হবে কি রকম এবং সে মানুষটাই বা হবে কেমন! যদিও তিনি তাঁর বাবা-কাকার কাছে, পথে চলতে চলতে নানান লোকের কাছে সম্রাটের বিচিত্র সব কাহিনী শুনেছেন, কিন্তু তবুও এই ক'দিন ধ'রে দিনরাত তাঁর মন ভরিয়ে রেখেছে এই সব ভাবনাই। তারপর সম্রাট্ তাঁকে কি ভাবে গ্রহণ করবেন, সে কথাও এই সঙ্গে কম ভাববার নয়।

মার্কো বেশি আর ভাববার অবকাশ পেলেন না। তিনি দেখলেন, চার-পাঁচ শ' লোকের আর এক বিরাট শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে তাঁদের দিকে—ঘোড়ায় চড়ে, উটে চড়ে, ড্রাম বাজাতে বাজাতে। হরেক রকমের পতাকা ও ধ্বজা তাদের হাতে। এ যে তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য তা বিশ্বাস করতেই মন চায় না। পথিমধ্যেই ঐ দল এসে মিলিত হ'ল তাঁদের সঙ্গে। সকলেই মার্কোদের দেখছে আর হাসছে। কেউ কেউ নিচু হয়ে অভিবাদনও জানাল তাঁদের।

উটের উপর ছাউনির ভেতর থেকে সবই দেখছেন মার্কো। নিকোলো মার্কোর উদ্দেশে বাইরের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন, 'ঐ হচ্ছে সম্রাটের প্রাসাদ, আর এই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা সমস্তটাই হচ্ছে প্রাসাদের সীমানা!' বিরাট এক চত্বর জুড়ে প্রায় ষোল মাইল এঁকে-বেঁকে ঘুরে গিয়েছে এই পাঁচিল। চীনের বিখ্যাত প্রাচীরের মত উঁচু না হলেও,—এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থও বড় কম নয়। সম্রাটের খেয়ালে তার মধ্যে গড়ে উঠেছে এক অভিনব রাজ্য। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, ঝরনা, ফোয়ারা, রাস্তা-ঘাট তো আছেই,—তাছাড়া হিংস্র জীবজন্তুর জন্যে ঘন অরণ্য, গৃহপালিত পশুদের পশুশালা ও বিচরণক্ষেত্র; নদী-নালার ওপর নানা ধরনের দ্বীপ, সেতু এবং সারা সীমানার মধ্যে মধ্যে ছোট-বড় বিচিত্র সব ঘর-বাড়ি।

পাঁচিলের গা-দিয়ে যেতে-যেতেই এ-সব নজরে পড়ছে মার্কোর। এখন তাঁরা যাচ্ছেন প্রধান তোরণের দিকে। এর ভেতর দিয়ে গিয়েই তাঁরা মর্মর প্রাসাদের সম্মুখীন হবেন।

বহুদূর থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘার মত প্রাসাদের শ্বেত-ধবল চূড়া নজরে পড়ে—সবার ওপরের গম্বুজটা আবার সোনার পাতে মোড়া ঝকমক করছে!

BanglaBook.org

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রাসাদ-তোরণে

অবিশ্রাম চলার অবসান হ'ল এতদিনে। দুঃখের বিভাবরী কেটে গিয়ে দেখা দিল আনন্দের বিমল শুভ্রাকাশ। এতদিন প্রতিনিয়ত নানা দুর্ভোগের মধ্যে, পথকষ্টের মধ্যে, যে গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ও চিন্তা, আজ তাঁরা সেইখানে পৌঁচেছেন—সাধনায় সিদ্ধ হয়েছেন তাঁরা। পথ-ক্লেশে সবাই অবসন্ন হয়ে পড়লেও, সবার মুখই আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

প্রাচীরগাত্রের বিরাট উত্তর-তোরণের মধ্যে এসে পড়েছেন তাঁরা এখন। তোরণের মধ্যে ঢুকেই ঘোড়া-উট থেকে নেমে পড়েছেন সবাই। মালপত্র বাহকদের পিঠ থেকে নামিয়ে রাখা হয়েছে পাশের নির্দিষ্ট 'বেস্ট হাউসে'। দলের অন্যান্য সকলেই বিশ্রাম নিয়েছে সেখানে; কেবল মার্কো, মেফিয়ো ও নিকোলো পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলেছেন সম্রাটের প্রাসাদের দিকে। মার্বেল পাথরের ধবধবে রাস্তা ধরে সোজা চলেছেন তাঁরা। খানিকটা যাবার পরই পায়ের তলায় পাথরের উপর তাঁরা পুরু মখমলের স্পর্শ পেলেন। রাস্তার উপর এই মূল্যবান মখমল বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁদের জন্য। সেখানে দু'ধারে নালিক হস্তে (প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র) জমজমে সাজা-পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদের বলিষ্ঠ প্রহরীরা।

পোলোদের ছিন্নবস্ত্র, রুক্ষকেশ, মলিন দেহ। এদের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে মার্কোর বেশ লজ্জাই কচ্ছিল। দু'পাশের প্রহরীরা তাতারীয় কায়দায় তাঁদের অভিবাদন জানালে এবং মার্কোরাও প্রতি-অভিবাদন করলেন।

প্রাসাদের সম্মুখের তোরণদ্বারে একদল বাজনদার ড্রাম বাজাচ্ছিল বহুক্ষণ থেকেই। এখন সেই বাজনদারদের সামনে এসে পড়লেন তাঁরা।

নিকোলো মার্কোকে পূর্বেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে, প্রাসাদ-তোরণের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মাথা হেঁট ক'রে নেন। সম্রাটের কাছে মাথা তুলে যাওয়াটা রীতি-বিরুদ্ধ।

কাঠের উপর অপূর্ব কারুকার্য করা সোনায় মোড়া প্রাসাদ-তোরণের মধ্যে প্রবেশ ক'রে, তিনজনেই মাথা নিচু ক'রে নিলেন তাঁরা। মাথা নিচু ক'রে রাখলে দু'পাশের বিশেষ কিছুই ভালো ক'রে নজরে পড়ে না। কিন্তু মার্কো তার মধ্যেই মাঝে মাঝে মাথা তুলে আশপাশ দেখতে লাগলেন আর বিস্ময়কর অনুভূতিতে ভরে উঠতে লাগল তাঁর মন।

BanglaBook.org

দু'পাশে বড় বড় কাঠের থাম। থামের গায়ে গিল্টি করা, সোনা-রুপো রঙে আঁকা বিচিত্র সব ছবি। থামগুলো যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেছে! তাদের গা-থেকে মোটা মোটা রঙিন রেশমী দড়ি ঝুলছে অজস্র। দেয়ালের গায়েও এমনি হরেক রকমের বিচিত্র ফ্রেস্কো-চিত্র। রাজরাজড়াদের দরবারের ছবিও আছে তার মধ্যে। কার্নিশের গায়ে বীভৎস আকারের ঝোলা-ঝোলা ড্রাগন, হাঁ-ক'রে গিলতে আসছে যেন আগন্তুককে। মাঝে মাঝে বড় বড় সোনার পিলসুজে তুলোর মোটা পলতে জ্বলছে। বড় বড় এনামেলের কাজকরা রঙ-বেরঙের ভাসের উপর বসে আছে জীবন্ত বাজপাখি—দু'চারটে এদিকে-সেদিকে উড়েও বেড়াচ্ছে এরই মধ্যে।

এইভাবের একটা-দুটো ক'রে তিনটে মহল পেরিয়ে তাঁরা সম্রাটের খাস-মহলে এসে হাজির হলেন। এখানকার জাঁক-জমক আরও বিচিত্র ও অভিনব। এইখানেই সম্রাট্ বসে আছেন তাঁর স্বর্ণ-সিংহাসনে। সসাগরা এশিয়ার অধীশ্বর সম্রাট্ কুবলাই খাঁ। তাঁর অনতিদূরে দু'পাশের আসনে অন্যান্য সভাসদ্ ও প্রধান সেনানায়করা ব'সে আছেন। অপেক্ষাকৃত নিকটের আর কয়েকটিতে মন্ত্রী ও ধর্মযাজকরা উপবিষ্ট। সকলেরই বেশভূষার অপূর্ব জাঁক-জমক। সিল্ক, ভেলভেট ও পশমের জামার গায়ে মণিমাণিক্য-খচিত জরির কাজ। কারু কারু মাথায় শিরোপা। পদ-মর্যাদা অনুযায়ী সেনানায়কদের গলায় সোনার হার, তাতে ছোট-বড় স্বর্ণ-ফলক ঝুলছে; সেই ফলকের উপর দেশীয় ভাষায় সম্রাটের নিশানা-লেখা। এখানেও বাজপাখির ছড়াছড়ি। কারু সিংহাসনের উপর, কারু বা কাঁধে, মাথায়, পাখিরা বসে আছে। সম্রাটের পায়ের তলায়, সিংহাসনের ঠিক নীচেই, দু'জন খিদমৎগার বসে আছে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এগিয়ে দেবার জন্য। দু'পাশের সভাসদ্‌দের অপেক্ষা সম্রাটের সিংহাসনটি একটু উঁচুতে। সারা প্রাসাদের মণিখচিত (মণিকুট্টিম) মেঝের ওপর নানা রঙের কাজ করা গালিচা পাতা। পারস্য থেকে সম্রাটের জন্য বিশেষভাবে এগুলি তৈরি হয়ে এসেছে। মখমলের ছোট ছোট চৌকো বালিশের উপর পা রেখেছে সবাই। সম্রাটের সামনে একটা বিরাট স্বর্ণাধারে নানারকমের ফল ও কাচের উপর কাজ করা কাট্‌গ্লাসের বড় একটা পাত্রে পানীয়। স্বর্ণ-সিংহাসনগুলির পায়ে শ্বেত, পীত ও লোহিত প্রভৃতি বর্ণের হাকিক্ প্রস্তর বসানো। কোন কোনটায় আবার গাঢ় সবুজ বিসুভিয়েনাইট সেট করা। সম্রাটের সিংহাসনটির অবশ্য স্বতন্ত্র জৌলুস। তা'তে মূল্যবান জুমারাদ, জার্গুণ, গোমেদ, পান্না, ধানিক ও হীরকখচিত। তার দিকে চাইলে চোখ ঝলসে যায়।

ইতোমধ্যেই মাথা প্রায় সোজা ক'রে ফেলেছে মার্কো। এ সব না দেখে, সম্রাটের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতে পারেনি সে, আর তা পারা সম্ভবও ছিল না।

BanglaBook.org

সম্রাটের মহলে ঢুকতেই সভাগৃহে একটা সোরগোল পড়ে গেল। মার্কোর গা-টিপে মেফিয়ো মাথা নিচু করতে ইঙ্গিত করলেন। মার্কো আবার নুয়ে পড়ল তখনই। মার্কোরা সম্রাটের নিকটবর্তী হবার সঙ্গে সঙ্গেই সভাসদ্‌রা পরস্পরে কথা বলাবলি করতে করতে নিজেদের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল একে একে। এটা তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরই ব্যবস্থা।

সম্রাট্‌কে উপহার দেবার জন্য নিকোলো, মেফিয়ো ও মার্কো প্রত্যেকেই হাতে ক'রে কিছু কিছু এনেছিলেন। পথে কুল্লাউসমেত দস্যুদলের হাতে সেই মুক্তার মালা খোয়া যাবার পর, পথিমধ্যে পামীরের জহুরিদের কাছ থেকে মার্কো একশত স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বিরাট এক প্রবালের মালা কিনেছিলেন সম্রাটের জন্য, সেই মালার আধার তাঁর হাতে। মেফিয়োর হাতে অপূর্ব এক গজদন্তের বাক্স। তার ডালার উপর খোদাই করা সম্রাট্ ও তাঁর পারিষদবর্গের ছবি। অত্যন্ত সূক্ষ্ম কারুকার্যের নিদর্শন এটি। আর নিকোলোর হাতে সোনার কৌটোয় জেরুজালেম থেকে আনা যীশুর কবরে জ্বলে যে প্রদীপ সেই প্রদীপের তেল। অতি সঙ্গোপনে ও সন্তর্পণে সব সময় নিজের বুকের মধ্যে লুকিয়ে এতদিন যা তিনি বহন করে এনেছেন, সেই তৈলাধার পাত্রটি। পোপের প্রেরিত অন্যান্য উপঢৌকনগুলি তাঁরা সঙ্গে করে সব আনতে পারেননি—সেগুলি 'রেস্ট হাউসে'ই আছে।

মার্কোর মুখের চেহারা হঠাৎ যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

'কি ভয় পাবে না বলেছিলে যে?' চুপি চুপি রহস্য ক'রে মার্কোর কানের কাছে মেফিয়ো বললেন।

'কই, ভয় তো পাইনি।' উত্তর দিলেন মার্কো।

'পাওনি বই কি! তবে মুখ অমন কেন? এত বিপদ-আপদ কাটিয়ে এসে এইখানেই বুঝি এই!—তা'হলে চলবে না বাপু; সম্রাটের সামনে গিয়ে সাহস করে দাঁড়াতে হবে,—অপদস্থ হয়ো না যেন। আদব-কায়দা সবই তো তোমায় বলে দিয়েছি, ভড়কে যেন বেকুব হয়ে যেয়ো না।'

'না কাকা, না!' জোরের সঙ্গেই বললেন মার্কো।

—আর না!—হঠাৎ মাথা তুলে সম্রাটের দিকে তাকাতে গিয়ে, পায়ে কি একটা লেগে, মার্কো ঠিকরে পড়লেন সামনের দিকে। হাতের বাক্সটা একেবারে প্রায় সম্রাটের পায়ের কাছে গিয়ে পড়ল। মেফিয়ো ও নিকোলো দু'জনের হাতেই জিনিস, কেউই তাঁকে তাড়াতাড়ি সামলাতে পারলেন না। চারদিক থেকে সভাসদ্‌রা হাঁ হাঁ ক'রে উঠলেন। কেউ কেউ হেসেও ফেললেন। সম্রাটের পায়ের তলায় যে দু'জন দাস বসেছিল, তারা তাড়াতাড়ি তাঁকে তুলতে গেল, কিন্তু তার পূর্বেই মার্কো আবার উঠে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়ালেন। লজ্জায় তাঁর মুখ লাল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সম্রাট তাঁর বাক্স নিজেই কুড়িয়ে নিয়ে,

BanglaBook.org

সিংহাসন ছেড়ে, এগিয়ে এলেন মার্কোর কাছে। নিকোলো ও মেফিয়োর দেখাদেখি মার্কোও তখন হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়েছেন। সম্রাট্ নিজেই মার্কোকে যখন বাক্সটি দিতে যাবেন, এমন সময় নিকোলো বললেন, 'প্রভু, ও আমার পুত্র, আপনার দাস; আপনার জন্যেই এই সামান্য উপহারটুকু ব'য়ে এনেছে।'

—'বল কি, তোমার ছেলে! তাহলে তোমার উপহারই আমি সবার আগে গ্রহণ করলুম।' বলে সম্রাট মার্কোর পিঠে হাত দিলেন।

মার্কোর জানা ছিল, পিঠে হাত দিলেই উঠে দাঁড়ানো নিয়ম। তৎক্ষণাৎ তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সম্রাট্ নিকোলো ও মেফিয়োর পিঠে হাত দিলেন। পর পর তাঁরাও দু'জনে উঠে দাঁড়ালেন।

সম্রাট্ নিকোলো ও মেফিয়োকে তাঁদের পথ-কষ্টের কথা, বাড়ির কথা, খ্রিস্ট-ধর্মগুরু পোপের কথা ও আরও নানান বিষয় অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে একটির পর একটি প্রশ্ন করতে লাগলেন। নিকোলোও অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিতে লাগলেন সেই সব কথার।

কথায় কথায় নিকোলো ও মেফিয়ো উভয়েই তাঁদের উপহার দেবার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন এতক্ষণ। হঠাৎ মনে পড়ায় নিকোলো বললেন, 'এই নিন সম্রাট্ আপনার সেই যীশুর কবরে জ্বলন্ত প্রদীপের তেল, আর এই পোপের পত্র।'

—'এ্যাঁ, তুমি এনেছ—সাবাস নিকোলো!' সম্রাট্ যেন চম্‌কে উঠলেন। তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল। অত্যন্ত ভক্তিভরে সেই পাত্রটি নিয়ে তিনি সিংহাসনের উপর রাখলেন, তারপর পোপের পত্রখানি পড়তে দিলেন প্রধানমন্ত্রীকে।

পত্র পাঠ শেষ হ'লে মেফিয়ো উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর বাক্সটি পশমের থলি থেকে বার ক'রে সম্রাটের কাছে এগিয়ে ধরলেন।

—'তুমিও এনেছ! দাঁড়াও একে একে সব দেখতে হবে।' বলে তিনি মার্কোর দিকে চাইলেন।

মার্কো এতক্ষণ এই কথাবার্তার মধ্যে একদৃষ্টে তাঁকেই দেখছিলেন কেবল। কি রকম অদ্ভুত ভালো লাগছিল লোকটিকে তাঁর। শুধু সম্রাট্ বলেও নয় বা এই অতুল ঐশ্বর্যের জন্যেও নয়,—তাঁর চোখে-মুখে কি যেন এক অপূর্ব সুষমা, সদাশয়তা মাখানো রয়েছে। এত বড় যে রাজাধিরাজ, যাঁর কাছে আসতেই তাঁর ভয় হয়েছিল, এখন যেন সে সবই উল্টো মনে হচ্ছে। সসাগরা অর্ধেক পৃথিবীর অধীশ্বর, অসাধারণ রণকুশল, বিচক্ষণ শিল্পরসিক ও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন এই মানুষটির চেহারার মধ্যে এমন একটি অনন্যসাধারণ মাধুরিমা আছে,—যার দিক থেকে সহজে চোখ ফেরানো যায় না। সোনা রঙের গায়ে লাল গোলাপী আভা, উজ্জ্বল দুই কালো চোখের দৃষ্টিতে বুদ্ধিমত্তা ও সহৃদয়তার

BanglaBook.org

ছাপ। নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব, নিটোল গোলগাল চেহারা। আর সবচেয়ে যা মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে তা হচ্ছে তাঁর মুখের মৃদু হাসি।

—'হ্যাঁ, একে একে এবার দেখা যাক তোমাদের সব উপহারগুলি।' সম্রাট্ মার্কোর দিকে চেয়ে বলেন/'তোমারটাই সবার আগে, কি বলো?'

মার্কো পোলো তাঁদের ভাষা তখন ভালোই বুঝতে পারেন, বলতেও পারেন কিছু কিছু। তিনি বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, 'সে আপনার অনুগ্রহ।'

—'বাঃ, তুমিও যে দেখছি আমাদের ভাষা শিখে ফেলেছ! বেশ বেশ, তোমায় কাজে লাগানো যাবে তাহ'লে। তোমার বাবা-কাকা তো আমার চেয়েও বুড়ো হয়ে পড়েছেন কিনা!'

তারপর সম্রাট্ তাঁদের প্রত্যেকটি উপহার খুলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখলেন এবং অত্যন্ত খুশি হলেন প্রত্যেকের উপর।

আগে থেকেই সম্রাটের মর্মর-প্রাসাদের অনতিদূরে দারু-প্রাসাদে পোলোদের থাকার ব্যবস্থা ঠিক হয়েছিল, আর বেশি দেরি না ক'রে বিশ্রাম ও আহারাদির জন্য সম্রাট্ প্রধানমন্ত্রীকে সঙ্গে দিয়ে তাঁদের পাঠিয়ে দিলেন সেইখানে।

বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরি এই দারু-প্রাসাদ। কিন্তু তার গায়ে এমন সুন্দর গিল্টির আচ্ছাদন যে, বাইরে থেকে দেখলে কিছুতেই বোঝা যায় না যে, এই অপরূপ প্রাসাদ বাঁশ ও কাঠের তৈরি। এর দ্বিতলের বারান্দা থেকে চারপাশের দৃশ্য ভারী মনোরম। পশ্চিমে কিছু দূরেই চাউদীঘির কালো জল কাকচক্ষুর মত চকচক করছে, শত শত সাদা-কালো রাজহাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে তাতে। মধ্যে মধ্যে পাড়ের ধারে ফুটে আছে রঙবেরঙের পদ্মফুল। দীঘির অপর পাড় থেকেই আরম্ভ হয়েছে শিকারের বিস্তৃত জলা-জঙ্গল। পূর্ব দিকে কৃত্রিম পাহাড়গুলির গা-বেয়ে অজস্র ধারায় ঝরনার জল ছুটে গিয়ে নদীতে পড়ছে। হরেকরকমের রঙিন ফুল ফুটে রঙিন করে রেখেছে সেদিকের দৃশ্য। তারই পাশে বাজপাখিদের আস্তানা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছোট ছোট কুঠরি। কুবলাইয়ের নিজস্ব পাঁচ-ছ'শ বাজ এখানে তাঁর থাকাকালীন এসে থাকে, আবার সম্রাটের স্থান-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় অন্যত্র। এরা সম্রাটের অত্যন্ত প্রিয়। জীব-জন্তুদের মধ্যে তাঁর আর একটি প্রিয় জন্তু হচ্ছে শ্বেত ঘোটক-ঘোটকীর দল। দারু-প্রাসাদের দক্ষিণে তাদের বিচরণক্ষেত্র ও থাকার বিরাট ব্যবস্থা। বাজপাখির মত এরাও সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে যায়—যেখানে তিনি স্থান পরিবর্তন করেন, সেইখানে। এদের প্রত্যেকটির গায়ের রঙ দুধের মত সাদা এবং শরীর অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট। এই সব ঘোড়াগুলির প্রত্যেকটির জন্য এক একজন স্বতন্ত্র রক্ষক আছে। এই শ্বেত-ঘোটকীদের দুধ সম্রাট্ ও তাঁর আত্মীয়স্বজনের

BanglaBook.org

খাদ্য। অন্য কেউ এই দুধ খাওয়া তো দূরের কথা এক ফোঁটা স্পর্শও করতে পারে না, এবং সেটা অত্যন্ত অপরাধের।

এখানকার বারান্দা থেকে সবুজ ঘাসের উপর সাদা ঘোড়াদের দল বেঁধে ঘুরে বেড়ানোর দৃশ্য ভারী সুন্দর দেখায়। এখান থেকেই ঘুরে ঘুরে সম্রাট্ চারিধারের এই সব দৃশ্য দেখতেন। এই সব দেখার জন্যে ও প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে উপভোগ করার জন্যে মর্মর-প্রাসাদ ত্যাগ ক'রে মধ্যে মধ্যে সম্রাট্ চ'লে এসে কয়েকদিন র'য়ে যেতেন এই দারু-প্রাসাদে।

সত্যই অপূর্ব এই দারু-প্রাসাদ আর তার চারপাশের দৃশ্যাবলী। কয়েকদিনের মধ্যেই মার্কো আশপাশের প্রায় সব দেখে ফেললেন এবং পরিচয়ও ক'রে ফেললেন অনেকের সঙ্গে। যদিও মেফিয়ো তাঁকে যার-তার সঙ্গে আলাপ করতে বারণ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তবুও ঘুরতে-ফিরতে, দেখতে-দেখতে বাজপাখিদের শিক্ষক ও রক্ষক, ঘোড়াদের পরিচারক, বাগানের মালী, বাজনদার, প্রাসাদের সান্ত্রী-প্রহরী, পাচক প্রভৃতি ছোটখাটো অনেকের সঙ্গেই আলাপ জমিয়ে ফেলেছেন তিনি। এদের কাছ থেকে সম্রাটের খুশি-খেয়ালের অনেক খবরও জানা হয়ে গেছে তাঁর। তাছাড়া সভাসদ্-মন্ত্রীদের মধ্যে কার কেমন স্বভাব, কে সম্রাটের সবচেয়ে বেশি প্রিয় প্রভৃতি নানা গোপন খবরও তলে তলে জেনে নিয়েছেন মার্কো তাদের কাছ থেকে। এসব তাঁর বুদ্ধিমত্তারই পরিচয়। পদস্থদের কাছে এ সব জানার উপায় নেই।

এই ভাবে এখানে দিনের-পর-দিন যতই যেতে লাগল, ততই রাজদরবারের সমস্ত কর্মচারীদের মধ্যে মার্কো পোলো বিশেষ প্রিয় হ'য়ে উঠলেন। তাঁর স্বভাবের নম্রতা, আলাপের মাধুর্য ও বুদ্ধি-বিবেচনা লক্ষণীয় হ'য়ে উঠল সবার কাছে। সম্রাট্ নিজেও মার্কোকে এতো ভালোবেসে ফেললেন যে, নিকোলো ও মেফিয়ো দারু-প্রাসাদে থাকলেও, তাঁকে তিনি নিজের মর্মর-প্রাসাদে নিয়ে এলেন—অন্দরের রক্ষীদের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। ক্রমশঃ মার্কো পোলো হয়ে গেলেন তাঁর নিজের ঘরের ছেলের মতই।

আজকাল নানান যুক্তি-পরামর্শ তিনি মার্কোর সঙ্গে করেন, গল্পগাছাও করেন বেশি সময় তাঁর সঙ্গে। সব সময়ই মার্কোকে থাকতে হয় তাঁর পাশাপাশি—কি রাজদরবারে, কি অন্দরমহলে।

চারজন সম্রাজ্ঞী ছিলেন কুবলাই খাঁর। সম্রাট্ ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় তাঁদের জন্য স্বতন্ত্র প্রাসাদ তৈরি করে দিয়েছিলেন। তাঁদের দেখাশুনা ও সেবা-শুশ্রূষার জন্য তিন-চারশ' অপরূপ সুন্দরী মহিলা ও প্রত্যেকের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সৈন্যসামন্ত ও নিজস্ব কর্মচারী নিয়ে প্রায় দশ হাজার লোক থাকত এক একজনের অধীনে। কিছুদিন অন্তর পালা ক'রে সম্রাট্ এক একজনের প্রাসাদে যেতেন এবং কখনো কখনো বা তাঁদের এক একজনকে নিয়ে আসতেন তাঁর প্রাসাদে।

BanglaBook.org

এই সব ব্যাপারেও মার্কো থাকতেন তাঁর সঙ্গে সব সময়ে। রানিদের সকলেই মার্কোকে অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখতেন। সম্রাট্‌কে দিয়ে কিছু করাতে হ'লে বা সম্রাটের মনের মত হবার জন্য যা কিছু বলার প্রয়োজন, তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মার্কোকে দিয়েই সারতেন তাঁরা।

ইতোমধ্যেই মার্কো পোলো ও-দেশের ভাষায় বেশ সুপণ্ডিত হয়ে উঠলেন। শুধু ও-দেশের ভাষা নয়, স্থানীয় আরও তিন-চারটি প্রাদেশিক ভাষাও তিনি লিখতে ও বলতে শিখলেন বেশ ভালোভাবেই। এখন তাঁর আর কিছুই আটকায় না। শহরের মেলায় তিনি বক্তৃতা দেন, নানা দলের গণ্ডগোলে তিনি মধ্যস্থতা করেন। সম্রাটের অধীন রাজ্যসমূহের আভ্যন্তরিক গণ্ডগোলের ব্যাপারেও আজকাল মার্কো পোলোকে ডাকা হয় সবার আগে এবং প্রয়োজন হ'লে মিটমাটের জন্য তাঁকেই পাঠানো হয় সেই সব জায়গায়। আগেকার বয়োবৃদ্ধ রাজকর্মচারীদের ছিল কেবল দল পাকানো আর ঝগড়াঝাঁটি; তাছাড়া ধনরত্নের দিকেও লোভ ছিল তাঁদের। নেশাভাঙও করতেন তাঁদের অনেকে। কিন্তু মার্কোর মধ্যে এসব কিছুই ছিল না; তিনি ছিলেন সত্যিকারের কাজের লোক। রাজত্বের ভালোমন্দ তিনি বুঝতেন। দেশের রাস্তা-ঘাট সংস্কার, সরাইখানা ধর্মশালা নির্মাণ, প্রয়োজনীয় সামরিক ব্যবস্থা প্রভৃতি সব বিষয়েই সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দেশের লোককে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ক'রে তুললো—দূর দেশেও ছড়িয়ে পড়ল তাঁর নাম।

কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, এইভাবে যতই তিনি সম্রাট্ ও দেশবাসীর প্রিয় হ'য়ে উঠতে লাগলেন, ততই সম্রাটের উর্ধ্বতন কর্মচারীদের মধ্যে তাঁর প্রতি হিংসার ভাব বাড়তে লাগল। বিশেষ ক'রে কয়েকজন মন্ত্রী গোপনে গোপনে এই বিদেশী যুবকের জনপ্রিয়তা নষ্ট করার জন্য নানাভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে, সম্রাটের কাছে প্রায়ই লাগালাগি চলতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই একটি ঘটনায় ব্যাপারটা গিয়ে চরমে উঠল, এবং তাই থেকে দেশবাসীর মধ্যে মার্কোর প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করায় ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠলো ভালভাবেই।

প্রেত-তাড়য়া, ভূতের ওঝা ও যাদুকরদের সংখ্যা ছিল ও-দেশে অসংখ্য। অত্যন্ত নোংরাভাবে থেকে ধুলোবালি মেখে, ছেঁড়া ময়লা জামা-কাপড় প'রে, চুল-দাড়ি রেখে, নানা বিস্ময়কর ভেল্কি দেখিয়ে সাধারণ লোকের কাছে বিশেষ সম্মান পেত তারা। ঐ সব লোকদের কাছে পাল-পার্বণে পুজোআচ্চার নামে গরু ভেড়া ঘোড়া গাধা আদায় করে তারা নিজেদের উদরসাৎ করত।

ইকবিৎ ও কেশোমিন সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যেই এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ ছিল খুব বেশি। কেশোমিনরা আবার নরমাংস পর্যন্ত খেতে দ্বিধা করত না। সম্রাটের বিচারে যে সব অপরাধীকে হত্যা করা হ'ত সেই সব অপরাধীর

BanglaBook.org

মাংস এরা পুড়িয়ে খেত। অজুহাত দেখাত, তা না হলে মৃত্যুর পর এই পাপাত্মাদের নাকি সদ্গতি হবে না—ভূত-প্রেত হ'য়ে সম্রাটের রাজত্বে এরা নানা অকল্যাণ ঘটাবে।

কিছুদিন থেকে মার্কোর কাছে এই ব্যাপারটা অত্যন্ত জঘন্য পৈশাচিক বলে মনে হওয়ায়, তিনি এটা বন্ধ ক'রে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। একদিন এমনি একটা ব্যাপারে নিজে সৈন্যসামন্ত নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে, কয়েকজন কেশোমিনকে বন্দী করে আনেন।

সম্রাট্ নিজে এসব ব্যাপারে খুবই বিশ্বাস করতেন। মনে মনে তাঁর ভয় ছিল যে, এরা ইচ্ছা করলে হয়ত তাঁর বা তাঁর আত্মীয়স্বজনের শারীরিক ক্ষতি করতে পারে। এমন কি যুদ্ধ-বিগ্রহে শত্রুর কাছে তাঁকে হারিয়ে দিয়ে তাদের জিতিয়ে দেওয়াও এদের দ্বারা সম্ভব। রাজ্যে মড়ক, মহামারী নিবারণ, অজন্মা ও প্লাবন-রোধ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকেও দেশকে ও দেশের নরনারীকে রক্ষা করার ক্ষমতা আছে নাকি এদের। সে জন্য সম্রাট্ কোনদিন এদের শাস্তি দিতে সাহস করেননি, বরং প্রশ্রয়ই দিয়েছেন দিন দিন। মার্কোর এই ব্যাপারে তিনি একটু ভয় পেয়েই গেলেন। মার্কোকে একদিন ডেকে গোপনে বললেন, 'দেখ, আমার মনে হয় ওদের ছেড়ে দেওয়াই ভালো, তা না হ'লে মন্ত্রবলে ওরা তোমার প্রাণনাশও করতে পারে—এমন কি আমারও!'

মার্কো এসব কু-প্রথা মোটেই বিশ্বাস করতেন না। তিনি সম্রাট্কে বললেন, 'আপনি ভয় পাবেন না, ওরা মানুষের কিছুই করতে পারে না, শুধু বংশ-পরম্পরায় এই সব কু-প্রথা অনুসরণ ক'রে আসছে মাত্র। বন্য হিংস্র পশুর মত মানুষ মানুষ খাবে আপনার রাজ্যে, এটা ঘটতে দেওয়া কখনই উচিত নয়!'

—'কিন্তু তুমি জান না মার্কো ওরা কি রকম সাংঘাতিক লোক, ইচ্ছে করলে ওরা সবই করতে পারে!' কুবলাই বললেন।

—'আমার তা বিশ্বাস হয় না।'

—'আচ্ছা, তোমায় যদি দেখাতে পারি, তুমি বিশ্বাস করবে?'

—'নিশ্চয়ই করব এবং ছেড়েও দেব ওদের। তা না হ'লে এসব কু-প্রথা বন্ধ করতে হবে আপনাকে, এবং যে করবে প্রাণদণ্ডই হবে তার চরম শাস্তি!'

প্রাসাদের এক গোপন কামরায় মার্কো ও কুবলাই খাঁর মধ্যে একদিন সন্ধ্যা থেকে বহুক্ষণ ধরে এই সব আলোচনা হ'ল, তারপর অধিক রাত্রে সম্রাট্ গিয়ে বিশ্রাম নিলেন। মার্কো মর্মর-প্রাসাদ থেকে দারু-প্রাসাদে নিকোলো ও মেফিয়োর কাছে ফিরে এলেন রাত্রি যাপনের জন্য।

এই প্রেত-তাড়ুয়াদের বন্দী ক'রে রাখা নিয়ে চান্দুতে বেশ শোরগোল প'ড়ে গিয়েছিল। নিকোলো ও মেফিয়ো যখনই সরকারী কাজে বাইরে বেরিয়েছেন,

BanglaBook.org

তখনই নগরবাসীরা—ইকবিৎ, কেশোমিন ও ভিক্ষু সম্প্রদায়ের লোকেরা নিকোলো ও মেফিয়োর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে ঐ বন্দীদের মুক্ত ক'রে দেবার জন্য। অনেকে এমনও বলেছে যে, ওদের দলের লোকেরা সম্রাটের ভয়ে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে না পারলেও, দৈব-আক্রোশ থেকে তোমরা রক্ষা পাবে না! নিকোলো ও মেফিয়ো ভয় পেয়েছেন এতে।

রাত্রে দারু-প্রাসাদে মার্কো ফিরে এলে নিকোলো ও মেফিয়ো তাঁকে দারুণ ভর্ৎসনা করলেন। নিকোলো বললেন, 'জানো, একে তোমার মত একজন বিদেশীর প্রতি সম্রাটের পক্ষপাতিত্বে সভাসদ্‌দের কেউই বিশেষ খুশি নয়, তার ওপর তুমি আবার এই সব মারাত্মক লোকদের নিয়ে ঘাঁটাচ্ছ! এরা কি করতে পারে-না-পারে তা তোমার কিছুই ধারণা নেই; এ-দেশের লোকেরা সকলেই ওদের ভয় ও ভক্তি করে,—এদের প্রথা কু-ই হোক আর সু-ই হোক, এসব ধর্মকর্মের ব্যাপারে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন?—এবার কোন্ দিন আমাদের মাথাও তুমি খাবে দেখছি!'

কিন্তু এতো সহজে মার্কো ভয় পাবার লোক ছিলেন না। তিনি বললেন, 'তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন, দেখই না আমি এর কি ব্যবস্থা করি!'

—'দেখব আর কি,—মনে নেই তোমার কেরম্যানের সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ও অন্ধকার সৃষ্টির কথা? কি ক'রে সম্ভব হ'ল সেটা?—সবই সম্ভব, এরা সবই পারে!' মেফিয়ো একটু রাগতভাবেই বললেন।

—'তা ব'লে মানুষে মানুষ খাবে এবং কতকগুলো মিথ্যা বিশ্বাসে মানুষ পঙ্গু হয়ে থাকবে সম্রাটের রাজত্বে এ আমি কিছুতেই হ'তে দেব না!'

সেদিন বাপ-খুড়োর সঙ্গে বহু রাত পর্যন্ত মার্কোর এই সব বিষয় নিয়ে নানা বাদানুবাদ হ'ল।

ভোরের অন্ধকার থাকতেই ঘুম ভেঙে গেল মার্কোর। সারা রাতই নানা চিন্তায় ভালো ঘুম হয়নি তাঁর। সেদিন শীতও পড়েছিল জবর। দোতলার বারান্দায় সর্বাঙ্গে ভেলভেটের একটা বালাপোশ মুড়ি দিয়ে এসে দাঁড়ালেন মার্কো পোলো। বাজপাখিদের তখন আকাশে ছেড়ে দিয়েছে তার রক্ষকরা। তাদের একটা ঝাঁক উড়ে চলেছে মাথার ওপর দিয়ে। এই উড়ন্ত পাখিদের দিকে অপলকনেত্রে চেয়েছিলেন মার্কো। হঠাৎ ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনে নীচের দিকে তিনি তাকালেন। সম্রাটের এক দূত এসে খবর দিল যে, সম্রাট তাঁকে এখুনিই ডাকছেন।

সম্রাটের আহ্বান সময়-অসময়ের তোয়াক্কা রাখে না।

অনতিবিলম্বেই মার্কো মুখ-হাত ধুয়ে, পোশাক-পরিচ্ছদ বদলে প্রাসাদাভিমুখে রওনা হলেন।

দরবার তখন বেশ সরগরম। প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন অমাত্যবর্গ সম্রাটের দু'পাশের আসনে বসে আছেন। সকলের মুখেই গাম্ভীর্যের ছায়া। মার্কোর

BanglaBook.org

উপস্থিতিতে সকলেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। বর্তমানে সম্রাটের হুকুমে মার্কোকে এইভাবে সম্মানিত করার ব্যবস্থা হয়েছে।

মার্কো প্রথমে গিয়েই সম্রাটের সিংহাসনের কাছে তাতারীয় কায়দায় মাথা হেঁট ক'রে হাঁটু গেড়ে অভিবাদন করলেন। সম্রাট্ পিঠে হাত দিতেই সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মার্কো প্রশ্ন করলেন, 'আপনি আমায় আহ্বান করেছেন সম্রাট্?'

—'শোন মার্কো, কাল রাত্রে তুমি চলে যাবার পরই আমার এই প্রবীণ মন্ত্রীরা আমার কাছে এসে কেশোমিনদের ছেড়ে দেবার জন্য সম্মিলিত আবেদন জানিয়েছেন। দেশের মধ্যে এই ব্যাপার নিয়ে ব্যাপক অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে—অনেকেই শত্রু হয়ে উঠেছে তোমার। এই কেশোমিনরা অশরীরী-শক্তির উপাসক, ঐন্দ্রজালিক; নানা মারমন্ত্র ওদের জানা, ইচ্ছে করলে ওরা প্রাণেও মেরে দিতে পারে তোমাকে! তা যদি সত্যিই হয়, তাহ'লে আমার কলঙ্ক ও দুঃখের আর অবধি থাকবে না!'...

—'পারে বই কি—নিশ্চয়ই পারে! ওদের তো আর চেনেন না মার্কো পোলো!' সম্রাটের কথা শেষ হতে-না-হতেই মন্ত্রীদের মধ্যে প্রবীণ একজন উঠে দাঁড়িয়ে জোরের সঙ্গেই বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলে উঠলেন, 'কি না পারে ওরা? সবই পারে!...ভগবানের দূত ওরা, অলৌকিক শক্তির অধিকারী!'

এতক্ষণ মার্কো পোলো চুপ ক'রেই শুনে যাচ্ছিলেন সব। হঠাৎ রাগতভাবে তিনি বললেন, 'যতই অসাধারণ শক্তির অধিকারী হোক, মানুষের প্রাণ নেওয়া-দেওয়ার ক্ষমতা ওদের নেই। ইচ্ছা করলে আপনি ওদের ছেড়ে দিতে পারেন,—সে সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছাধীন! আপনি সম্রাট! আমি আপনার নগণ্য আজ্ঞাবহ দাস মাত্র!'

—'দাসের স্পর্ধা তা'হলে যেন একটু বেশিই মনে হচ্ছে! তা'হলে প্রাণ যে ওরা নিতে পারে সেইটেই দেখিয়ে দেওয়া যাক্!'...উদ্ধতভাবে আর একজন বলে উঠল পেছন থেকে।

সম্রাট্ ধমক দিয়ে উঠলেন : 'এ-ভাবে কথা বলার স্পর্ধা আপনাকে কে দিল?...হ্যাঁ, তাই দেখাতে হবে আপনাকে আমার সামনে, মার্কোও উপস্থিত থাকবে সেখানে এবং আপনারাও!...এক সপ্তাহের মধ্যেই ব্যবস্থা করুন। সমস্ত ইকবিৎ, কেশোমিন, ভিক্ষু এবং দেশের যত ঐন্দ্রজালিক, প্রেত-তাড়ুয়া, ভোজবিদ্যাবিশারদদের খবর দেওয়া হোক,—ঢেঁড়া দিয়ে ডাকা হোক সবাইকে—তাদের গুপ্তবিদ্যা দেখাবার জন্যে। তবে প্রধানতঃ যে জন্যে তাদের ডাকা হচ্ছে সে কথা ঘুণাক্ষরেও যেন জানানো না হয় কাউকে; যদি কেউ জানায় তা'হলে তার গর্দান যাবে!—সে কথা আমি নিজে ব্যক্ত করব সভায়।'...

BanglaBook.org

'উত্তম প্রস্তাব—অতি উত্তম!' ব'লে মন্ত্রীদের সকলেই চিৎকার ক'রে উঠল।

কয়েকদিনের মধ্যেই নগরে-গ্রামে হইচই পড়ে গেল। সম্রাটের সংবাদ নিয়ে দূর-দেশান্তরে লোক ছুটল ঢেঁট্‌রা দিতে। নিমন্ত্রণ হ'ল যেখানকার যত নামকরা খাঁ-সুলতান ও রাজা-মহারাজাদের। প্রচার করা হ'ল, যেখানে যত বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিক ও ভোজবিদ্যাবিশারদ আছে, সকলকেই আসতে হবে সম্রাটের দরবারে, যাদুবিদ্যা দেখাবার জন্যে। সম্রাট্‌ গুণানুসারে তাদের পুরস্কৃত করবেন, বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করবেন,—জায়গীর দেবেন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের।

এদিকে তখন বিরাট্‌ আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেছে। মার্কো নিজেই সমস্ত ভার হাতে নিয়েছেন। প্রাসাদের সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ জুড়ে অভিনব মণ্ডপ বাঁধা হয়েছে। তার চারপাশে অগুনতি ছাউনি পড়েছে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের থাকবার জন্য। অন্যান্য সকল আয়োজনই অস্বাভাবিক আড়ম্বরপূর্ণ। রন্ধনশালা, বিশ্রামাগার, দাওয়াইখানা—খাদ্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা, ভারবাহী জীবজন্তুদের আহার্য ও তাদের শীতকালীন থাকার ব্যবস্থা, প্রভৃতি সমস্তই ব্যাপকভাবে করা হয়েছে। সভামণ্ডপের উত্তরে সম্রাটের স্বর্ণ-সিংহাসন এবং তারই দু'পাশে অভ্যাগত রাজা-মহারাজাদের সম্মানিত আসন। তারপর সভাসদ্‌, মন্ত্রী ও উচ্চ রাজকর্মচারীদের স্থান। সম্রাট্‌কে ঘিরে তাঁর সন্নিকটেই যাতে তাঁরা উপস্থিত থাকেন, সে ব্যবস্থা সম্রাট নিজেই করেছেন। কমপক্ষে এক লক্ষ লোক বসবার মত সে এক বিরাট বৈচিত্র্যপূর্ণ আয়োজন।

সম্রাটের সামনেই লম্বা-চওড়ায় প্রায় তিনশ' হাত জায়গা মোটা সিল্কের দড়ি দিয়ে ঘেরা। তার তলায় পাতা মূল্যবান রঙদার চিত্র-বিচিত্র পুরু কার্পেট। এইটাই যাদুকরদের নির্দিষ্ট আসন। সমস্ত দর্শকরাই যাতে তাদের অলৌকিক কৌশল দেখার সুযোগ পান, সেজন্য তাদের স্থান একরকম মাঝখানেই করা হয়েছে। মেয়েদের বসবার আসনও করা হয়েছে একদিকে, তবে সে কেবল রাজপরিবারের মহিলাদের জন্যই।

ক্রমশঃ নির্দিষ্ট দিন এসে উপস্থিত হ'ল। সমস্ত সভামণ্ডপ সরগরম হয়ে উঠল। গিসগিস করছে লোক চারদিকে। সভাসদ্‌দের মধ্যে অনেকেই, এবং মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে প্রায় সকলেরই মুখ উদ্বেগপূর্ণ। হরেকরকম সাজগোজ করা লোক—ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, রাজা-মহারাজা, সকলেই সম্রাটের এই অদ্ভুত খেয়ালের বিচিত্র আয়োজন দেখতে এসে আসন নিয়েছেন মণ্ডপের মধ্যে। ঐন্দ্রজালিকেরা সংখ্যায় প্রায় আড়াইশ'-তিনশ', দূর-দেশান্তর থেকে এসেছে তারা নিজেদের বিচিত্র কৌশল ও মন্ত্রবল দেখাবার জন্য। অদ্ভুত অদ্ভুত পোশাক তাদের। বেশিরভাগ লোকেরই কাপড়চোপড় নোংরা, আধ-ময়লা। কারু কারু হাতে মাথার খুলি ও হাড়গোড়। দু'একজনের গলায় হাড়ের মালা। বীভৎস

BanglaBook.org

মুখোশ প'রে, মুখে-কপালে রঙ্ মেখেও বসে আছে কেউ কেউ।

সকাল থেকেই সেদিন জগঝম্প বাজছে এখানে। বেলা দশটার কাছাকাছি বিপুল উত্তেজনার মধ্যে সম্রাট্ ও মার্কো সভামণ্ডপের মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন। সম্রাটের উপস্থিতিতে সকলেই দাঁড়িয়ে উঠল একসঙ্গে। সম্রাট্, আসন গ্রহণ করার পর, মার্কো উঠে দাঁড়িয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন, উপস্থিত অভ্যাগতদের লক্ষ্য করে।

বক্তৃতা শুনে সভাস্থ সকলেই ধন্য ধন্য ক'রে উঠল। এর আগে এ-ধরনের বক্তৃতা তারা কেউই শোনেনি কোনদিন।

সম্রাট্ সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আদেশ দিলেন, 'নাও, এবার আরম্ভ কর।'

ইতঃপূর্বেই ঐন্দ্রজালিকদের নামের তালিকা প্রস্তুত হয়ে ছিল, একজন বিশিষ্ট রাজকর্মচারী একে একে তাদের নাম পড়তে লাগল এবং এক একজন যাদুবিদ্ পরপর উঠে দেখাতে লাগল তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ চমকপ্রদ যাদুবিদ্যা।

সত্যিই চোখে ধাঁধা লাগে, দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। অদ্ভুত, অলৌকিক, অবিশ্বাস্য ব্যাপার! এ সব ভোজবাজি হাতের কায়দা, দ্রব্যগুণ না মন্ত্রবল ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারেন না মার্কো পোলো। নিজের চোখে না দেখলে এসব কখনোই বিশ্বাস করতেন না তিনি। তবে কি সত্যই তারা জ্যান্ত মানুষকে মারবে আর মরা মানুষকে বাঁচাবে! নিজের মধ্যে প্রশ্ন করতে লাগলেন মার্কো পোলো। তাহ'লেই তো তাঁর পরাজয়!—হোক তা, কিন্তু এমন ঘটনা না ঘটলে তো আর এ-সব জিনিস জীবনে একসঙ্গে কোনদিনই দেখতে পেতেন না তিনি! অদ্ভুত এই দেশ আর অদ্ভুত এর মানুষরা!

দেখতে দেখতে এই ধরণের নানা চিন্তায় ভ'রে উঠল মার্কো পোলোর মন।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে সভা ভঙ্গ হ'ল। বহু বিচিত্র খেলা দেখা গেল সেদিন। সবই সম্রাটের কর্মচারীরা লিপিবদ্ধ করেছে। কৌশলের বিষয়ও কুশলীদের নাম একটিও বাদ পড়েনি। কেউ দেখিয়েছে, তালাবদ্ধ সিন্দুকের ভেতর থেকে মানুষ উড়িয়ে দেওয়া। কেউ দেখিয়েছে, উড়ন্ত বাটির খেলা—ভিন্ন ভিন্ন খালি পাত্রে, রাজা-মহারাজাদের ইচ্ছানুযায়ী পানীয় পূর্ণ ক'রে, সবার সামনে আকাশপথে সেগুলিকে তাঁদের হাতে পৌঁছে দেওয়া। কেউ একখণ্ড বাদামকে চক্ষের নিমেষে বৃহৎ গাছে পরিণত ক'রে, সেই গাছ থেকে বাদাম পেড়ে খাইয়েছে সকলকে। কেউ একটি জীবন্ত বাজপাখিকে সকলের সামনে খণ্ড খণ্ড ক'রে, আবার তাকে সকলের চোখের সামনেই দিয়েছে উড়িয়ে। আবার কেউ কতগুলি মানুষের কঙ্কাল একত্রিত ক'রে মন্ত্রপূত জলের ছিটে দিয়ে হাঁটিয়েছে সেটিকে! পশ্চিম

BanglaBook.org

দেশের একজন যাদুকর একটি সূক্ষ্ম রজ্জুকে দাঁড় করিয়ে তার উপর মানুষ তুলে তাজ্জব করে দিয়েছে সকলকে।

এইভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরপর চারদিন চলার পর এই অনুষ্ঠান যখন প্রায় শেষ হব হব হয়েছে, তখন সম্রাটের এক আদেশে সকলেই স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। হঠাৎ সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সম্রাট বললেন, 'আমি আপনাদের অলৌকিক কৌশল দেখে অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করেছি এবং তার জন্য আপনাদের উপযুক্ত পুরস্কারও দেব, কিন্তু আসলে যে জন্য আপনাদের এখানে নিমন্ত্রণ করেছি, সেই কথাই এখন বলি শুনুন ঃ আপনাদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকেন, যিনি আমার চোখের সামনে এই মানুষটির জীবনান্ত ঘটাতে পারেন, (কয়েকদিনের মধ্যেই যার ফাঁসি হবে এমন একজন অপরাধীকে দাঁড় করিয়ে) এবং পরে আবার একে বাঁচিয়ে দিতে পারেন, তবেই তাঁকে আমি আমার রাজত্বের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে সম্মানিত করব। শুধু সম্মানিত নয়, ভগবানের অংশস্বরূপ বিবেচনায় তিনি আমার প্রাসাদে আমার চেয়ে উচ্চাসনে বসবার অধিকারী হবেন!'...

—'মারতে পারলেই হ'ল, বাঁচাতে যে হবেই এমন কোন কথা নেই—পারে ভালোই!' মন্ত্রীদের মধ্যে তাউলুং দাঁড়িয়ে উঠে কথা ক'টি বললেন।

—'বেশ বেশ তাতেই হবে, তবে বাঁচাতে পারেন আরো ভালো!' মার্কো পোলো দাঁড়িয়ে উঠে সম্রাটের হয়েই যেন তাঁর কথার উত্তর দিলেন।

সভায় দর্শকদের সকলেই নির্বাক, নিস্তব্ধ! ঐন্দ্রজালিকরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল—তাদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেল। ইতোমধ্যে ফাঁসির আসামীটিকে নিয়ে গিয়ে ডায়েসের উপর দাঁড় করিয়ে দিলে একজন।

—'কই, কোথায় সেই শক্তিমান ব্যক্তি?—নিশ্চয়ই আমাদের দেশে ভগবান-প্রেরিত এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁর কাছে এ-কাজ অতি তুচ্ছ—অবশ্য তিনি যদি অহেতুক অপর জনের প্রাণনাশের পাপ গ্রহণ করেন তবেই!' এবার আরো একটু এগিয়ে গিয়ে তাউলুং জোরের সঙ্গে কথাগুলো বললেন।

—'সম্রাটের আদেশে সব কিছুই করা সম্ভব। তাছাড়া যিনি মন্ত্রবলে অপরের প্রাণনাশ করতে পারবেন, প্রাণদান করাও তাঁর পক্ষে কিছু কষ্টকর হবে না।' তাউলুং-এর কথার উত্তর দিলেন মার্কো!

ইত্যবসরে মার্কোর অসাধারণ ভক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য দামরুণ এসে মার্কোর কানে কানে কি একটা খবর দিয়ে গেল। খবরটা শুনেই মার্কো চিন্তিত হয়ে পড়লেন। চুপিচুপি দামরুণকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু ঐ অপরাধী বিষ খেতে রাজি হ'ল কেন?'

—'কেন হবে না, বলুন? ও তো জানে আর ক'দিনের মধ্যেই ওর ফাঁসি হবে, অতএব মরতে আর ভয়টা কিসের! তাছাড়া তাউলুং-এর দল ওর পরিবারকে যে টাকা দিয়েছে, তাতে সারাজীবন ওদের সুখেই কেটে যাবে।'

—'আচ্ছা, বিষটা আছে কার কাছে?'

BanglaBook.org

—'এতক্ষণ তাউলং-এর কাছেই ছিল, এইমাত্র উনি সেটাকে চালান করেছেন।'

—'কার কাছে?'

—'যে ওর জীবনান্ত ঘটাবে ব'লে সাহস ক'রে দাঁড়াবে, তার কাছেই।'

—'কিন্তু অন্য কেউও তো এই কাজ করতে এগিয়ে আসতে পারে?'

—'তা যদি পারত ইতোমধ্যেই উঠে দাঁড়াত।' দামরুণ যুক্তি দেখাল।

মার্কো ও দামরুণের মধ্যে অতি গোপনে যখন এই সব কথা হচ্ছে, ঠিক সেই সময় চান্দুর একজন কেশোমিন সম্প্রদায়ের আধ-বুড়ো লোক দাঁড়িয়ে উঠে সম্রাট্ ও সভাসদদের সম্বোধন ক'রে বললে, 'সম্রাট্, আপনার সুবিস্তৃত মঙ্গোলিয় সাম্রাজ্যের মধ্যে এই দৈব-বিদ্যার অধিকারী আমিই। আমাকে আপনারা এযাবৎ অবজ্ঞা করেই এসেছেন, এবং আপনার এই নবাগত প্রিয় ব্যক্তি আমাদের সম্প্রদায়ের কয়েকজনকে বন্দী ক'রে অপমানও করেছেন যথেষ্ট, কিন্তু আজ সেই অপমানের প্রতিফল এই সভাতেই ওঁকে পেতে হবে—অপমানিত হ'তে হবে উপস্থিত জনসাধারণের সামনে!—এস, এগিয়ে এস বন্ধু, (ফাঁসির আসামীটির দিকে লক্ষ্য ক'রে)—তুমি ভগবানের দাস, ভগবানের কাছেই আবার পাঠিয়ে দিই তোমায়। ফাঁসির হাত থেকে অন্ততঃ তুমি তো রক্ষা পেলে এ-যাত্রা!'—তার শেষ দিকের কথায় মন্ত্রীদের সকলেই গলা-ছেড়ে একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল।

—'না, এগিয়ে যাওয়া হবে না; যা কিছু করতে হবে তোমায় ওখান থেকেই,—ও থাকবে এখানে আমাদের কাছে এবং তুমি থাকবে ওখানে ঐন্দ্রজালিকদের আসনে।' সম্রাট্ নিজেই এবার মুখ খুললেন।

—'তা কি ক'রে হয়, এ সবের নানা প্রক্রিয়া আছে তো? আর সে সব ওকে ছুঁয়েই করতে হবে!' আধ-বুড়ো লোকটা বলে উঠল।

—'আচ্ছা, তুমিই এগিয়ে এস তা'হলে।' মার্কো বহুক্ষণ চুপ করে থাকার পর কথা বললেন। অনেক কথাই ভাবছিলেন তিনি। নিকোলো ও মেফিয়ো কাঠ হয়ে বসে আছেন। রাজারাজড়াদের কাছে এ-ব্যাপারে কি-ই বা বলবার আছে তাঁদের।

লোকটা হরেক রকমের কাঁথা-কম্বল জড়িয়েছে গায়ে। সকলের দৃষ্টিই তখন একবার তার দিকে আর একবার অপরাধীর দিকে ঘোরা-ফেরা করছে।

লোকটা ক্রমশঃ ইড়িং-বিড়িং মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে এগিয়ে এলো।

অপরাধীর কাছাকাছি আসতেই মার্কো পোলো চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওর সারা দেহ একবার তল্লাশ করার প্রয়োজন, সম্রাট্!' কথাটা বলেই তিনি আড়চোখে তাউলুং-এর দিকে দেখে নিলেন একবার।

—'বেশ, তা'তে আর আপত্তির কি থাকতে পারে!' উত্তরে সম্রাট্ বললেন।

মার্কো নিজেই এগিয়ে গিয়ে তার আপাদমস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করলেন কয়েক মিনিট ধরে। কিন্তু একি—কোথায় সেই বিষ! লুকোল কোথায়! তবে কি দামরুণ মিথ্যে বললে। এও তো কম অপমানের ব্যাপার নয়! তাহ'লে কি সত্যিই লোকটা

BanglaBook.org

ওকে মন্ত্রবলে মারবে নাকি! এই সব ভাবতে ভাবতে মার্কো যখন পরীক্ষা প্রায় শেষ ক'রে এনেছেন, তখন কে যেন পাশ থেকে চাপা-গলায় বলে উঠল, 'মুখে দেখুন...ওর মুখের মধ্যে!'

মার্কো পোলো ওর কাছ থেকে কয়েক হাত সরে এসেছিলেন তখন। দামরুণের গলার আওয়াজে আর এক মুহূর্তও নষ্ট না ক'রে, লাফিয়ে গিয়ে, তিনি এক হাতে লোকটার মুখ চেপে ধরলেন এবং আর এক হাতে ধরে ফেললেন তার দুটো হাত।

তাউলুং-এর দলের সবাই হাঁ হাঁ ক'রে উঠল। দর্শকরাও তখন উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠেছে অনেকে। উত্তেজনার পরিস্থিতি বই কি!

মুখের বিষ গলাধঃকরণ করা মানেই মৃত্যু! অথচ মুখে এমন একটা জিনিস কতক্ষণই বা রাখা যায়? বেচারার অবস্থা তখন অত্যন্ত সঙিন!

—'বার করো মুখে যা আছে তোমার।' মার্কো লোকটাকে ধমক দিয়ে উঠলেন।

ঘটনাটা যে এতদূর গড়াতে পারে সম্রাট্ তা ধারণাই করতে পারেননি। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রহরীদের আদেশ করলেন ওকে বেঁধে আনার জন্য। সম্রাটের পাশ থেকে তাউলুং ও তাঁর দলীয় মন্ত্রীরা উঠে পড়েছেন তখন। সেদিকে নজর পড়তেই সম্রাট্ তাঁদের বসতে ইঙ্গিত ক'রে বললেন, 'আপনারা উঠবেন না, বসুন—ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আমাদের দেখা দরকার।'

অপরাধী লোকটি এতক্ষণ কাঁপছিল ডায়েসের উপর। মার্কো তাকেও নিয়ে গেলেন সম্রাটের কাছে। দামরুণও এগিয়ে এলো সেইখানে। সমস্ত ব্যাপারটা প্রত্যেকের কাছেই জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল দামরুণের উক্তিতে। কেশোমিন সম্প্রদায়ের লোকটি তার অপরাধ স্বীকার করল! ফাঁসির জন্য নির্দিষ্ট আসামী লোকটিও টাকার কথা বলতে কুণ্ঠিত হ'ল না। দেশসুদ্ধ লোকের কাছে তাউলুং-এর সমস্ত ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেল। সম্রাট্ আদেশ দিলেন ওদের সকলকেই বন্দী করতে।

এই চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির শেষ দিকে সম্রাট্ কুবলাই খাঁ নিজেরই একটি ছোট বক্তৃতায় ঘটনার আগাগোড়া সমস্ত বিষয়টি সভার সকলের কাছে বর্ণনা করলেন। এর পর তাঁর রাজ্যে কোন সম্প্রদায়ের কোন লোক কোন অজুহাতে আহার্য হিসাবে নরমাংস গ্রহণ করতে পারবে না, এবং করলে তার শাস্তি হবে প্রাণদণ্ড, এই কথা ঘোষণা করলেন। এই প্রসঙ্গে মার্কোদের সম্পর্কে তিনি সমবেত জনসাধারণের কাছে অনেক প্রশংসা করলেন এবং দেশ থেকে এই কু-প্রথা দূর করার প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী হিসাবে মার্কোকে নূতন পদমর্যাদা দান করলেন। সম্রাটের এই ঘোষণায় সভার সকলেই উচ্চৈঃস্বরে 'জয় মার্কোর জয়...জয় পোলোদের জয়!' বলে জয়ধ্বনি করতে লাগল। তারপর এই সভাতেই তিনি উপস্থিত ঐন্দ্রজালিক ও যাদুকরদের ভোজবিদ্যার পারদর্শিতা অনুযায়ী নানা ধনরত্ন উপঢৌকন দিয়ে সম্মানিত করলেন।

———

BanglaBook.org

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ব্যর্থ প্রতিশোধ ও তাউলুং-এর ফাঁসি

সাধারণতঃ কুবলাই খাঁ বৎসরের তিন মাস অর্থাৎ জুন, জুলাই, অগস্ট থাকতেন চান্দুতে কিপিংফুর প্রাসাদে, তারপর শীত একটু বেশি পড়লেই চলে যেতেন রাজধানী কাম্বালুতে। অনেকের মতে বর্তমান চীনের পিকিং শহরই পুরাকালে কাম্বালু নামে পরিচিত ছিল।

সেবার কাম্বালুতে গিয়েই সম্রাট্ তাঁর রাজকার্যের সমূহ গোপনীয় দপ্তর মার্কোর হাতে তুলে দিলেন এবং তাঁকে তাঁর নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের অন্যতম প্রাধানমন্ত্রীর পদে সম্মানিত করলেন।

মার্কোও কোন বিষয়ে পেছপাও হবার লোক ছিলেন না। অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে তিনি সাম্রাজ্যের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় থেকে জটিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পর্যন্ত এমন সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে লাগলেন যে, দেশের প্রত্যেকেই তাঁর ভূয়সী প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

বছরের পর বছর তিনি চীন সাম্রাজ্যে ও তার বাইরে তাতার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশগুলিতে নানা কাজে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যেখানেই যে কাজে তাঁকে পাঠানো হোত, তিনি তা সমাধান ক'রে আসতেন অত্যন্ত সুশৃঙ্খলায়। প্রত্যেক স্থানের বৈশিষ্ট্য, বিষয়গুলির মীমাংসার বিবরণ, তিনি লিপিবদ্ধ ক'রে এনে এমনভাবে সম্রাট্‌কে বুঝিয়ে দিতেন যে, সম্রাট্ তা পাঠ করে মার্কোর বুদ্ধিমত্তার তারিফ না ক'রে পারতেন না।

ইতঃপূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে সময় তাতার সাম্রাজ্যের ছোট ছোট প্রদেশগুলিতে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত; একজন সুবিধা পেলেই সৈন্যসামন্ত নিয়ে, অপরজনের দেশ জয় করে, সম্রাটের কাছে খবর পাঠিয়ে দিত, কোন্ কোন্ দেশগুলি এখন তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত হয়েছে এবং সম্রাটের সম্মানস্বরূপ সেই সঙ্গে প্রভূত ধনরত্নও পাঠিয়ে দিত তাঁর রাজকর হিসাবে। প্রাচীন প্রথানুযায়ী সম্রাট্‌ও তা গ্রহণ ক'রে, স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে তাঁকেই বিজিত দেশগুলির মালিক সাব্যস্ত ক'রে, বাজপাখি-চিহ্নিত সোনার পাতে লেখা স্বীকার-পত্র পাঠিয়ে দিতেন।

তাতারীয় যোদ্ধারা ছিল অত্যন্ত বলশালী ও কষ্টসহিষ্ণু। ঘোড়ায় চড়ে, তীরধনুক, সড়কি, বল্লম বা শাণিত খড়্গ নিয়ে, বিপুল বিক্রমে

BanglaBook.org

শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত তারা জীবনের আশা ত্যাগ ক'রে। যে-কোন যুদ্ধে প্রত্যেক যোদ্ধাই এই পণ ক'রে বেরুত যে, হয় তারা ফিরে আসবে জয়ী হয়ে, না হয় যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন দেবে। অনেকের ধারণা বর্তমান রাশিয়ার বিখ্যাত কশাক সৈন্যদের শিরায় আজও সেই রণমত্ত তাতারদের রক্ত ব'য়ে চলেছে।

মার্কো পোলো এই তাতার সৈন্যদের মধ্যে বহু পরিবর্তন এনেছিলেন এবং নিজে একজন বিশিষ্ট যোদ্ধা না হলেও, নিজের বুদ্ধিমত্তায় যুদ্ধ-বিগ্রহের বহু কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলেন তাতার সৈন্যদের। যার ফলে, কয়েক বছরের মধ্যেই সামান্য মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে একবার তিনি একটি ছোটখাট যুদ্ধে অসাধারণ যুদ্ধ-কৌশলের পরিচয় দিয়ে সম্রাট্‌কে আশ্চর্য ক'রে দিয়েছিলেন এবং নিজেও এক ভীষণ ষড়যন্ত্রের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন অদ্ভুতভাবে।

ঘটনাটা বলি শোন

কিয়াংনান প্রদেশের তখন তিনি গবর্নর, ইয়াং চাউ ফু শহরে তাঁর প্রধান আস্তানা। এখানকার সদর কাছারি থেকেই এই প্রদেশের শাসনকার্য পরিচালনা হ'ত। পিকিং থেকে শানসি, সেনসি ও জেচোয়ানের ভেতর দিয়ে ছ'মাসের দীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে চীনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কিয়াংনান (বর্তমানের ইউনান) প্রদেশে এসে, তখনকার সময়ে একজন বিদেশীর পক্ষে রাজ্যশাসন করা কম সাহস ও বুদ্ধি-বিবেচনার পরিচয় ছিল না! কিন্তু একজন বিদেশী শাসকের শাসনে কিয়াংনানের প্রজারা সন্তুষ্ট হলেও, পাশের দেশ চোয়ানবেনের হিংসুটে শাসনকর্তা তাঁর শত্রু হয়ে ওঠেন, এবং একদিন অতর্কিতে কিছু সৈন্য পাঠিয়ে ইয়াং নিং আক্রমণ করেন। মার্কোর হাতে সৈন্য-সামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র যে খুব বেশি ছিল না, এ-খবর চোয়ানবেনের শাসনকর্তা ইতঃপূর্বেই জানতে পেরেছিলেন—মার্কোর পরম শত্রু তাউলুং-এর কাছ থেকে।

কেশোমিনাদের ঘটনার পর দীর্ঘ প্রায় দশ বছর কেটে গেছে। তাউলুংকে আট বছর বন্দী রাখার পর সম্রাট্ তাঁকে তাঁর স্বদেশ চোয়ানবেনে বিতাড়িত করেন। কিয়াংনানে মার্কো এসেছেন শুনে, তাউলুং চোয়ানবেনের শাসনকর্তকে মার্কোর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেন—তাঁকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু মার্কোর ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তিনি তাঁর মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সৈন্য নিয়ে নিজেই এগিয়ে যান ইয়াং নিং-এর দিকে। ইয়াং নিং পর্বতের পাদদেশে টাকিং নদী। সেইখানে তিনি তাঁর শিবির স্থাপন ক'রে, বিভিন্ন সঙ্কীর্ণ গিরিপথে কয়েকদল পদাতিক সৈন্যকে শত্রুসৈন্যের পশ্চাদপথ আক্রমণের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। বাকি অশ্বারোহী কয়েকদলকে নিয়ে নিজে সম্মুখযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন। সম্রাটের নিকট

BanglaBook.org

সংবাদ পাঠানো বা শানসির সৈন্যাধ্যক্ষের কাছ থেকে নতুন ক'রে রণসম্ভার আনানোর তখন আর সময় ছিল না। কয়েকদিন পর্বতগাত্রে তুমুল যুদ্ধ চলল। মার্কোর সৈন্যরা শত্রুর অপেক্ষাকৃত অধিক সৈন্যের সঙ্গে দিনরাত লড়াই ক'রে তাদের অগ্রগতিকে বাধা দিতে লাগল। কিন্তু এদিকে ইয়াং নিং-এর উত্তরে সমস্ত যুদ্ধকে সীমাবদ্ধ ক'রে, অত্যন্ত গোপনে তাউলুং অন্য পথে এগিয়ে আসছিলেন মার্কোর প্রধান শিবিরের দিকে। মার্কোর শিবির তখন টাকিং নদীর তীরবর্তী এক জঙ্গলের মধ্যে। তাউলুং যে এই যুদ্ধে বিপক্ষের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেছেন প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য, তা মার্কো ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেননি।

টাকিং নদী অতিক্রম ক'রে তাউলুং একজন গুপ্তচরকে মার্কোর গোপন শিবিরের সন্ধানে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু ভাগ্যবিপর্যয়ে তাউলুং-এর সমস্ত চালই বেফাঁস হয়ে গেল এই গুপ্তচরের বিশ্বাসঘাতকতায়।

মার্কোর গুপ্ত-আস্তানা খুঁজে বার করে তাউলুংকে খবর দেবার দুঃসাহসিক ভার স্বেচ্ছায় যে গ্রহণ করেছিল, সে আর কেউ নয়,—কেরম্যানের পথে দস্যুদল কর্তৃক অপহৃত মার্কোদের বিশ্বস্ত ভৃত্য কুল্লাউ। দস্যুরা তাকে সিনকিয়াং-এর দাস-ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রী ক'রে দেয়। সিনকিয়াং থেকে কোকোনর এবং কোকোনর থেকে হাত-বদল হ'তে হ'তে কুল্লাউ চোয়ানবেনের শাসনকর্তার সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হয়। তাউলুং-এর মুখে মার্কোর কথা শোনা অবধি তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে কুল্লাউ-এর উৎসাহের অবধি ছিল না। কিন্তু বর্তমান অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সে এ-সম্বন্ধে কোন কথাই কারুর কাছে প্রকাশ করেনি এতদিন। মার্কোকে এই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে কি ক'রে রক্ষা করা যায়, এই ছিল তার তখন একমাত্র চিন্তা। তাউলুং-এর কাছে সে এমন ভাব দেখায় যে, নিজের হাতে মার্কোকে হত্যা করতে পারলে তবেই সে তার জীবন সার্থক মনে করবে, এবং এই ভাব দেখানোর ফলেই, অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সে তাউলুং-এর অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত এই কাজে তাউলুং তাকেই উপযুক্ত বিবেচনা ক'রে পাঠিয়ে দেয় মার্কোর সন্ধানে।

সে রাত্রে মার্কোর মোটেই ঘুম আসছিল না। একদিকে যুদ্ধের দুর্ভাবনা ও সম্রাটের সম্মানরক্ষা এবং অপরদিকে দীর্ঘদিন নিকোলো ও মেফিয়োর সঙ্গে দেখা না হওয়া, প্রভৃতি কারণে তাঁর মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়েছিল। তাঁবুর মধ্যে একটা কাঠের চৌকির ওপর ব'সে, চামড়ার উপর আঁকা পশ্চিম চীন-সীমান্তের মানচিত্র দেখছিলেন তিনি। হঠাৎ তাঁর কানে কয়েকজন প্রহরীর কোলাহল এসে পৌঁছল। তিনি মানচিত্র রেখে যেই তাঁবুর বাইরে আসবার

BanglaBook.org

জন্য উঠেছেন, অমনি দেখেন, চার-পাঁচজন প্রহরী একজন বেঁটে বুড়ো লোককে টানতে টানতে তাঁর দিকেই নিয়ে আসছে।

—'কে...ও?' চিৎকার ক'রে উঠলেন মার্কো পোলো।

—'শত্রু! আত্মগোপন ক'রে জঙ্গলের পথে তাঁবুর দিকে আসছিল।' জনৈক প্রহরী উত্তর দিল।

—'আদেশ করুন...এখানেই গর্দান নিই!'...অপর একজন প্রহরী সোজা ক'রে দাঁড় করিয়ে দিল কুল্লাউকে তাঁবুর মধ্যে এনে।

কুল্লাউ এতক্ষণ কিছুই বলেনি। তাঁবুর মধ্যে এসে, অশ্রুসজল চোখে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে সে কেবল চেয়ে রইল মার্কোর মুখের দিকে। লক্ষ্য করলে তাঁর অদ্ভুত পরিবর্তন। সেই পনেরো-ষোল বছরের ছেলে মার্কোর চোখে-মুখে-দেহে কি অদ্ভুত অপূর্ব পরিবর্তনই না এসেছে! তিনি আর সে মার্কো নেই আজ! প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তর দিতে একদিন যে কুল্লাউ অতিষ্ঠ হয়ে যেত—তবুও যে বালকের কোমল মুখের লাবণ্য আর মিষ্টি কথা তাকে ভুলিয়ে দিত সমস্ত পরিশ্রম ও পথকষ্ট, আজ তাঁরই দিকে চাইতে কুল্লাউয়ের বেশ ভয় করছে। তিনি এখন আর বালক নন, এক বিরাট পুরুষ! মুখে তাঁর বলিষ্ঠ গাম্ভীর্য, চোখে তাঁর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা—পোশাক-পরিচ্ছদ ও আদব-কায়দায় একেবারে তাতারীয় শাসনকর্তা!

প্রহরীদের কি একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ মার্কো পোলো যেন চমকে উঠলেন। উত্তেজনার মুখে তিনি বলে ফেললেন, 'কে তুমি—কে, কুল্লাউ? বেঁচে আছ এখনো!'

কুল্লাউ-এর চোখ দিয়ে টস টস করে জল গড়িয়ে পড়ছে তখন। মার্কোর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল সে। বললে, 'প্রভু! আপনার জীবনরক্ষার জন্যই আপনার দাস এখানে ফিরে এসেছে আবার...আর এক মুহূর্ত দেরি না, আজ রাত্রেই তাউলুং-এর শিবির আক্রমণ করুন...তা না হলে বিপদ অনিবার্য।...ওরা আপনার অত্যন্ত নিকটে এসে পড়েছে!'...

—'তাউলুং!...সে কোথা থেকে এলো এর মধ্যে? আর তুমিই বা এখানে এলে কি ক'রে?'

তখন কুল্লাউ সমস্ত ব্যাপারটা সংক্ষেপে মার্কোর কাছে খুলে বললে। তারপর তাউলুং-এর অবস্থানের সংবাদ এবং কোন্ পথে কি ভাবে আক্রমণ করলে তাকে বন্দী করা সহজ হবে, তার সমস্ত গুপ্ত-সন্ধান কুল্লাউ দিয়ে দিল মার্কোর কাছে।

এরপর যা ঘটল তা সহজেই অনুমান করা যায়। সেই রাত্রেই মার্কো পোলোর একদল অশ্বারোহী সৈন্যের হাতে তাউলুং বন্দী হলেন এবং সেই সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই চোয়ানবেনের সমস্ত সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে

BanglaBook.org

পড়ল। মার্কো পোলোর সৈন্যরা তাদের তাড়া ক'রে চোয়ানবেনের ভিতর প্যাংটেশালা ও জারকালো পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গেল।

তাউলুং-এর বন্দী হওয়া ও চোয়ানবেনের শাসনকর্তার পরাজয়ের কাহিনী কয়েকদিনের মধ্যেই এখানকার চারিদিকে যেমন ছড়িয়ে পড়ল, তেমনি মার্কো পোলোর গৌরবও বৃদ্ধি পেল বহুগুণ।

সগৌরবে এখানে আরো কিছুদিন শাসনকার্য পরিচালনা করার পর মার্কো পোলো আবার সদলবলে যাত্রা করলেন পিকিং-এর পথে। তাউলুংকে এই সঙ্গে বন্দী ক'রে আনতেও ভুললেন না তিনি।

সম্রাটের কাছে এর আগেই চোয়ানবেনের বিদ্রোহ ও তাউলুং-এর ষড়যন্ত্রের খবর পৌঁছেছিল। মার্কো পোলো আসার পর এক বিরাট ভোজে সম্রাট্‌ তাঁকে সম্বর্ধিত করলেন এবং সর্বসমক্ষে ফাঁসি দিলেন তাউলুংকে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিদায়ের পালা

তাউলুং-এর ফাঁসির পর তার দলীয় লোকেরা যদি মার্কো পোলোর জীবননাশের চেষ্টা করে, সেজন্য নিকোলো ও মেফিয়ো দু'জনেই অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাছাড়া সুদীর্ঘ পনেরো-ষোল বছর তাঁরা আজ বাড়ির বাইরে, কিছুদিন থেকে মনও তাঁদের বাড়ির দিকে টানছিল খুব বেশি। মেফিয়ো একদিন সুযোগ মত মার্কোকে সম্রাটের কাছে তাঁদের দেশে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব পাড়তে বললেন।

নিকোলো অত্যন্ত বুড়ো হ'য়ে পড়ায় সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন তাঁর কাজ থেকে। সম্রাটেরও বয়স হয়েছে; এর পর তিনি যদি একদিন হঠাৎ মারা যান, তাহ'লে তাঁদের হয়ত দেশে ফেরাই দুরূহ হয়ে পড়বে!

নোট ছাপার জটিল কাজ হাতে নেবার পর, সে ব্যাপারে নিকোলো প্রচুর উন্নতি দেখিয়েছিলেন। আগে কাম্বালুতে তুলো ও মালবেরি গাছের মণ্ড থেকে যে অপরিষ্কৃত নোট তৈরি হ'ত আজ তা নিকোলোর অক্লান্ত পরিশ্রমে বহুল পরিমাণে পরিষ্কৃত হয়েছে। দেশের সব জায়গায় আগে লোকে সোনা-রুপো ছাড়া, বেচা-কেনার ব্যাপারে যা গ্রহণ করত না, এখন সেই নোটই নিকোলোর বাহাদুরিতে চলছে দেশের সর্বত্র। এর জন্য পারিশ্রমিক ছাড়াও নিকোলো সম্রাটের কাছ থেকে যা পুরস্কার পেয়েছেন, তাতে বংশ-পরম্পরায় তাঁদের আর কিছু ক'রে খেতে হবে না।

বিভিন্ন কাজ থেকে মেফিয়োও প্রচুর ধন-সম্পদ জমিয়েছেন। সোনাদানার চেয়ে হীরা-জহরতাদির দিকেই ছিল তাঁর বিশেষ ঝোঁক। বাছা বাছা হরেক রকমের মণি-মুক্তায় একটা সিন্দুক বোঝাই হয়ে গেছে তাঁর। তার প্রতি খোপের কোনটায় মানিক, কোনটায় ইন্দ্রনীল, কোনটায় হীরা, কোনটায় পান্না,—এ শুধু নবরত্ন নয়, বহু রত্নেরই ভাঁড়ার ছিল এই আবলুশের সিন্দুকটা! কত লক্ষ টাকা যে তার দাম, তার হিসাব করাই যায় না! কি ক'রে এখন ভালোয় ভালোয় এই সব নিয়ে মেফিয়ো দেশে ফিরবেন, এই ভাবনাই ভাবছিলেন তিনি সবচেয়ে বেশি। যক্ষের ধনের মত রোজই তিনি একবার ক'রে ঐ মণিমাণিক্যগুলি নেড়ে-চেড়ে দেখতেন আর ভাবতেন—

BanglaBook.org

এত কষ্ট সহ্য ক'রে, জীবন হাতে নিয়ে, এশিয়ার মধ্যে এই দূর দেশে যদি তাঁরা না আসতেন, তা'হলে কোনদিন কি ভাগ্যলক্ষ্মী এমন ক'রে মুখ তুলে চাইতেন তাঁদের দিকে!

কিন্তু এখন দেশের কথাই মনে পড়তে লাগল তাঁদের বেশি ক'রে।

মার্কো পোলো পারিশ্রমিক হিসাবে কিছুই নিতেন না সম্রাটের কাছ থেকে। তাঁর ছিল শুধু কাজ, কাজ আর কাজ। বিপদের মধ্যে, জটিল সমস্যার মধ্যে ছিল তাঁর অসাধারণ ধৈর্য এবং এই সবের মধ্যেই তিনি ডুবে থাকতে ভালো বাসতেন—কোন কিছুতেই পিছিয়ে যেতেন না।

সম্রাটেরও সমস্ত ভালোবাসা গিয়ে পড়েছিল মার্কোর উপর। নিজের স্ত্রী, পুত্র ও ভাইদের তিনি যা বিশ্বাস করতেন, মার্কোকে করতেন তার চেয়ে ঢের বেশি। মার্কো কয়েকদিন চোখের আড়াল হ'লে, দু'দিন মার্কোর শরীর খারাপ হ'লে, অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করতেন কুবলাই খাঁ এবং সময় সময় এমন অনেক কাণ্ড ক'রে বসতেন যা সভাসদ্ বা পরিবারের অনেকের কাছেই হাস্যকর হয়ে উঠত।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও, বাবা ও কাকার ইচ্ছামত একদিন দেশে ফেরার কথাটা মার্কো সম্রাটের কাছে পেড়ে বসলেন। কয়েকদিন মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে একদিন সান্ধ্য-ভোজের পর অত্যন্ত নিরিবিলিতে মার্কো তার বাপ-খুড়োর মনের কথা ব্যক্ত করলেন।

মার্কোর মুখে এ-কথা শোনা মাত্র সম্রাট একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়লেন এবং বিশ্বাসই করতে চাইলেন না যে, এ কথা সত্যি। তিনি একটু হাসতে হাসতে বললেন, 'বলতে সাহস হ'ল তোমার এ-কথা?—কোথায় যাবে তোমরা? এই তো তোমাদের দেশ, এই সব প্রাসাদ-অট্টালিকা এ-সবই তো তোমাদের—এ-সব ছেড়ে তোমরা যাবে কোথায়? এই বুড়োকে ফেলে যেতে তোমাদের ইচ্ছে হয়?—না, তা হয় না মার্কো,—কিছুতেই হয় না!'

সম্রাটের কথায় মার্কোর চোখ জলে ভরে গেল। তিনি চোখের জল মুছে বললেন, 'সম্রাট্, আমরা আপনার সেবক, আজন্মের দাস। এতদিন যে আপনার সেবা করতে পেরেছি এই আমাদের পরম সৌভাগ্য! আপনি যা আমাদের করেছেন, দিয়েছেন—আপনার দয়া মহানুভবতা আপনার কাছে থেকে উপলব্ধি করার চেয়ে দূরে গেলে আমরা উপলব্ধি করব আরো বেশি ক'রে! তাছাড়া ইউরোপের লোকই বা আপনার সমূহ খবর জানবে কি ক'রে—আমরা যদি না গিয়ে তাদের কাছে তা প্রচার করি, জানাই!...'

—'না না মার্কো! এখন তা জানাবার প্রয়োজন নেই। আমি নিজেই একদিন

BanglaBook.org

তোমাদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে যাব—বিপুল বিক্রমে,—বিজয়ী বীরের মত! চেঙ্গিস খাঁর বংশধর আমি...আলেকজান্দারের নাম শুনেছ?'

কথাগুলো বলতে বলতে সেই পুরুষসিংহ কুবলাই খাঁর চোখ দুটো উজ্জ্বল, বিস্ফারিত হয়ে উঠল। হাতটা সামনের দিকে তুলে ধরে তিনি আবার বললেন, 'তার চেয়ে আমি কিছু কম নই। এদেশ ছাড়িয়ে চলে যাব আমরা ইউরোপের মধ্যে—সেখানের মসনদে নিয়ে গিয়ে বসাব তোমায়—এমনি ক'রেই চিরদিন থাকবে না তুমি! তাছাড়া তুমিও তো যোদ্ধা কম নও—তোমাকে পাশে পেলে আমি দিগ্বিজয় করব...না না, এখন কছুতেই তোমাদের যাওয়া হয় না।'...

মার্কো আর কথা কইতে পারলেন না। সেদিন চুপ করেই সম্রাটের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলেন তিনি।

এর পর বৃদ্ধ নিকোলো ও মেফিয়োর অনুনয়-বিনয় চলতে লাগল সম্রাটের দরবারে। যতবারই তাঁরা নানান-যুক্তি দেখান, ততবারই সম্রাট্‌ তা খণ্ডন ক'রে দেন নানাভাবে।

কিছুদিন এই ভাবে চললো। ক্রমশঃ সকলেই যখন তাঁরা ফেরার ব্যাপারে প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছেন, সেই সময় এক অপ্রত্যাশিত কারণে তাঁদের মুখে হাসি ফুটে উঠল—বাতাস বইলো পোলোদের অনুকূলে।

সম্রাটের সম্পর্কীয় এক ভাইপো ছিলেন পারস্যের আরগন খাঁ। তাঁর পত্নী ছিলেন চেঙ্গিস খাঁর পুত্র যজাতির কন্যা। তাঁর নাম বলগান খাতুন। ১২৭৭ সালে সেই বলগান খাতুন দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে আরগনকে তিনি এই শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন যে, তাঁর অবর্তমানে, তাঁর স্থানে একমাত্র তাঁর বংশের সবচেয়ে নিকট আত্মীয় কোন মেয়ে ছাড়া আর কেউই এদেশের রাজমহিষীর আসন অধিকার করতে পারবে না। আর সেই মেয়েও বেছে দেবেন, তাতার সাম্রাজ্যের সর্বময় অধীশ্বর সম্রাট কুবলাই খাঁ।

স্বর্গত রানি বলগানের মৃত্যুকালের এই অনুরোধ আরগন ঠেলতে পারেননি, অথচ বংশরক্ষার জন্যে বিবাহেরও তাঁর প্রয়োজন। এই অবস্থায় সম্রাটের কাছে তিনি তিনজন সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারীকে পাঠান, উপযুক্ত পাত্রী নির্বাচন ক'রে এদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেবার জন্য।

সুদীর্ঘ স্থলপথ অতিক্রম ক'রে একদিন আরগনের ঐ সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারীরা কাম্বালুতে এসে পৌঁছলেন। সম্রাট্‌ তাঁদের রাজকীয় সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন এবং সামান্য কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর বংশের কোগাতিন নামক অপূর্ব সুন্দরী এক ষোড়শী যুবতীকে আরগনের পত্নী হিসাবে উপযুক্ত স্থির ক'রে, তাদের সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

BanglaBook.org

মার্কো সে সময় কাম্বালুতে ছিলেন না। সম্রাটের আদেশে সমুদ্রপথে পূর্ব-দ্বীপপুঞ্জের দিকে গিয়েছিলেন এক বিশেষ প্রয়োজনে। কোগাতিনের ইচ্ছা ছিল মার্কো ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে তবে তিনি যান। কিন্তু আরগনের অসুবিধার কথা চিন্তা ক'রে তাঁর কর্মচারীরা আর বৃথা সময় নষ্ট করতে চাইলেন না। যে-পথে তাঁরা এসেছিলেন, একদিন সেই পথেই আবার পারস্যের দিকে তাঁরা যাত্রা করলেন।

সেটা ১২৮৯ সালের মাঝামাঝি। সে সময় ট্রান্সঅক্সিয়ানার ছোট একটি প্রদেশে যজাতির এক বংশধরের সঙ্গে কুবলাই-এর এক ভায়ের তুমুল যুদ্ধ চলেছে। কোগাতিনকে নিয়ে আরগনের সম্ভ্রান্ত কর্মচারীরা আট মাসের দীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে তখন এইস্থানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু এই যুদ্ধের মধ্যে মূল্যবান ধনরত্ন ও সুন্দরী রাজকুমারীকে নিয়ে আর বেশি দূর অগ্রসর হওয়া সমীচীন হবে না ভেবে, ওখান থেকে তাঁরা আবার ফিরে এলেন কাম্বালুতে সম্রাটের প্রাসাদে।

মার্কোও ইতিমধ্যে ফিরে এসেছিলেন। স্থলপথে এইসব যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা শুনে, তিনি আরগনের প্রেরিত লোকদের সমুদ্রপথে পারস্য যাবার কথা সম্রাটের কাছে উত্থাপন করতে বললেন। মার্কোর কথায় তাঁরা আশান্বিত হলেন বটে, কিন্তু কোগাতিন মার্কোকে সঙ্গে না নিয়ে সমুদ্রপথে যেতে রাজি হলেন না। এ অবস্থায় তাঁরা সম্রাটের কাছে গিয়ে সমুদ্রপথেই পারস্য যাবার কথা উত্থাপন করলেন এবং মার্কোকেও তাঁদের সঙ্গে পাঠাবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

মার্কো পোলো সম্প্রতি এই পথের বহুদূর পর্যন্ত অতিক্রম করে এসেছেন, কাজেই পথ-প্রদর্শক হিসাবে তিনি সঙ্গে থাকলে তাঁদের কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকবে না এই মতও তাঁরা ব্যক্ত করলেন সম্রাটের কাছে।

সম্রাট্ কুবলাই খাঁ তখন এদের নিয়ে সত্যিই মুস্কিলে পড়েছিলেন। একদিকে একজন রূপসী অল্পবয়সী মেয়েকে বিপদের মুখে ছেড়ে দেওয়া যেমন তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, অপর দিকে তেমনি ভাইপোর অনুরোধ তাঁর মত লোকের পক্ষে যেমন ক'রে হোক রক্ষা করা উচিত ভেবে, তিনি শেষ পর্যন্ত আরগনের প্রেরিত প্রতিনিধিদের কথায় সম্মত হলেন। জলপথেই তাঁদের যাওয়া স্থির হ'ল এবং কোগাতিনের অনুরোধে নিকোলো ও মেফিয়োকেও সম্রাট্ তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে এই সঙ্গে যাবার অনুমতি দিলেন।

কিন্তু মার্কো, নিকোলো ও মেফিয়ো তিনজনকেই সম্রাটের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হ'ল যে, কোগাতিনকে নিরাপদে পারস্যে পৌঁছে দিয়ে,

BanglaBook.org

দেশের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করেই আবার তাঁরা এখানে ফিরে আসবেন যত শীঘ্র পারেন।

*

সমুদ্রযাত্রার বিরাট আয়োজন ঠিক হয়ে গেল অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই। কোগাতিনের সঙ্গে মার্কোদের বিদায়ের সংবাদে রাজ-পরিবারের সকলেই, এমন কি দেশেরও গণ্যমান্য অনেকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। দিনের পর দিন শহরের ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ক'রে যেতে লাগলেন। সাধ্যমত তাঁরা নানা জিনিস এনে উপহার দিতে লাগলেন মার্কোদের।

কারুকার্য করা বড় বড় কাঠের সিন্দুকে ভরা হ'তে লাগল সেই সব জিনিস। বড় বড় চীনামাটির রঙচঙে জালায় ভর্তি করা হ'ল খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়। বেতের ও বাঁশের তৈরি বাক্সে তোলা হ'ল বাসনপত্র। চামড়ার মোড়কে বাঁধা হ'ল শয্যার সব সরঞ্জাম। হরেক রকমের মূল্যবান কার্পেট, শতরঞ্চি ও গালিচা, মোটা মোটা কাপড়ের শতাধিক পাল ও খুঁটিনাটি বহু জিনিস দু'তিনদিন ধরে ক্রমাগত পিকিং-এর রাজপ্রাসাদ থেকে উট, ঘোড়া ও গাধার পিঠে, সমুদ্রতীরে মিন নদীর মোহানায় এসে জমতে লাগল। এই সব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আগে থেকেই একদল সৈনিক সেখানে তাঁবু ফেলে মোতায়েন করা হয়েছিল। ক্রমশঃ মাঝি-মাল্লা লোক-লশকর দাস-দাসী ও সঙ্গীসেনাদের সকলেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

ওদিকে ফুকিনের গায়ে য্যাটুর বন্দরে (বর্তমান নাম হাইটান) চোদ্দখানি সাবেকি পালতোলা পীত রঙের মজবুত জাহাজ ইতোমধ্যেই তৈরি হ'য়ে এসে অপেক্ষা করছিল। তাদের প্রত্যেকটির কাঠের মাস্তুলে সম্রাটের প্রতীক-চিহ্ন বাজপাখি খোদাই করা। প্রত্যেক জাহাজে মজবুত ধরনের চারটি ক'রে মাস্তুল। নতুন পাল টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে, মোটা দড়ির সঙ্গে বেঁধে।

ক্রমশঃ মালপত্র বিভিন্ন জাহাজে গিয়ে উঠতে লাগল। সবচেয়ে মজবুত ও বড় ধরনের জাহাজটিতে কোগাতিন, মার্কো, নিকোলো ও মেফিয়ো গিয়ে উঠলেন। আরগনের প্রেরিত প্রতিনিধি গুলাতে, আপস্কা ও গোজা নামক তিনজন সম্ভ্রান্ত রাজপ্রতিনিধিও উঠলেন ঐ জাহাজে। এই জাহাজের লশকর নাবিক ছাড়া, এঁদের আরও প্রায় পঞ্চাশ জন ভৃত্য, পরিচারক, পাচক ও কোগাতিনের সেবাদাসীও কয়েকজন এই সঙ্গে উঠলেন। বাকিগুলিতে ধুরন্ধর নাবিক, সৈনিক, হাকিম ও অন্যান্য বিশ্বস্ত লোকদের ভাগ করে দেওয়া হ'ল মালপত্র সমেত। মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী বেশিরভাগই মার্কোদের জাহাজে উঠল। বাকি কিছু কিছু অন্যান্য জাহাজেও বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীদের জিম্মায় রাখা হ'ল।

BanglaBook.org

কুল্লাউ এখানেও মার্কোর সঙ্গ ছাড়েনি। এই বৃদ্ধ বয়সেও তার উৎসাহের অন্ত নেই। মার্কোদের সঙ্গেই প্রথম তার এই দেশে আগমন, আবার সুদীর্ঘ একুশ বছর পরে তাঁদের সঙ্গেই প্রত্যাগমন তার পক্ষে ভাগ্যের কথাই বলতে হবে!

সম্রাট্ য়্যাটুতে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ ও সৈন্যসামন্ত নিয়ে নিজেই এলেন তাঁদের বিদায় দিতে। পিকিং-এ তিনি থাকতে পারেননি। কয়েকদিন থেকেই অত্যন্ত অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল তাঁকে—কিছুই যেন আর ভালো লাগছিল না তাঁর। তবুও এ ব্যাপারে যথাসম্ভব নিজেই তদ্‌বির করতে লাগলেন সব জিনিসের। কোন্‌টা কোথায় উঠল, কি কি জিনিস উঠল, প্রয়োজনীয় কিছু বাদ পড়ল কিনা,—সবই তীরের তাঁবু থেকে তিনি তদ্‌বির করতে লাগলেন। মার্কো, নিকোলো ও মেফিয়োর জন্যে যে সব উপহার তিনি এনেছিলেন, সেগুলি তিনটি স্বর্ণাধারে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিলেন এতক্ষণ, জাহাজে ওঠবার সময় তাঁদের প্রত্যেকের হাতে স্বতন্ত্রভাবে দেবেন বলে।

মার্কোর চোখেও ক'দিন কেবলি জল এসেছে। বিশেষ ক'রে যখনই সম্রাট্‌কে তিনি দেখেছেন অত্যন্ত বিমর্ষ—ঐ বিরাট মহান পুরুষের চোখ ছলছল করছে, তখনই তিনি তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন—তাকাতে পারেননি।

—'তা'হলে একান্তই তোমরা চললে মার্কো!' সম্রাটের আসনের নিচে হাঁটু গেড়ে বসতেই, কুবলাই তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন।

দিগন্তবিস্তৃত তাতার সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর সম্রাট কুবলাই খাঁর বুকের মধ্যে মার্কোর স্থান হয়েছে, এর চেয়ে সৌভাগ্যের আর কি আছে! মার্কো পোলো চোখ মুছতে মুছতে বললেন, 'আপনার সঙ্গেই তো আমার আত্মা রইল...আর আপনি রইলেন আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে! এ-জীবনে আপনাকে কি কোনদিন ভোলা সম্ভব!...আমরা তো আবার ফিরে আসছি আপনার কাছেই।'

একে একে নিকোলো, মেফিয়ো ও কোগাতিন সবাই সম্রাটের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজে উঠলেন। অন্যান্য লোকজন ও মালপত্র সবই এর আগে জাহাজে উঠে গেছে। তীরের বাজনদাররা সমবেত ভাবে একটা করুণ সুর বাজাচ্ছে তাদের বাজনাতে।

সম্রাট তাঁবু ছেড়ে তীরের ধারে এসে দাঁড়ালেন। নির্বাক, নিস্পন্দ গম্ভীর তাঁর মুখ—সে মুখের দিকে ভরসা ক'রে চাওয়া যায় না। তাঁর পেছনে ও পাশে দু'তিন হাজার লোক। অপলক-দৃষ্টিতে জাহাজগুলির দিকে চেয়ে আছেন তিনি, বিশেষ ক'রে পোলোরা যেটিতে উঠেছেন

BanglaBook.org

সেটির দিকে। অস্তগামী সূর্যের আলো সমুদ্রের জলে পড়ে ঝলমল করছে, তীরের পথঘাট, বাড়িঘরদোরের গায়ে যেন সোনার প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে কে।

সম্রাটের চোখ থেকে গণ্ডদেশ বয়ে টস্ টস্ করে কয়েক ফোঁটা জল মুক্তার মত গড়িয়ে পড়ল।

মই নাবানো হ'ল জাহাজের গা-থেকে। হাওয়ার মুখে পাল ঘুরিয়ে দেওয়া হ'ল মাস্তুলের গায়ে। তারপর হেলতে-দুলতে জাহাজগুলি চলতে লাগল কূল ছেড়ে অকূলের দিকে। দু'খানি ক'রে জাহাজ পাশাপাশি চলতে লাগল লম্বা সারি দিয়ে। সম্রাট্ তখনও দাঁড়িয়ে রইলেন জাহাজের দিকে চেয়ে, আর জাহাজের ওপর দাঁড়িয়ে রইলেন মার্কো পোলো তীরের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে।

ক্রমশঃ তীরের লোকের কাছে জাহাজগুলি এবং জাহাজের লোকের কাছে তীরের লোকজন ঝাপসা হ'য়ে আসতে লাগল—বাজনার সেই করুণ সুর আর শোনা গেল না।

চাররিদিকে থই থই জল জল আর জল! ধীরে ধীরে চলতে চলতে ফরমোসা প্রণালীর মধ্যে এসে পড়লেন তাঁরা। অনতিদূরেই ফরমোসা দ্বীপ এবং তার গায়েই পোকাডোবেস। পোকাডোবেস পেরুলেই পূর্ব-সাগরের সীমানা প্রায় শেষ হয়ে যাবে। তারপরই দক্ষিণ-চীনসাগর অতিক্রম করতে হবে তাঁদের। সুদীর্ঘ একুশ বছর পরে স্বদেশের পথে আবার পাড়ি দিয়েছেন তাঁরা।

জাহাজগুলির মধ্যে নাবিকই ছিল প্রায় আড়াইশ'-তিনশ', বাকি দু'বছরের মত পথযাত্রার মালপত্র ও খাদ্যাদি। এই সমস্ত জিনিস ও লোকজনদের গুছিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বও বড় কম নয়। নাবিকদের যাত্রা-পথ আগে থেকেই ছ'কে দেওয়া হয়েছিল, সেইভাবে জাহাজ নিয়ে এগিয়ে চলতে লাগল নাবিকরা।

কখনো হাওয়ার বেগে জাহাজগুলি দ্রুত চলছে, কখনো বা ধীর মন্থর তাদের গতি। সমুদ্রপথে আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করতে হয় অনেক কিছুই। বিশেষতঃ আগেকার দিনে জলযাত্রায় এই হাওয়ার উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। পদে পদে সেখানে ছিল বিপদের সম্ভাবনা। এই হয়ত সুন্দর স্বচ্ছ আকাশ, ফুরফুর ক'রে হাওয়া বইছে, জাহাজ চলেছে সন্‌সন্ ক'রে; আবার পরক্ষণেই হয়ত সারা আকাশ ছেয়ে মেঘ জমল, হাওয়া গেল বন্ধ হয়ে—প্রবল ধারায় জল নামল বা ঝড় উঠল প্রচণ্ড বেগে। সবাই থরহরি কম্পমান, চারিদিকেই সামাল-সামাল রব। কোথাও সমুদ্র ধীর স্থির শান্ত সমাহিত; কোথাও দুরন্ত,

BanglaBook.org

বিক্ষুব্ধ, ভয়াবহ! এই কূল-কিনারাহীন বারিধির বুকের ওপর দিয়েই এখন তাঁদের চলতে হবে দিনের পর দিন। এখানে উর্ধ্বে ঐ একই আকাশ আর নিম্নে ঐ একই অনন্ত জলরাশি ছাড়া আর কোন বৈচিত্র্য নেই। এই দীর্ঘ জলযাত্রা বড়ই একঘেয়ে লাগতে লাগালো মার্কোর। তবু তারই মধ্যে তিনি বৈচিত্র্য খুঁজে পান, যখন সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়, যখন দারুণ দুর্যোগের মধ্যে ঝোড়ো হাওয়ায় পালের দড়ি কড় কড় করে—বিচিত্র সামুদ্রিক জীবরা লাফিয়ে উঠে খেলা করে জলের উপর, ধাক্কা মারে জাহাজের গায়ে।

একদিন, দু'দিন করতে করতে এক মাস,—একমাস, দু'মাস করতে করতে তিন মাসের পর তাঁরা সমুদ্রের দক্ষিণ-পূর্বাংশে ১৫শ মাইল অতিক্রম ক'রে এসে পৌঁছলেন, যবদ্বীপে। তারপর যবদ্বীপ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে জাভা-সাগরের ভেতর দিয়ে সুমাত্রায় এবং মালাক্কা প্রণালীর ভেতর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে।

নানান অসুখ-বিসুখে এই পথে বহু লোক মারা যায় তাঁদের। আরগনের প্রেরিত তিন জন সম্ভ্রান্ত রাজপ্রতিনিধির মধ্যে এক গেজা ছাড়া আর দু'জনই দেহ রাখেন এই সমুদ্রপথে।

তারপর এখান থেকে জাহাজ ছেড়ে বিক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরের ভিতর দিয়ে আন্দামান এবং আন্দামান থেকে সিংহল এবং সিংহলদ্বীপ থেকে মালাবার কোস্টের গা-দিয়ে ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে আরব সাগর ও পারস্য উপসাগরের মধ্যে হারমোজের বিখ্যাত বন্দরে এসে হাজির হন মার্কোরা। সেটা ১২৯৩ সাল।

ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরের মধ্যেও বহু বিপদ-আপদ কাটাতে হয়েছে তাঁদের। বহু লোক-লশকরদেরও প্রাণহানি ঘটেছে এখানে। দীর্ঘ আঠারো মাসের পর হারমোজ বন্দরে, আরগনের রাজত্বে এসে পৌঁছনোর পর হিসাব ক'রে দেখা গেল যে, তাঁদের দলের ছ'শো লোকের মধ্যে প্রায় দু'শোর কাছাকাছি লোক, এই পথকষ্ট ও অসহ্য আবহাওয়া সহ্য করতে না পেরে প্রাণ হারিয়েছে নানা রোগে-ভোগে।

কিন্তু এখানে এসে তাঁরা শুনলেন যে, যে উদ্দেশ্যে এই দীর্ঘ দিন নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট সহ্য ক'রে তাঁরা এখানে এসে পৌঁছলেন তা সমস্তই ব্যর্থ হ'য়ে গেছে, আরগনের মৃত্যুতে! চীন থেকে তাঁদের যাত্রার সময়ই আরগন মারা যান, এবং সে খবর সম্রাটের কাছে পৌঁছায় তার অনেক পরে।

আরগনের মৃত্যু হলেও, আরগনের উপযুক্ত পুত্র কুমার গাজান তাঁদের যথেষ্ট অভ্যর্থনা ও খাতির-যত্ন করেন। এইখানেই কিছুদিন নানা

BanglaBook.org

আদর-আপ্যায়নের মধ্যে তাঁরা রয়ে যান। তারপর আবার এখান থেকে দেশাভিমুখে যাত্রা করেন মার্কোরা। পোলোদের পারস্যে থাকাকালীনই কোগাতিনের রূপগুণে মুগ্ধ হ'য়ে কুমার গাজান নিজেই তাঁর পাণিগ্রহণে অভিলাষী হন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে কোগাতিনের বিবাহ হয়ে যায়।

পারস্য থেকে দেশাভিমুখে যাত্রার মুখেই, সম্রাট্ কুবলাই খাঁর মৃত্যুর নিদারুণ সংবাদ তাঁদের কাছে এসে পৌঁছয়। মার্কোদের চীন ত্যাগের পরই সম্রাটের শরীর ভাঙতে আরম্ভ করে, নানান চেষ্টা ক'রেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নবম পরিচ্ছেদ

দেশের মাটিতে

বহুকাল পরে ভিনিসের বন্দরে একদিন ভোরের দিকে মার্কোদের জাহাজ এসে ভিড়ল। শেষ পর্যন্ত আবার দেশে ফিরতে পেরেছেন তাঁরা। পথের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ দেশের মাটিতে পা-দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব যেন উবে গেছে! এখানকার আকাশ, বাতাস ও মাটির সঙ্গে যে আঁতের টান জড়িয়ে আছে তাঁদের, তা সকলেই উপলব্ধি করলেন মনে মনে।

গাড়িতে মালপত্র বোঝাই ক'রে, লোকের মাথায় চাপিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির পথে চলতে লাগলেন তাঁরা। এখানেও পথের দু'পাশে লোকেরা দেখছে তাঁদের,—যেমন দেখেছিল, পূর্ব-এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ভেতর দিয়ে চান্দুতে যাবার সময়। মার্কোও চেয়ে চেয়ে সব দেখছিলেন; বাড়িঘরদোর রাস্তা-ঘাটের চেহারা সব যেন বদলে গেছে—স্বপ্নের মত ঝাপসা কিছু কিছু মনে পড়ছে মাত্র—আবার অনেককিছুই মনে করতে পারছেন না তিনি। স্বদেশে এখন যেন বিদেশী তাঁরা! চেহারা গেছে বদলে, পরনে সাজ-পোশাকও সব বিদেশীর—এখন এই দেশের লোক ব'লে চিনতে পারাই তাঁদের মুস্কিল! পথে দু'চারজন তাঁদের গন্তব্যস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করছে গ্রাম্য ইতালীর ভাষায় এবং মার্কো উত্তর দিয়েছেন তাঁর অভ্যস্ত তাতারীয় ভাষাতে। এতে দেশের লোককেও দোষ দেওয়া যায় না। তাছাড়া চব্বিশ-পঁচিশ বছর সময়ের ব্যবধানও তো বড় কম নয়—পনেরো বছরের ছেলেকে একেবারে চল্লিশ বছরে দেখলে চেনা মুস্কিল বই কি!

ক্রমশঃ তাঁদের পাড়ায় এসে পড়লেন। আর দু'একটা রাস্তার বাঁক পেরুলেই নজরে পড়বে সেই পৈতৃক পুরাতন বাড়ি! মার্কোর বিশেষ কিছুই মনে নেই এখানকার পথঘাট—আর তা থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু তবুও বাড়িটা নাকি তিনি চিনতে পেরেছেন। আনন্দে এগিয়ে গিয়ে, বাড়ির সামনে মালপত্র তিনি নাবাতে লাগলেন, লোকজনের মাথা থেকে। নিকোলো ও মেফিয়োও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসে পৌঁছে গেলেন। কিন্তু এ কি! বাড়ির লোকেরা তাঁদের ভেতরে ঢুকতে দিতে আপত্তি করছে যে! আশপাশের বাড়ি থেকে প্রতিবেশীরাও অনেকে এসে জমছে তখন—এই লটবহরওয়ালা অদ্ভুত সাজ-পোশাক-পরা লোকদের দেখতে। তারাও কেউ সনাক্ত করতে পারছে না এঁদের কারুকে। নিকোলো

BanglaBook.org

ও মেফিয়ো বেশ বুড়ো হয়ে গেছেন; মাথায় তাঁদের বড় বড় পাকা চুল, আর মুখের চেহারাও একরাশ পাকা গোঁফ-দাড়িতে গিয়েছে একেবারে বদলে! মার্কো পোলোর চেহারায় তো একেবারেই বিদেশীর ছাপ! অতি কষ্টে মাতৃভাষা বলতে হচ্ছে তাঁকে—বাঁকা বাঁকা, ভাঙা ভাঙা সে সব কথা। বহুদিন বিলেতে থাকার পর ভারতীয় ছেলেদের অনেক সময় যে দুর্দশা হয়, তেমনি আর কি! মার্কোর বাবা-কাকাও তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের অনেককেই এখন আর চিনতে পারছেন না। তাঁরা যখন মার্কোকে নিয়ে দ্বিতীয়বার সমুদ্রযাত্রা করেন, তখন যারা বুড়ো ছিল, তাদের কেউই নেই এখন। বাকি তখনকার ছেলে-ছোকরারাই এখন যোয়ান-মদ্দ প্রবীণ হয়েছে—তাদের কাছে সব জিনিস বোঝানোর বিড়ম্বনাও কম না!

নিকোলো ও মেফিয়ো তাঁদের বংশের কথা, পিতৃ-পুরুষদের কথা, বিদেশ গমনের কথা, ঐ সব আত্মীয়-স্বজনদের কাছে নানা যুক্তি দেখিয়ে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেউই বিশ্বাস করল না তাঁদের কথা। তারা সকলেই ভাবছিল, এরা হয়ত এশিয়ার কোন ভবঘুরের দল, ফন্দি ক'রে এখানে এসে বাসা বাঁধতে চাইছে। পাড়ার কয়েকজন মুরুব্বী গোছের বৃদ্ধ লোকও তখন এখানে জমায়েৎ হয়েছিল; তাদের কেউ কেউ নিকোলো ও মেফিয়োর কথাবার্তায় খানিকটা এঁদের পরিচয়ের আন্দাজ পাচ্ছিল বটে, কিন্তু আত্মীয়স্বজন না চিনলে আর উপায় কি! বৃদ্ধদের একজন, বাড়ির একজন কর্তাব্যক্তি লোককে ডেকে বললে, 'বেশ তো বাপু এখন কয়েকদিনের জন্যে তোমরা এঁদের আশ্রয় দাও না, তারপর এঁরা যদি এঁদের দাবি প্রমাণ করতে পারেন তো এখানে থাকবেন—নচেৎ এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন।'

—'উত্তম কথা, এতে আর তোমাদের আপত্তির কি থাকতে পারে?' বৃদ্ধদের আর একজন কথাটাকে সমর্থন করলেন।

মার্কোদের উপস্থিত আর কি করার আছে! তাঁদের এখন কোন রকমে একটু মাথা গোঁজার ও মালপত্রগুলো রাখবার জায়গা পেলেই হল—তারপর নিজেদের দাবি প্রমাণ করার জন্য যা করবার করবেন। এখন এ-বাড়ি ছেড়ে দিতেই বা কি এসে যায় তাঁদের এর চার ডবল বাড়ি, এমন কি এই শহরের অর্ধেকটাই এখন কিনে নেওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব নয়!

পাড়ার বয়োবৃদ্ধদের কথায় পোলোরা উপস্থিত সদর-বাড়ির একটা ঘরে থাকবার অনুমতি পেলেন। কিন্তু বেশি দিন নয়, মাত্র এক সপ্তাহের জন্য এবং এই এক সপ্তাহের মধ্যেই হয় তাঁদের প্রমাণ করতে হবে, যে এ বাড়ির অংশীদার তাঁরা, না হয় উঠে যেতে হবে অন্যত্র।

ব্যাপারটা যেমনি অদ্ভুত, তেমনি জমকালো। দু'চার দিনের মধ্যেই সংবাদটা

BanglaBook.org

পাড়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। আশপাশ থেকে দল বেঁধে ছেলেমেয়ে, বুড়ো-বুড়ি আসতে লাগল তাঁদের দেখতে। কেউ চিনি চিনি ক'রেও চিনতে পারল না, কেউ ভাব দেখাল যেন চিনতে পেরেছে। যারা চিনতে পারার ভাব দেখাল, তারা বললে, মানুষের কি আশ্চর্য পরিবর্তন! আর যারা চিনতে পারল না, তারা বলাবলি করতে লাগল, এরা নির্ঘাত ঠগ বা ভবঘুরের দল!

এঁদের নিয়ে পাড়ার মধ্যে দু'দলে যখন এমনি মন-কষাকষি চলেছে, তখন মার্কো পোলো একদিন গ্রামের প্রবীণদের এক ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। বাছা বাছা নামকরা লোকদের বাড়ি গিয়ে, তিনি নিজেই আহ্বান ক'রে এলেন কয়েকজনকে। নিকোলো ও মেফিয়োর দু'একজন বন্ধুও জীবিত ছিলেন তখনো, তাঁরাও নিমন্ত্রিত হলেন। শহরের রাজকর্মচারীদের মধ্যেও আমন্ত্রণ করা হ'ল অনেককে।

বাড়ির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অভ্যাগতদের খাওয়ানোর বিরাট আয়োজন হ'ল, এবং সেই আয়োজনেই তাঁদের সম্বন্ধে জনসাধারণের ও বাটীস্থ আত্মীয়স্বজনদের সন্দেহভঞ্জন করবেন বলে ঠিক করলেন মার্কো পোলো।

দিন আগে থেকেই স্থির হয়েছিল। কয়েকদিন বিশ্রামের পর সেদিন চুল-দাড়ি কেটে, পোশাক-পরিচ্ছদ পালটে, তাঁরা সমাগত ব্যক্তিদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলেন।

যথাসময়ে সন্ধ্যার দিক থেকেই একে একে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা আসতে আরম্ভ করল। ভোজের আয়োজন হয়েছিল, রাজ-রাজড়াদের মতই। এই সামান্য ভবঘুরে ব্যক্তিদের এই ধরনের বিরাট ব্যাপক আয়োজন দেখে সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল। মার্কো পোলো নিজেই তদ্‌বির কচ্ছিলেন সমস্ত জিনিসের। অভ্যাগতদের বসানো, খাওয়ানো—কাকে কি দেবার প্রয়োজন সমস্তই তদারক কচ্ছিলেন তিনি নিজেই। এমন খাওয়া বহুদিন এ-তল্লাটে কেউ খাওয়ায়নি কারুকে!

খাওয়াদাওয়া শেষ হবার মুখে, বৃদ্ধ নিকোলো একটি কাঠের চৌকির ওপর উঠে দাঁড়িয়ে, সকলের উদ্দেশে বললেন

'আপনাদের কেন আজ এখানে নিমন্ত্রণ করেছি, তা সকলেই হয়ত আপনারা জানেন, তবু আজ আপনাদের কাছে আমি কয়েকটি কথা বলব—আমি, আমার ভাই ও ছেলে মার্কো পোলো সকলেই আমরা এই বাড়িতেই জন্মেছি, এই আমাদের সত্যিকারের পৈতৃক ভিটে এবং এই ভিনিসই আমাদের জন্মভূমি! জন্মভূমির উপর প্রাণঢালা টান না থাকলে, আজ হয়ত এখানে আমরা ফিরেই আসতাম না। আমরা যেখানে ছিলাম, সে ইন্দ্রালয়, সে রাজত্বের সুখ-সম্পদের কথা আপনারা কেউই কল্পনাও করতে পারবেন না। তবু এই স্বদেশের মাটিই

BanglaBook.org

আমাদের সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে প্রিয় ও সবার উপরে ব'লে, আমরা বহু বিপদ-আপদকে তুচ্ছ ক'রেও আবার ফিরে এসেছি এখানে। এখন আপনারা যদি আমাদের, আপনাদের স্বদেশবাসী ব'লে গ্রহণ না করেন, তা'হলে আমরা নিরুপায়! কিন্তু তবুও আমরা এ দেশেই থাকবো, এ দেশেরই মঙ্গল কামনা করব—যতদিন জীবন থাকবে আমাদের! এই ভিটেতে থাকতে পারলে আমরা একাই ইন্দ্রালয় ক'রে তুলতাম, কিন্তু তা যদি না হয়—আমাদের আত্মীয়স্বজনরা যদি একান্তই সে অধিকার না দেন আমাদের, তা'হলে এটা তাঁদেরই দুর্ভাগ্য ব'লে মনে করতে হবে। এই বাড়িরই পশ্চিমে যে ছোট গির্জাটি এখন ভেঙে পালটে বৃহৎ চার্চে পরিণত হয়েছে, ছোটবেলায় ওখানেই আমরা আমাদের বাবা-মার সঙ্গে আরাধনা করেছি; ঐ যে উত্তরে পানশালার পাশে খোলা জায়গাটুকু পড়ে আছে, ঐ মাঠ ছিল আমাদেরই—এখন সেখানে নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে!...

এই সব কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন বৃদ্ধদের অনেকেই 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই...ঠিকই বলেছেন তো ভদ্রলোক!'...বলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল!

এইটুকু বলেই নিকোলো যেন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর বলা শেষ হ'তে না হ'তেই মেফিয়ো দাঁড়িয়ে উঠে তাঁদের সঙ্গে যে সব ব্যবসায়ীরা সে সময় ভিনিস থেকে কনস্টান্টিনোপলের বাজারে বেচা-কেনা করতে যেত, তাদের অনেকের পরিচয় দিতে লাগলেন। নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ভেতর থেকে একজন বৃদ্ধ লাঠির উপর ভর দিয়ে, দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'বল কি হে! তুমিই তা'হলে সেই আসল মেফিয়োই দেখছি—বেঁচে আছ এখনও! আমিই যে সেই বেরোচিয়ো হে! গলার স্বরটা তো তোমার ঠিকই আছে, তবে চেহারাটা কিন্তু একেবারে বদ্‌লে গেছে ভাই, আর নিকোলোকে তো চেনবার উপায়ই নেই।'...

নিকোলো ও মেফিয়ো এইভাবে একজনের পর একজন দাঁড়িয়ে বক্তৃতাচ্ছলে এই সব কথা যখন বলছিলেন, তখন মার্কো পোলো কিছুক্ষণের জন্য গিয়েছিলেন তাঁদের ঘরে। হঠাৎ একজনের মাথায় একটা বৃহৎ বাক্স চাপিয়ে তিনি সকলের মাঝখানে এসে হাজির হলেন। নিকোলো ও মেফিয়োর দিক থেকে সকলের দৃষ্টি তখন মার্কো পোলোর দিকে গিয়ে পড়েছে। তিনি এসেই সবার সামনে বাক্সটা খুলে, তার ভেতর থেকে বার করতে লাগলেন বিচিত্র, অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, নানা রকমের জিনিস! সকলেই তখন ঐ বিস্ময়কর জিনিসগুলির দিকে তাকিয়ে। তিনি একটি একটি ক'রে তুলে নিয়ে বলতে লাগলেন ঃ 'দেখুন, আপনারা, দেখুন বিশ্বাস হয় কিনা—দেখুন, সম্রাটের সব উপহার, সনদ, আর ধন-দৌলতের নমুনা!' এমনি ক'রে কয়েকটি জিনিস দেখাবার পরই, তিনি তিনটি আলখাল্লার

BanglaBook.org

মত অদ্ভুত ধরনের রঙিন মখমলের পোশাক বার করলেন। পথ-যাত্রার ব্যবহারে মলিন হয়ে গেছে সেগুলি—ছিঁড়েও গেছে স্থানে স্থানে। তারপর বললেন, 'এইগুলিই আমাদের গায়ে ছিল দীর্ঘ দিন ধরে সারা পথে। এইগুলির মধ্যেই ছিল আমাদের দেওয়া সম্রাটের সবচেয়ে মূল্যবান ঐশ্বর্য!' অপলকদৃষ্টিতে, বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে সকলেই চেয়ে আছেন তখন ঐ পোশাকগুলির দিকে। আবার তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, 'এ-ঐশ্বর্য ভিনিসের খুব কম লোকই দেখেছে একসঙ্গে—এটা গর্ব করেই বলছি। সম্রাটের নমুনা, শুধু তাঁর ঐশ্চর্যের নমুনা নয়, বিদেশীদের প্রতি তাঁর দরদের নমুনাও এর ভেতর থেকে আপনারা পাবেন, এবং এই থেকেই বুঝতে পারবেন যে, আমরা নিতান্তই ভবঘুরের দল নই, আর সামান্য এই বাড়িটুকুর অংশ গ্রহণের জন্যেও আমাদের কোন লোভ নেই!'

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির আত্মীয়স্বজনদের সকলেই একসঙ্গে—'না, না, আমরা তা বলছি না, আমরা আর অবিশ্বাস করছি না আপনাদের!' বলে চেঁচিয়ে উঠল। মার্কো পোলো ভাঙা ভাঙা দেশীয় ভাষায় তখনও বলে যেতে লাগলেন, 'এখনও আমরা সেখানে গিয়ে রাজার হালে থাকতে পারি। (এই কথার শেষে আবার সকলেই একসঙ্গে বলে উঠলঃ 'না না, সেখানে আর গিয়ে কাজ নেই আপনাদের') কিন্তু তা আর আমাদের ইচ্ছে নেই!'...বলেই তিনি একখানা ধারাল ছুরি দিয়ে জামার ভেতরের অস্তর চিরে তার ভেতর থেকে রঙ-বেরঙের মুঠো মুঠো হীরে-জহরত বার ক'রে সামনের টেবিলের উপর ঢালতে লাগলেন। অগুনতি, অদ্ভুত, অমূল্য সেই সব হীরে-মণি-মাণিক্যের জ্যোতিতে সারা জায়গাটাই উজ্জ্বল হয়ে উঠল, চক্‌মক্ ঝক্‌মক্ করে উঠল চতুর্দিক—বিদ্যুতের মত আলো ঠিক্‌রে পড়তে লাগল তাদের গা-থেকে। সোলোমানের রত্নখনিতেও এত ঐশ্বর্য একসঙ্গে বোধ হয় দেখা যায়নি, যা এই ভিনিসের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা চাক্ষুষ দেখার সুযোগ পেল এখানে। সকলেই হুমড়ি খেয়ে এসে পড়েছে তখন মার্কো পোলোর টেবিলের সামনে। এদের যতই কাছে গিয়ে দেখা যায়, ততই সেটা সৌভাগ্যের ব'লে বোধ হয় মনে হচ্ছিল অনেকের—কেউ কেউ হাতে ক'রেও স্পর্শ করছিল তাদের দু'চারখানা। জীবনে এ-দৃশ্য সত্যিই বিশ্বাস করা যায় না, চাক্ষুষ না দেখলে! চোখে সবারই ধাঁধা লেগে গেছে—লোভও হচ্ছে সম্ভবতঃ কারুর কারুর মনে।

—'এর কত দাম হবে মার্কো পোলো?' মেফিয়োর বন্ধু বৃদ্ধ বেরোচিয়ো বলে উঠল।

—'ঠিক এর দাম যে কত কোটি টাকা, তা বলা শক্ত! তবে আমার স্বদেশের মাটির চেয়ে, জন্মভূমির চেয়ে এর দাম যে অনেক কম, তা বুঝতেই

BanglaBook.org

পারছেন! তা না হ'লে এর সহস্রগুণ ধনরত্ন আমরা ফেলে এখানে ফিরে এসেছি কিসের লোভে?' বেরোচিয়োর কথার উত্তর দিলেন মার্কো।

—'সাধু সাধু!' বলে সকলেই চেঁচিয়ে উঠল।

এরপর হঠাৎ এক নাটকীয় ঘটনা ঘটল। পোলোদের আত্মীয়স্বজন যারা এই বাড়িতে বাস করছিল এতদিন, যারা এদের আত্মীয় বলে এতক্ষণ পর্যন্ত স্বীকার করতে চায়নি,—তারা সকলেই ভিড় ঠেলে ছুটে এসে নিকোলো ও মেফিয়োর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁদের চিনতে না-পারার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করল সকলের সামনেই।

মার্কো পোলো তখন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে সেই স্তূপীকৃত মণিমুক্তা, হীরে-জহরতের ভেতর হাত চালাচ্ছিলেন আর মনে মনে ভাবছিলেন মহানুভব তাতার সম্রাট্ সেই কুবলাই খাঁর কথা!

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org